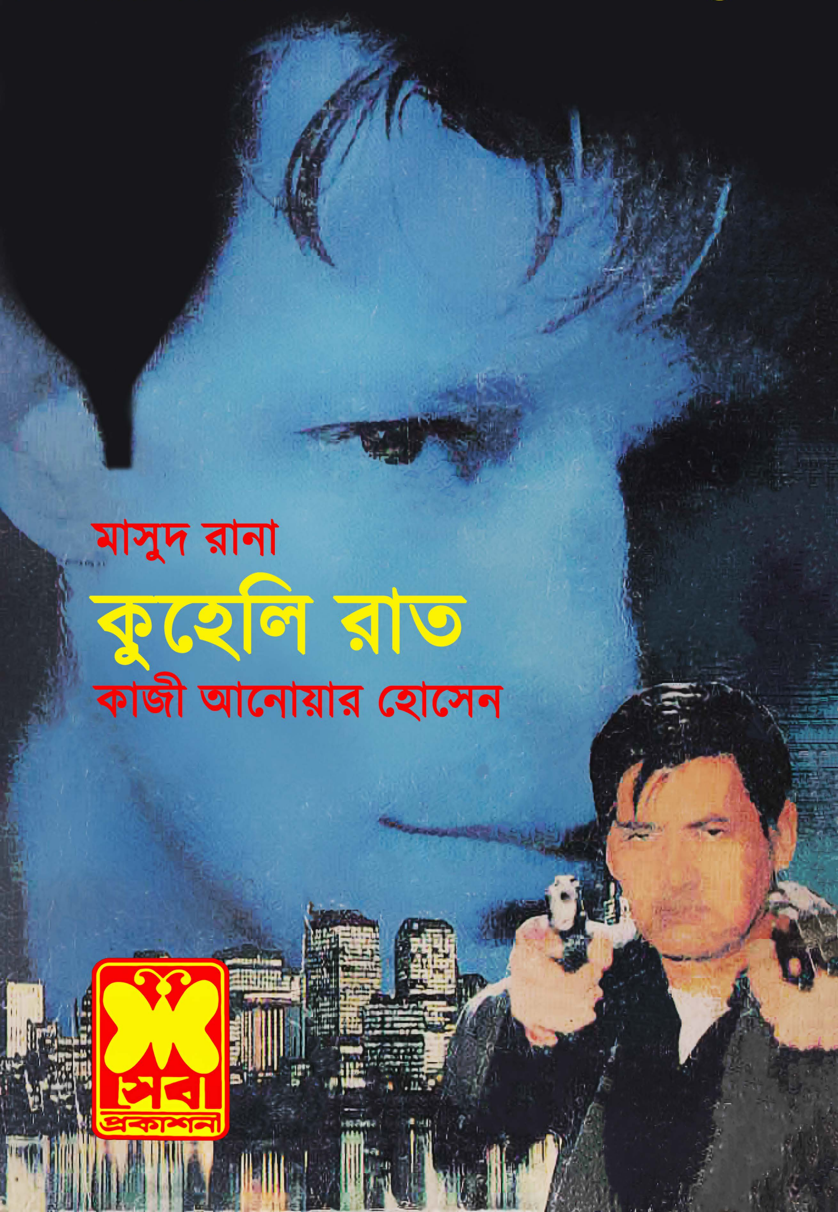
Remash Exclusive

Shiblu



মাসুদ রানা

কুহেলি রাত

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

কুহেলি রাত

কাজী আনোয়ার হোসেন

রক্ষকই ভক্ষক, এটা জানার পর মাসুদ রানার জন্যে ম্যাকাও হয়ে উঠল উত্তপ্ত তন্দুর। পালিয়ে কম্বোডিয়ার জলাভূমিতে চলে এল ও, ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের নেপথ্যনায়ক রেড ড্রাগনের নাকের সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছে এক হাজার মণ সোনার টোপ। এই জলাভূমি অসংখ্য চ্যানেল, নল খাগড়ার বন আর লেগুনের সমষ্টি । শুরু থেকেই ঘরের শত্রু ডয়েস হয়ে উঠল মারাত্মক হুমকি, তবে এই সমস্যার সমাধান চমকে দিল সবাইকে। যার জন্যে ফাঁদ পাতা, সেই রেড ড্রাগনই ফাঁদে ফেলল ওদেরকে। এখন রানা লিমাকে বাচাবে কিভাবে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা ২৯৯

কুহেলি রাত

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7299-5
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০০
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
E-mail: sebapro@ssl-idt.net
পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
Masud Rana-299
KUHELI RAAT
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

একত্রিশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়★ভারতনাট্যম ★স্বর্ণমৃগ ★দুঃসাহসিক★মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা★দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর★সাগরসঙ্গম★রানা! সাবধান!!★বিস্মরণ★রত্নদ্বীপ★নীল আতঙ্ক ★কায়রো মৃত্যুপ্রহর★গুপ্তচক্র★মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র- ★রাত্রি অন্ধকার★জাল★অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা ★ক্ষ্যাপা নর্তক★শয়তানের দূত ★এখনও ষড়যন্ত্র ★প্রমাণ কই? বিপদজনক★রক্তের রঙ★অদৃশ্য শত্রু★পিশাচ দ্বীপ★বিদেশী গুপ্তচর★ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা★ তিনশত্রু ★অকস্মাৎ সীমান্ত ★সতর্ক শয়তান★নীলছবি ★প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক★এসপিওনাজ★লাল পাহাড় ★হৃৎকম্পন★প্রতিহিংসা★হংকং সম্রাট কুউউ★বিদায় রানা★প্রতিদ্বন্দ্বী★আক্রমণ★গ্রাস★ স্বর্ণতরী★পপি★জিপসী★আমিই রানা সেই উ সেন★হ্যালো, সোহানা ★হাইজ্যাক ★ আই লাভ ইউ, ম্যান ★ সাগর কন্যা পালাবে কোথায়★টার্গেট নাইন★ বিষ নিঃশ্বাস★প্রেতাত্মা ★বন্দী গগল ★জিম্মি তুষার যাত্রা★স্বর্ণ সংকট★সন্ন্যাসিনী★পাশের কামরা★নিরাপদ কারাগার ★স্বর্গরাজ্য উদ্ধার ★হামলা★ প্রতিশোধ★মেজর রাহাত★লেনিনগ্রাদ★অ্যামবুশ★আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর★নকল রানা★রিপোর্টার★মরুযাত্রা★বন্ধু★সংকেত★স্পর্ধা★চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ★চারিদিকে শত্রু★অগ্নিপুরুষ★অন্ধকারে চিতা★মরণ কামড়★মরণ খেলা অপহরণ★আবার সেই দুঃস্বপ্ন★বিপর্যয়★শান্তিদূত★শ্বেত সন্ত্রাস★ছদ্মবেশী★কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন ★সময়সীমা মধ্যরাত★আবার উ সেন ★বুমেরাং★কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ★কুচক্র★চাই সাম্রাজ্য★অনুপ্রবেশ★যাত্রা অশুভ★জুয়াড়ী★কালো টাকা কোকেন সম্রাট ★বিষকন্যা ★সত্যবাবা ★যাত্রীরা হুঁশিয়ার ★অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯★অশান্ত সাগর ★শ্বাপদ সংকুল★দংশন ★প্রলয় সঙ্কেত★ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ ★ডাবল এজেন্ট★আমি সোহানা ★অগ্নিশপথ ★জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান★গুপ্তঘাতক ★ নরপিশাচ ★শত্রুবিভীষণ★অন্ধ শিকারী ★দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ★কালো ছায়া★নকল বিজ্ঞানী★বড় ক্ষুধা★স্বর্ণদ্বীপ★রক্তপিপাসা ★অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন★নীল দংশন★সাউদিয়া ১০৩★কালপুরুষ★নীল বজ্র★মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট★অমানিশা★সবাই চলে গেছে★অনন্ত যাত্রা ★রক্তচোষা ★কালো ফাইল মাফিয়া★হীরকসম্রাট★সাত রাজার ধন★শেষ চাল ★বিগব্যাঙ★অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ★মহাপ্রলয়★যুদ্ধবাজ★প্রিন্সেস হিয়া★মৃত্যুফাঁদ★শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা ★মায়ান ট্রেজার ★ঝড়ের পূর্বাভাস★আক্রান্ত দূতাবাস★জন্মভূমি দুর্গম গিরি ★মরণযাত্রা ★মাদকচক্র ★শকুনের ছায়া★তুরুপের তাস★কালসাপ গুডবাই, রানা ★সীমা লঙ্ঘন★রুদ্রঝড়★ কান্তার মরু ★ কর্কটের বিষ★বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর ★নরকের ঠিকানা★অগ্নিবাণ।

এক

বন্দর নগরী ম্যাকাও।

হারবারের পাশে পর্তুগীজ গির্জায় ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ল। ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। রাত দুটো।

বন্দর সংলগ্ন ক্যাসিনো পাড়ায় উপচে পড়েছে লোকজন। রাস্তায় রাস্তায় ঝকঝকে দামী গাড়ির প্রদর্শনী শুরু হয়েছে যেন। আলোকসজ্জায় টোকিও আর লাস ভেগাসের খ্যাতি বিশ্বজোড়া, তেমন নাম শোনা না গেলেও প্রতিযোগিতায় ম্যাকাও-ও খুব একটা পিছিয়ে নেই। পকেটে মাস্টারকার্ড, প্রয়োজনে পাঁচ কোটি টাকা ক্যাশ করতে পারবে; জেমস হার্ডির সেভেন স্টার ক্যাসিনো থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। দক্ষিণ চীন সাগরের তাজা ও ঠাণ্ডা বাতাস প্রাণ জুড়িয়ে দিল, কালো লেদার জ্যাকেটের সবগুলো বোতাম খুলে চারদিকে চোখ বুলাল ও।

রানা ম্যাকাওয়ে এসেছে হেরোইন কেনার জন্যে।

সেভেন স্টার ক্যাসিনো সাততলা বিল্ডিং; এক পাশে পার্কিং লট, আরেক পাশে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। পার্কিং লটে মার্সিডিজ, পাজেরোই বেশি, রোলসরয়েসও আছে। চওড়া রাস্তা, দু'পাশের প্রতিটি বহুতল দালান রংবেরঙের নিওন সাইনে প্রায় মোড়া। এটা চিয়াং ফুয়া চিয়াং অ্যাভিনিউ; ক্যাসিনো, নাইটক্লাব, রেস্তোরাঁ, বার, বিউটি পার্লার, হোটেল-মোটেল, ম্যাসাজ পার্লার ছাড়া অন্য কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিওন সাইনগুলো ঘন ঘন জ্বলছে-নিভছে–টপলেস শো, টপ অ্যান্ড বটমলেস ন্যুডিস্ট ক্লাব, সেক্স বাজার, ক্যাসিনো-প্লাস-সেক্স শপ, লাইভ সেক্স, সেক্স

অল দা ওয়ে। চিয়াং ফুয়া চিয়াং অ্যাভিনিউয়ে সেক্স সবচেয়ে বেশি বিকোয়, আর বিকোয় দুনিয়ার সবচেয়ে দামী মদ। পকেটে টাকা থাকলে ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারে যে-কেউ, এক রাত জুয়া খেলে কোটিপতি বা ভিখারি বনে যাওয়া নিত্য দিনের ঘটনা এখানে।

একটা বাঁক ঘুরে ফুটপাথ ধরে অলস পায়ে হাঁটছে রানা, রেন্ট-আ-কার থেকে নেয়া মার্সিডিজটা এক মাইল দূরে রেখে এসেছে। এদিকের রাস্তায় পথিক প্রায় নেই বললেই চলে, তবে দামী গাড়ি আর ট্যাক্সির ছুটোছুটি বন্ধ হয়নি। দুশো গজ সামনে আরও একটা চৌরাস্তা, ছ'জন পুলিস দাঁড়িয়ে আছে সেখানে, পরনে সদ্য ভাঁজ ভাঙা সবুজ ইউনিফর্ম। প্রত্যেকের কোমরে হোলস্টার, ভেতরে ভারী পিস্তল। এরা গ্রীন ব্রিগেড-এর সদস্য। গ্রীন ব্রিগেড বেসরকারী পুলিস। সবাই তারা চীনা, এবং অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী। ট্যুরিস্টদের নিরাপত্তার দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখে ওরা। দেখতে পেলেই ছুটে আসে, হাসিমুখে জানতে চায় কোন সাহায্য দরকার কিনা।

ম্যাকাও-এর আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছিল। পর্তুগীজ গভর্নর কোকো মিগুয়েল বেঞ্জামিন পাঁচ বছরের জন্যে নির্বাচিত হয়েই আন্তর্জাতিক টেন্ডার ডেকে বন্দর নগরীকে অপরাধ-মুক্ত রাখার সমস্ত দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন বেসরকারী পুলিসের হাতে। আর মাত্র পাঁচ বছর পরই ম্যাকাও ফেরত পাবে চীন, মাঝখানের এই সময়টায় সৎ ও আদর্শ প্রশাসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তিনি, ম্যাকাওয়ের ইতিহাসে তাঁর নাম যাতে স্মরণীয় হয়ে থাকে।

অবশ্য দুর্মুখেরা বলে, বেসরকারী পুলিস আসায় লাভ হয়েছে কচু। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে আগে সিন্ডিকেটের সংখ্যা ছিল এক ডজন, এখন ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড একাই রাজত্ব করছে। শোনা যায় গ্রীন ব্রিগেড আর ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের শক্তি নাকি সমান সমান। গ্রীন ব্রিগেড-এর ডিরেক্টর কর্নেল ম্যাট হিথ, আইরিশ-আমেরিকান, সাবেক সিআইএ অফিসার। হিথ ঘোষণা দিয়েছেন,

ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের মাথা রেড ড্রাগন কোথায় আছে জানতে পারলে তিনি নিজে তাকে ধরতে যাবেন। আর ওদিক থেকে রেড ড্রাগন দম্ভভরে জানিয়ে দিয়েছে, তার খোঁজ পাওয়া গ্রীন ব্রিগেডের কম্মো নয়, কারণ সে নাকি একটা মরীচিকা।

রানাকে দেখে ঠিকই ছুটে এল দু'জন অফিসার। একজন সবিনয়ে জিজ্ঞেস করল, 'স্যারের কি ট্যাক্সি দরকার?' সে থামতে না থামতে আরেকজন জানতে চাইল, 'স্যার কি পথ হারিয়ে ফেলেছেন? ঠিকানা বলুন, প্লীজ, আমরা আপনাকে পৌঁছে দিই।'

'ধন্যবাদ, ওদিকে আমার গাড়ি আছে,' বলে নিজের পথে এগোল রানা।

তিন মিনিট পর সামনে একটা বাঁক পড়ল, সেখানেও দু'জন পুলিসকে দেখা গেল, এক মাতালকে নিয়ে ঝামেলায় পড়েছে। বাঁক ঘুরে দুশো গজ গেলেই পড়বে পার্কিং লট, সেখান থেকে মার্সিডিজ নিয়ে নিজের হোটেলে ফিরবে রানা। কিন্তু বাঁকটা ঘোরার আগেই তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের চিৎকার শুনে চমকে উঠল ও। চীনা নয়, পরিষ্কার ইংরেজিতে চিৎকার করে বলছে, 'কে আছ, আমাকে সাহায্য করো, প্লীজ! ওহ্ গড! ওরা আমাকে মেরে ফেলছে!'

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। মাতাল তরুণকে তার নিসান পেট্রলে তুলে দিতে ব্যস্ত গ্রীন ব্রিগেডের দুই সদস্য। রানার কাছ থেকে মাত্র পাঁচ কি ছয় গজ দূরে ওরা, মেয়েটার চিৎকার শুনতে না পাবার কথা নয়। অথচ কোন প্রতিক্রিয়া নেই। 'এদিকে আসুন, প্লীজ। শুনতে পাচ্ছেন না, একটা মেয়ে বিপদে পড়েছে?'

পুলিস দু'জন ওর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। মুহূর্তের জন্যে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল রানা, তারপর ছুটে বাঁকটার মুখে চলে এল। পঁচিশ গজ দূরে, নির্জন রাস্তায়, পাঁচ-ছয়জন চীনা তরুণের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে একটা মেয়ে। ফুটপাথ ঘেঁষে একটা টয়োটা দাঁড়িয়ে আছে, মেয়েটাকে টেনে-হিঁচড়ে সেদিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা

চলছে। ছুটে যাবার ইচ্ছেটাকে অনেক কষ্টে দমন করল রানা। কাছাকাছি পুলিস থাকা সত্ত্বেও একটা মেয়েকে অপদস্থ করার চেষ্টা করছে, তারমানে নিশ্চয়ই ছোকরাদের সঙ্গে অস্ত্র আছে। পাঁচজনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে আগ্নেয়াস্ত্র দরকার, কিন্তু ওর সঙ্গে তা নেই।

মেয়েটা নিজেকে ছাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। নির্জন রাস্তায় হঠাৎ রানাকে দেখতে পেয়ে তার শক্তি যেন হঠাৎ বেড়ে গেল। মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'প্লীজ, আমাকে বাঁচান! পুলিস ডাকুন...'

এত রেগে গেল রানা, গলা থেকে যেন বাঘের হুঙ্কার বেরিয়ে এল। 'এই যে! এদিকে তাকান!' একজন পুলিস এরইমধ্যে নিসানের ড্রাইভিং সীটে উঠে বসেছে। তরুণ মাতালকেও তুলে দেয়া হয়েছে ব্যাকসীটে, তার পিছু নিয়ে দ্বিতীয় পুলিস ভেতরে ঢুকছে। 'একটা মেয়ে বিপদে পড়েছে, অথচ আপনারা ভান করছেন কিছুই ঘটছে না! গ্রীন ব্রিগেডের হেডকোয়ার্টারে আমি অভিযোগ করব, আপনারা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করছেন!'

দ্বিতীয় পুলিস নিসানে না উঠে রানার দিকে এগিয়ে এল। 'স্যার, আপনি দেখছেন না, আমরা একটা কাজে ব্যস্ত রয়েছি? তাছাড়া, ওরা ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের লোকজন, আশপাশে ওদের আরও লোক আছে। আমরা মাত্র দু'জন, ওদের বিরুদ্ধে কি করতে পারব, বলুন? তারচেয়ে আপনিও সরে পড়ুন, শুধু শুধু কেন বিপদে জড়াবেন...'

ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটাকে দেখছে রানা, এখনও হার মানেনি সে। পাঁচ গুণ্ডার একজন মোবাইল ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। ঘাড় সোজা করে পুলিসকে কিছু বলতে যাবে রানা, চোখ পড়ল নিসানের ভেতর। ড্রাইভিং সীটে বসা প্রথম পুলিসের কানেও একটা মোবাইল। 'আমাকে আপনারা দু'জন সাহায্য করুন, আসুন অন্তত চেষ্টা করে দেখি কিছু করা যায় কিনা...'

রানার কথা শেষ হলো না, মাথা নেড়ে দ্বিতীয় পুলিস বলল, 'দুঃখিত, স্যার। আপনি হয়তো জানেন না, আমাদের এলাকা ভাগ

করা আছে। আমাদের ডিউটি এই মোড় পর্যন্ত।'

রানা বুঝতে পারল, গ্রীন ব্রিগেড কোন সাহায্যে আসবে না। ইতিমধ্যে চার গুণ্ডা কাবু করে ফেলেছে মেয়েটিকে, চ্যাংদোলা করে তুলে ফেলেছে শূন্যে। অপর লোকটা এখনও কথা বলছে মোবাইলে। ও যদি এখনও দেরি করে, মেয়েটিকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। 'থ্রী-বি/সেভেনফাইভসেভেন,' বিড়বিড় করল ও, তারপর কিডন্যাপার তরুণদের লক্ষ্য করে ছুটল। 'এই! নামাও ওকে! ছেড়ে দাও!'

চারজন গুণ্ডা মেয়েটাকে নিয়ে টয়োটার দিকে এগোচ্ছে, মোবাইল কোমরে আটকে অপর লোকটা রানার দিকে ফিরল।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার–খুন নয়, মেয়েটাকে কিডন্যাপ করতে চাইছে ওরা।

রানা হঠাৎ এমন ভঙ্গিতে থমকে দাঁড়াল যেন নিজের বোকামি বুঝতে পেরে হতভম্ব হয়ে গেছে। টয়োটা এখন মাত্র দশ গজ দূরে, মেয়েটিকে ভেতরে ঢোকানোর চেষ্টা চলছে। 'মরতে চাও নাকি?' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল চীনা তরুণ, মোবাইলের পাশ থেকে ছুরি বের করল সে, বেল্টের সঙ্গে ছোট্ট খাপের ভেতর ছিল। 'এটা দেখছ? নাড়িভুঁড়ি সব বের করে দেব। যাও, ভাগো। ভাগো বলছি!' ভয় দেখানোর ভঙ্গিতে দু'পা সামনে এগোল, বাতাসে ছুরি চালাল দ্রুত।

আবার সামনে এগোচ্ছে রানা, চেহারায় বোকাসোকা ভাব, আচরণে কাতর মিনতি। 'দাও না, ভাই, ছেড়ে দাও না ওকে! একা একটা বিদেশী মেয়ে, ও তো আর তোমাদের কোন ক্ষতি করেনি, তাই না? মেয়ে দরকার, এই তো? জোরজার না করে টাকা দিলেই তো পেতে পারো। কিছু টাকা আমিই না হয় দিচ্ছি...'

'এই, তোরা শুনছিস! একটা ধুর ফেঁসেছে। বলছে টাকা দেবে...'

মেয়েটাকে টয়োটায় প্রায় তুলেই ফেলেছে ওরা। হাতে সময় নেই, যে-কোন মুহূর্তে এক কি দু'জন নেমে আসবে সঙ্গীর

সাহায্যে। করজোড়ে, ক্ষমা-প্রার্থনার ভঙ্গিতে এগোচ্ছে রানা। 'অল্প কিছু টাকা আছে আমার কাছে...'

'দাও, বের করো,' ছোরা বাগিয়ে ধরে চীনা তরুণও এগোচ্ছে, ঠোঁটে সতর্ক হাসি।

ট্রাউজারের দুই পকেটে হাত ভরে কি যেন খুঁজছে রানা। হাত দুটো বেরিয়ে এল দুই পকেটের সব কিছু নিয়ে–সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার, মানিব্যাগ, রুমাল, চাবির রিঙ ইত্যাদি। সব একসঙ্গে বাড়িয়ে ধরল। 'নাও, ভাই, সব নাও, তবে তার আগে তোমার লোকদের বলো মেয়েটাকে ছেড়ে দিক...'

চীনা গুণ্ডা হেসে উঠতে যাবে, একহাতের সব জিনিস তার মুখে ছুঁড়ে দিল রানা। শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যাবার পর ওকে আর কে থামায়! রুমালে মুখ ঢাকা পড়ায় কিভাবে কি ঘটল দেখারও সুযোগ পেল না চীনা বদমাশ। তার হাতটা ধরে প্রথমে একটা মোচড় দিল রানা, ছুরিটা আঙুল থেকে খসে পড়তে নিজের ভাঁজ করা হাঁটু উঁচু করে সেটার ওপর মোচড়ানো হাতের কনুই ঠেকাল, তারপর বাহু আর কব্জির ওপর দু'দিক থেকে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে ভেঙে ফেলল মাঝখানের হাড়। ছোকরার আর্তচিৎকার ভোঁতা শোনাল, কারণ রুমালটা তার হাঁ করা মুখে ঢুকে গেছে।

রাস্তার ওপর পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে সে, টয়োটা থেকে বেরিয়ে এল তার এক সঙ্গী। গাড়ি থেকে নিচে নেমে দরজা বন্ধ করতে যাবে, পারল না। বাইরে বেরিয়ে এসেছে একটা পা। হলুদ মাখনের মত রঙ, হাঁটু পর্যন্ত অনাবৃত, এরকম সুগঠিত ও লম্বা পা খুব কমই দেখেছে রানা।

দরজা বন্ধ করতে না পেরে রানার দিকে ফিরল প্রতিপক্ষ। হতাশায় ছেয়ে গেল রানার মন। শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে, সরাসরি রানার মাথার দিকে তাক করল। 'হ্যান্ডস আপ!' নাকি সুরে নির্দেশ দিল তরুণ।

পিস্তলের মুখে অভিনয় বা চালাকি কোন কাজে আসবে না। ধীরে ধীরে হাত দুটো মাথার ওপর তুলল রানা। তবে ও যা

দেখতে পাচ্ছে, তরুণ তা দেখতে পাচ্ছে না। টয়োটা থেকে বেরিয়ে আসা সুগঠিত ও শক্তিশালী পায়ে সোনালি এক পাটি জুতো, সেই জুতো দিয়ে তরুণের নিতম্বে লাথি মারল মেয়েটা। হোঁচট খেয়ে রানার দিকে এক পা এগোল ছোকরা। পিস্তল ধরা হাতটাকে পাশ কাটিয়ে তাকে আলিঙ্গন করল রানা। অজগর যেমন শিকারকে পিষে মারে, ঠিক তাই করছে ও, তবে সেই সঙ্গে ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে প্রচণ্ড এক গুঁতো মারল ছোকরার ঊরুসন্ধিতে। পিষে মারার আর প্রয়োজন হলো না, জ্ঞান হারিয়ে ওর আলিঙ্গনের ভেতর নেতিয়ে পড়ল দ্বিতীয় চীনা। ছেড়ে দিতেই পড়ে গেল সে। পিস্তলটা আগেই হাত থেকে খসে ছিটকে রাস্তার পাশে নর্দমায় ডুবে গেছে।

পরনে ছাইরঙা মোটা কাপড়ের স্কার্ট, গায়ে একই কাপড়ের কোট, টয়োটা থেকে শরীরটা প্রায় বের করে এনেছে মেয়েটা। ধস্তাধস্তি চলছে, ঝাঁকি খাচ্ছে গাড়ি। এই সময় স্টার্ট দিল ড্রাইভার, চিৎকার করে মেয়েটাকে গাড়ির ভেতর টেনে নেয়ার তাগাদা দিচ্ছে সঙ্গীদের।

চট করে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবার তাকাল রানা। বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে দুই পুলিস, নিরাপদ দূরত্ব থেকে যেন তামাশা দেখছে।

গাড়ি থেকে পুরোপুরি বেরুতে পারছে না মেয়েটা, দু'জন তরুণ টেনে ধরে রেখেছে। তাকে পাশ কাটাল রানা। কি ঘটছে দেখার জন্যে জানালা দিয়ে মুখ বের করল ড্রাইভার, পরমুহূর্তে নাকের ওপর প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়ে পাশের খালি সীটে কাত হলো। জানালার ভেতর হাত গলিয়ে ইগনিশন কী ঘুরিয়ে স্টার্ট বন্ধ করল রানা, হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলল ড্রাইভারের পাশের দরজা। তাকে খালি সীটে সরাবার জন্যে কয়েকটা লাথি মারতে হলো। পাঁজরের হাড় ভাঙার আওয়াজ শুনে নিশ্চিত হলো, তার তরফ থেকে আপাতত কোন বিপদ আসবে না।

ড্রাইভারের সীটে উল্টো হয়ে বসল রানা, সীটে হাঁটু গেড়ে।

ব্যাকসীটে একজন রয়েছে, আরেকজন সীটের নিচে বসা, দু'জনেই টেনে-হিঁচড়ে মেয়েটাকে গাড়ির ভেতর ফিরিয়ে আনতে গলদঘর্ম হচ্ছে। বিপদ দেখে মেয়েটাকে ছেড়ে দিল ওরা, চোখের পলকে একজনের হাতে বেরিয়ে এল একটা ছুরি, আরেকজন দু'হাত বাড়িয়ে খামচে ধরতে চেষ্টা করল রানার চুল।

'পালাও! ছোটো!' আত্মরক্ষায় ব্যস্ত রানা, তারই মধ্যে চিৎকার করছে।

হঠাৎ মুক্তি পেয়ে হতভম্ব হয়ে পড়েছে মেয়েটা। হয় অবশ হয়ে গেছে শরীর, কিংবা সাহায্যকারীকে বিপদে ফেলে নড়তে চাইছে না।

ব্যাকসীটে বসা লোকটার হাতে ছুরি, কিন্তু সঙ্গী টয়োটার মেঝে থেকে তার সামনে সিধে হওয়ায় সেটা সে ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে না। রানা বলতে গেলে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করল। চুল ধরার জন্যে হাত বাড়িয়েছে, সীটে শুয়ে পড়ে ফাঁকি দেয়ার সুযোগ ছিল। তা না করে লোকটার দিকে ঝুঁকল ও, বুকে বুক ঠেকাল, লোকটার কাঁধের ওপর চিবুক রাখল, যেন নিজের মুখটাকে ছুরির সহজ টার্গেট বানিয়ে পরিবেশন করছে। সুযোগটা সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করল ব্যাকসীটে বসা কিডন্যাপার। সরাসরি রানার চোখ লক্ষ্য করে চালিয়ে দিল ছুরিটা।

সময়ের চুলচেরা হিসাব, একটু এদিক-ওদিক হলে প্রাণ ছিনিয়ে নেবে খুনী। বুকে জড়িয়ে ধরা লোকটাকে ঝট করে ওপরে তুলল রানা, সরে গেল মুখটা। রানার আলিঙ্গনের ভেতর ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল ছোকরার শিরদাঁড়া, হাঁ করা মুখ থেকে হড়হড় করে রক্ত বেরুচ্ছে দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না ছুরির ফলা সরাসরি হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে দিয়েছে।

এক পলকের বিরতি পেয়ে বাইরে তাকাল রানা। মেয়েটা এতক্ষণে ছুটছে। 'ওদিকে নয়!' কর্কশ গলায় সাবধান করে দিল ও। 'উল্টোদিকে!' পরমুহূর্তে ব্যস্ত হয়ে পড়ল আবার।

সঙ্গীকে ছুরি মেরে বোকা হয়ে গেছে লোকটা। হাতল ছেড়ে

দিলেও, বিস্ফারিত চোখে সেটার দিকেই তাকিয়ে আছে। তার চেহারা দেখে মনের অবস্থা বুঝতে পারল রানা। 'বন্ধুকে যদি বাঁচাতে চাও, একটানে বের করো ওটা,' বলল ও, যেন সৎ পরামর্শ দিচ্ছে। 'তারপর তাড়াতাড়ি হসপিটালে নিয়ে যাও।'

'হসপিটালে...হাঁ...' ছুরির হাতলটা ধরল সে।

উঁকি দিয়ে তার কাজ দেখছে রানা। ধীরেসুস্থে লোকটার চুল ধরে টান দিল, সীটের পিঠে তুলে আনল অর্ধেক শরীর। প্রতিরোধ শক্তি নেই বললেই চলে, নেতিয়ে আছে শয়তানটা। তার ঘাড়ের ওপর পরপর দুটো জুডো চপ্ মারল রানা। জ্ঞান হারিয়েছে কিনা পরীক্ষা করার গরজ অনুভব করল না, টয়োটা থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার দু'দিকে তাকাল।

গাড়ি থেকে ওকে বেরুতে দেখে পুলিস দু'জন পিছন ফিরে দাঁড়াল। ভাবটা যেন, তারা কিছু দেখেনি, দেখতেও চায় না। রাস্তার আরেক দিকে, বিশ-পঁচিশ গজ দূরে, দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটা। রানাকে দেখে পা বাড়াল, তবে রানা হাত নাড়ছে দেখে স্থির হয়ে গেল। ছুটে তার কাছে চলে এলে রানা। 'তুমি বোকা নাকি? এখনও দাঁড়িয়ে আছ কি মনে করে? যাও, পালাও!'

'পালা... কোথায় পালাব?'

এতক্ষণে লক্ষ কলল রানা, মেয়েটা থরথর করে কাঁপছে। 'কোথায় পালাবে...ঠিক আছে, এসো আমার সঙ্গে,' বলে তার একটা হাত ধরে ছুটল রানা। ছুটতে ছুটতেই ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল। পুলিস দু'জনও ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। একজন মোবাইল ফোনে কথা বলছে কারও সঙ্গে।

দেড়শো গজ সামনে পার্কিং লট। দরজার তালা খুলে মার্সিডিজে মেয়েটাকে তুলল রানা, তারপর ঘুরে এসে ড্রাইভিং সীটে বসল। 'কোথায় যাবে বলো, পৌঁছে দিই।' গাড়ি স্টার্ট দেয়ার আগে ড্যাশ- বোর্ডের গোপন একটা কম্পার্টমেন্ট থেকে রিভলভারটা বের করে কোলের ওপর রাখল।

'চার্লটন স্ট্রীট,' বিড়বিড় করল মেয়েটা, তাকিয়ে আছে রানার

কোলের ওপর পড়ে থাকা অস্ত্রটার দিকে। 'হোটেল মেপল ইন।'

নির্জন পথ ধরে মার্সিডিজ ছুটছে, এতক্ষণে মেয়েটার দিকে ভাল করে তাকাল রানা। মেয়েটার রূপ গাড়ির ভেতরটাকে আলোকিত করে রেখেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। মুখের ত্বক পাকা ডালিম, যেন টোকা দিলেই ফেটে রক্ত গড়াবে। লিপস্টিক ছাড়াই টকটকে লাল হয়ে আছে সরু ঠোঁট জোড়া। চোখ দুটো বিশাল, যেন পাশাপাশি একজোড়া পদ্ম ফুটে আছে; দৃষ্টিতে সন্ত্রস্ত একটা ভাব থাকলেও বুদ্ধির দীপ্তি ম্লান হয়নি এতটুকু। নাক, ভুরু, কপাল সবই নিখুঁত; রূপ-সৌন্দর্যের সঙ্গে চেহারায় ফুটে আছে পরিশীলিত আভিজাত্য–বিশদ ইতিহাস জানার প্রয়োজন হয় না, একবার তাকালেই সমীহ করতে ইচ্ছে করে। স্কার্ট ও কোট ভরাট স্বাস্থ্যের সঙ্গে চমৎকার ফিট করেছে, নিশ্চয়ই নামকরা কোন টেইলারিং শপ থেকে বানানো।

চার্লটন স্ট্রীট পশ এলাকা। মেপল ইন ফাইভ স্টার হোটেল। রানার কৌতূহল হচ্ছে। এত রাতে, হোটেল থেকে কয়েক মাইল দূরে, একা কি করছিল মেয়েটা? ট্যুরিস্ট, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্যই চীনা নয়। ভিয়েৎনামী? থাই? নাহ্! তাহলে? 'কি ঘটেছিল?' অবশেষে নিস্তব্ধতা ভেঙে জিজ্ঞেস করল ও। 'ওখানে এত রাতে একা তুমি কি করছিলে?' কত বয়েস হবে? বাইশ? খুব বেশি হলে পঁচিশ।

উত্তরে ঘাড় ফিরিয়ে আরেকবার পিছন দিকে তাকাল মেয়েটা। তারপর স্কার্ট টেনেটুনে সুগঠিত হাঁটু দুটো আরও একটু ঢাকল। প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, 'পুলিস ছিল, অথচ ওরা এল না কেন!' ঠিক জিজ্ঞাসা নয়, যেন স্বগতোক্তি করল।

'কি করে বলি। তোমার নাম কি?'

'লিমা গুনো।' রানার দিকে তাকাচ্ছে না।

'ভিয়েৎনামী?'

মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'না, কম্বোডিয়ান।'

লিমা আর কিছু বলছে না। 'ট্যুরিস্ট?' আবার প্রশ্ন করল রানা।

'ট্যুরিস্টই বলতে পারেন, তবে ম্যাকাওয়ে একটা কাজে এসেছিলাম।'

'একা?'

কথা না বলে মাথা নাড়ল লিমা। আড়চোখে আরেকবার অস্ত্রটার দিকে তাকাল।

খানিক পর খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করল রানা। 'বোঝা যাচ্ছে, নিজের সম্পর্কে বেশি কিছু বলতে চাইছ না।' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ও।

'আপনি শুধু আমার প্রাণ বাঁচাননি,' এতক্ষণে সরাসরি রানার দিকে তাকাল লিমা, 'আরও অনেক বড় উপকার করেছেন। আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাববেন না, প্লীজ। তবে আপনি ঠিকই ধরেছেন, নিজের সম্পর্কে সত্যিই বেশি কিছু বলতে চাই না আমি। কেন, আপনার এই প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারব না। সত্যি আমি দুঃখিত।'

রিয়ার-ভিউ মিররে চোখ রেখে নিজেকে মৃদু তিরস্কার করল রানা। মেয়েটা ওকে বিশ্বাস করতে পারছে না, ভাবছে এক বিপদ থেকে আরেক বিপদে পড়ল কিনা। দায়ী রিভলভারটা।

অনেকক্ষণ কোন কথা হলো না। কয়েকবার বাঁক নিল মার্সিডিজ। প্রতিটি মোড়ে গ্রীন ব্রিগেড পুলিসের টহল আছে। রানার সন্দেহ হলো, মার্সিডিজটাকে বিশেষভাবে লক্ষ করছে ওরা। সত্যি? নাকি মনের ভুল?

পিছনে গাড়ি থাকছে, তবে কেউ অনুসরণ করছে বলে মনে হলো না। কোলের ওপর হাত দুটো এক করে রেখে বসে আছে লিমা, দৃষ্টি সরাসরি সামনে। কেউ কোন কথা বলছে না।

এক সময় চার্লটন স্ট্রীটে পৌঁছুল মার্সিডিজ। দীর্ঘ নিস্তব্ধতা ভেঙে লিমা জিজ্ঞেস করল, 'কিছু যদি মনে না করেন, আপনার পরিচয়টা জানতে পারি?'

'আমি বাংলাদেশের লোক। অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা কাজ নিয়ে ম্যাকাওয়ে এসেছি। ঠিকানা জানা থাকলে বা আমার সঙ্গে

যোগাযোগ করলে তোমার বিপদ হতে পারে।'

চেহারাই বলে দেয় সন্ত্রস্ত ভাবটুকু প্রায় কাটিয়ে উঠেছে মেয়েটা, তার জায়গায় আসন গেড়েছে উদ্বেগ। কি যেন বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। রানার সন্দেহ হলো, লিমা কান্না চাপার চেষ্টা করছে।

রাস্তার ডান পাশে বিশাল মেপল ইন। মার্সিডিজের স্পীড কমিয়ে আনল রানা। 'ইন' ও 'আউট' লেখা দুটো গেট, ইউনিফর্ম পরা দারোয়ানরা পাহারা দিচ্ছে। দুই গেটের ব্যবধান পঞ্চাশ গজ। প্রতিটি গেটের দু'পাশে মর্মরপাথরের স্তম্ভ, স্তম্ভের মাথায় সিংহের মূর্তি। 'ইন' লেখা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল মার্সিডিজ। একপাশে বিস্তৃত সবুজ লন, আরেক পাশে বাগান। মাঝখানের রাস্তা ইংরেজি 'ইউ' হরফের মত। রাস্তার ডান পাশে, লনের শেষ মাথায়, পার্কিং লট। বোর্ডাররা গাড়ি-বারান্দায় নামে, ড্রাইভার না থাকলে হোটেলের কর্মীরা পার্কিং এরিয়ায় রেখে আসে গাড়ি।

পার্কিং এরিয়ার দিকে গেল না রানা, বাঁক নিয়ে গাড়ি-বারান্দায় থামল। দরজার হাতলে হাত রাখল লিমা, এক সেকেন্ড ইতস্তত করে বলল, 'জানি আপনি আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাবছেন। কিন্তু আমার অবস্থায় পড়লে যে-কোন মেয়ে এই আচরণই করত। সে যাক, আপনি সত্যি আমাকে আপনার হোটেলের নামটা বলতে পারেন না?'

লিমা কি বলছে সেদিকে খেয়াল নেই রানার, তাকিয়ে আছে রিয়ার-ভিউ মিররে। 'নেমো না!' ফিসফিস করল ও।

রানার দৃষ্টি কোথায় লক্ষ করল লিমা, তারপর ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল। তার আঁতকে ওঠার আওয়াজ পেল রানা।

গুণ্ডাদের মধ্যে যার ঘাড়ে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কোপ মেরেছিল রানা, টয়োটা থেকে বেরিয়ে আসছে সে। তার পিছু নিয়ে টয়োটার ড্রাইভারও বেরিয়ে এল। রানার জন্যে আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। পার্কিং এরিয়ায় শুধু গুণ্ডাদের টয়োটা নয়,

মাতাল লোকটার নিসান পেট্রলও রয়েছে। মাতলামির কোন লক্ষণ নেই, সে-ও বেরিয়ে এল নিজের গাড়ি থেকে। তিনজন একসঙ্গে হন হন করে এদিকেই আসছে। সাবেক মাতালের জ্যাকেট ফুলে আছে, বাম হাতটা শরীরের কাছ থেকে একটু বেশি দূরে—সন্দেহ নেই শোল্ডার হোলস্টার পরে আছে সে। বাকি দু'জনের একটা করে হাত পিছন দিকে; সম্ভবত সঙ্গে ছুরি আছে ওদের।

স্টার্ট বন্ধ করেনি রানা, মার্সিডিজ ছেড়ে দিল। সামনে ধনুকের মত বাঁকা পথ, 'আউট' লেখা গেট দিয়ে রাস্তায় মিশেছে। বাঁক ঘোরা শেষ করেনি মার্সিডিজ, গুলি হলো। টং করে ধাতব শব্দ তুলে মার্সিডিজের পিছনে কোথাও লাগল বুলেটটা। কেউ একজন চিৎকার করে উঠল। রিয়ার-ভিউ মিররে চোখ রেখে রানা দেখল, গুণ্ডারা ছুটে ফিরে যাচ্ছে পার্কিং লটে।

গেট দিয়ে বেরিয়ে এল মার্সিডিজ। স্পীড বাড়িয়ে বাঁক ঘুরল রানা। পিছনে টয়োটা বা নিসান উদয় হবার আগেই মেইন রোড ছেড়ে সরু একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। খানিক পরপর দু'বার বাঁক ঘুরে গলির পাশে গাড়ি থামাল ও। 'হোটেলে ফেরা নিরাপদ নয়,' বলল লিমাকে। 'কোথায় যেতে চাও বলো।'

লিমা এখন যেন নিষ্প্রাণ একটা মূর্তি। কথা বলছে না, নড়ছে না।

'কি হলো?'

মূর্তির দু'চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে।

অসহায় বোধ করল রানা, খানিকটা বিরক্তও। 'অন্য কোন হোটেলে উঠতে হবে তোমাকে। কোথায় উঠতে চাও বলো।'

'আমার সব টাকা হাতব্যাগে ছিল, ওরা সেটা কেড়ে নিয়েছে,' বলল লিমা।

'সেক্ষেত্রে তোমার সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে কোথাও থেকে ফোন করো।'

'আমি তো তিয়ানার ফোন পেয়েই ওখানে গিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই তাকে ওরা কোথাও আটকে রেখেছে।'

'তিয়ানা?'

'পুরোহিত।'

'বুড়ো এক পুরোহিতের সঙ্গে ম্যাকাওয়ে এসেছ? কি কাজে?'

'বুড়ো নয়, আমার সমবয়েসী,' বলল লিমা। 'আমার বাবার পর বাটামবাং-এর প্রধান মন্দিরে তারই পৌরহিত্য করার কথা। অত্যন্ত ধার্মিক ও সৎ ছেলে।'

'এখন তাহলে কি করবে তুমি?'

'কি করব আমি জানি না,' লিমার সরল স্বীকারোক্তি।

তুমি শালা ফেঁসে গেছ! মনে মনে নিজেকে গাল দিল রানা। হঠাৎ আবিষ্কার করল, ওকে সঙ্কটে ফেলায় মেয়েটার ওপর রাগ হবার কথা, কিন্তু তা হচ্ছে না। আরেক বার লিমার দিকে ভাল করে তাকাল। চুপচাপ বসে আছে, পাথরের একটা মূর্তিই বলতে হবে–শুধু চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে। অনেকটা যন্ত্রচালিতের মত, নিজের অজান্তে, পকেট থেকে রুমালটা বের করে বাড়িয়ে দিল। না, এ সাধারণ কোন মেয়ে নয়; এর ওপর রাগ করা স্রেফ অসম্ভব।

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'তিনটে বাজতে চলেছে। এত রাতে তোমাকে আমি রাস্তায় নামিয়ে দিতে পারি না। তোমার যখন কোথাও যাবার জায়গা নেই, চলো তাহলে আমার হোটেলে উঠবে। আমি ইন্টারকন্টিনেন্টালে আছি।'

'সেটা কি উচিত হবে?' নার্ভাস বোধ করছে লিমা।

'আমার স্যুইটে নয়,' বলল রানা। 'তোমার জন্যে আলাদা একটা রূম ভাড়া করব।' লিমা কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে বাধা দিল তাকে, 'ভাড়াটা নাহয় আপাতত আমিই দিলাম।'

'না, মানে, আমি বলতে চাইছিলাম, আপনার হোটেলে ওঠাটাও কি নিরাপদ?' লিমা সরাসরি রানার দিকে তাকিয়ে আছে। 'ওদেরকে আমি মোবাইল ফোনে কথা বলতে শুনেছি। অন্তত একটা বাক্য তো স্পষ্টই কানে বাজছে এখনও : "ও, আচ্ছা, তুমি ওই লোকটার কথা বলছ–ক'দিন থেকে যে হেরোইন কেনার

প্রস্তাব দিচ্ছে–ব্যাটা এদিকেই আসছে তাহলে?" তখন কিছু মনে হয়নি, এখন ভাবছি লোকটা কি আপনার কথাই বলছিল?'

এবার রানার স্তম্ভিত হবার পালা। কথা বলল না, একচুল নড়ল না পর্যন্ত। বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগছে। মেয়েটার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতে ইচ্ছে হলো। 'গুণ্ডাদের একজন মোবাইল ফোনে এই কথাটা বলল। কাকে বলল?' কাকতালীয় হোক বা নিয়তি, ও আর মেয়েটা পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। লিমা যদি ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস না করে থাকে, তাকে দোষ দেয়া যায় না। সম্ভাব্য একজন হেরোইন ক্রেতাকে ভদ্র একটা মেয়ে কেন বিশ্বাস করবে?

'কাকে বলল তা তো আমি জানি না,' বলল লিমা। 'আরও একটা কথা ভাবছি। আপনার এই গাড়ির নম্বর নিশ্চয়ই ওরা দেখেছে। রেন্ট-আ-কার অফিসে যোগাযোগ করে আপনার নাম-ঠিকানা পেয়ে যাবে ওরা। হোটেলে ফেরা আপনার জন্যেও নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না।'

'তোমার বুদ্ধি আছে,' বলল রানা। 'তবে আমার নিরাপত্তার কথা আমাকেই ভাবতে দাও। প্রথম কাজ, তোমার একটা ব্যবস্থা করা। আমার এক শুভানুধ্যায়িনী আছেন, সুচেতা পাটনায়েক। ম্যাকাওয়ে তাঁর জোরাল কানেকশন আছে, আন্ডারওয়ার্ল্ডের গোক্ষুররাও তাঁকে সমঝে চলে। একটা বিউটি পার্লারের মালিক তিনি। তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তাঁর কাছে রাতটা কাটাতে পারো। কিন্তু তারপর কি করবে? কোনও প্ল্যান আছে? ম্যাকাও যে তোমার জন্যে নিরাপদ জায়গা নয়, এটা তো নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছ।'

'আমার কাছে রিটার্ন টিকেট আছে,' বলল লিমা। 'আপনি যদি কাল বিকেলের দিকে আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে পারেন, আমি ব্যাংককে ফিরে যেতে পারি।'

'ব্যাংককে কেন? তুমি না তখন বললে তোমার দেশ কম্বোডিয়া?'

'কেন, আপনি জানেন না কম্বোডিয়ায় এখন গৃহযুদ্ধ চলছে? খেমাররুজ গেরিলারা গোটা দেশে আগুন জ্বেলে রেখেছে। আমরা পালিয়ে এসেছি...সে অনেক কথা, আপনার শোনার ধৈর্য হবে না।'

'আমাকে তুমি বিশ্বাসও করতে পারছ না,' বিড়বিড় করল রানা। তারপর গাড়ি ছেড়ে দিল।

'আপনি হয়তো আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাববেন, তবে কথাটা সত্যি,' একটু পর বলল লিমা। 'সত্যি আপনাকে আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না। ম্যাকাওয়ে আপনি কি করছেন, আপনার পরিচয় কি, এসব কিছুই আমি জানি না। এমন কি নামটা পর্যন্ত আমাকে আপনি বলেননি এখনও।'

'আমি মাসুদ রানা।'

'ধন্যবাদ। মি. রানা, আপনি কি সত্যি হেরোইন কেনার জন্যে ম্যাকাওয়ে এসেছেন?'

'মিস্টার বাদ দাও। হেরোইন...সে অনেক কথা, তোমার শোনার ধৈর্য হবে না।'

'আপনিও আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না,' বিড়বিড় করল লিমা।

কথা না বলে একমনে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। লিমাও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর খুক করে কেশে পরিবেশ থেকে অস্বস্তির ভাবটুকু দূর করার চেষ্টা করল। 'আপনাকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না ঠিকই, তবে একটা কথা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে। চেহারা যদি সার্টিফিকেট হয়, আর আচরণ যদি হয় ক্রেডিট কার্ড, সব মিলিয়ে আপনাকে মহৎপ্রাণ একজন সত্যিকার ভদ্রলোক বলতে হবে। তারপরও, আপনাকে আমার ভয় লাগছে। সে ভয় দূর করার দায়িত্ব আপনার।'

রানা সাড়া দিচ্ছে না।

লিমা আবার বলল, 'আপনাকে বিশ্বাস করতে না পারায় নিজের কাছে আমি ছোট হয়ে যাচ্ছি।'

অন্য প্রসঙ্গে, অনেকটা স্বগতোক্তি করার সুরে, রানা বলল,

'কাল সকালে আমি গ্রীন ব্রিগেডের হেডকোয়ার্টারে ওই দু'জন পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে যাব। রাতটা আমাকেও মিসেস পাটনায়েকের বিউটি পার্লারে কাটাতে হবে।'

'ঠিক আছে, আপনার সব কথা আমি জানতে চাই না। শুধু স্বীকার বা অস্বীকার করুন—আপনি কি সত্যি হেরোইন কেনাবেচা করেন?'

'কেন, জেনে কি লাভ তোমার?'

জবাব দিতে এক মুহূর্ত দেরি করল লিমা। 'হাসবেন না, কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্যি—আমার একজন দেবদূত দরকার, যাকে আমার বিপদের কথা খুলে বলা যায়।'

'তোমার বুঝি সন্দেহ হচ্ছে, আমিই সেই দেবদূত হলেও হতে পারি?'

রানা নয়, লিমাই হেসে ফেলল। 'সত্যি সন্দেহ হচ্ছে।'

হাসি বা জলতরঙ্গের রিনিঝিনি আওয়াজটা থেমে গেলেও তার রেশ অনেকক্ষণ লেগে থাকল কানে। রানা জানতে চাইল, 'তোমার ইংরেজি খুব ভাল। কোথায় শিখেছ?'

'ছোটবেলায় মায়ের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ইংল্যান্ডে ছিলাম আমি,' বলল লিমা। 'তারপর ব্যাংকক ইউনিভার্সিটি থেকে ইংরেজিতে অনার্স করেছি। ছুটিতে দেশে ফিরেছিলাম...' থেমে গেল সে, প্রসঙ্গ বদলে ফেলল। 'আপনিই বলুন, আপনাকে আমার সব কথা বলা যায়?'

'দেবদূত চাইলে অন্য কোথাও খুঁজতে হবে তোমাকে,' বলল রানা। 'আমি সাধারণ একজন বাঙালী, সরকারী কাজে ম্যাকাওয়ে এসেছি। ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড পেনিট্রেট করতে চাই, সেজন্যেই হেরোইনের ক্রেতা সাজতে হয়েছে।'

হঠাৎ রানার হাতে হাত রাখল লিমা। 'ভুল বুঝেছি, সেজন্যে ক্ষমা চাই।' তারপরই হাতটা টেনে নিল।

'ক্ষমা করা গেল না, কারণ তুমি কোন অপরাধ করোনি,' বলল রানা। 'তবে তোমার গল্পটা এবার শোনা যেতে পারে।'

'শুনলে বুঝতে পারবেন, আপনি শুধু আমার প্রাণ বাঁচাননি, কয়েক লাখ কম্বোডিয়ানবাসীর পরম উপকার করেছেন। আমি ওদের হাতে পড়লে অত্যন্ত গোপনীয় একটা তথ্য ফাঁস হয়ে যেত, আমার দেশবাসী বঞ্চিত হত কয়েক হাজার কোটি ডলারের জাতীয় সম্পদ থেকে।'

রানা হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে, লিমার কথায় মনোযোগ নেই। সামনে বাঁক নিতে হবে ওকে, কিন্তু গ্রীন ব্রিগেডের সবুজ রঙের একটা জীপ দাঁড়িয়ে রয়েছে বাঁকের মুখে। ওর আড়ষ্ট ভাব টের পেয়ে চুপ করে গেছে লিমা। মার্সিডিজের স্পীড না কমিয়ে নাক বরাবর সোজা যাচ্ছে রানা, বাঁক নেবে না। জীপটাকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা, ভেতরে ড্রাইভারের পাশে মাত্র একজন পুলিস বসে আছে। অন্যদিকে তাকিয়ে আছে, মার্সিডিজ সম্পর্কে যেন কোন আগ্রহই নেই।

'ওরা কি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে এখানে?' জিজ্ঞেস করল লিমা, কেঁপে গেল গলাটা।

'এবার ম্যাকাওয়ে এসে মিসেস পাটনায়েকের সঙ্গে আমি দেখা করিনি,' বলল রানা। 'শুধু একবার টেলিফোন করেছিলাম। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে, এ-কথা তো অন্তত গ্রীন ব্রিগেডের জানার কথা নয়।'

'থ্রিলার পড়েননি, টেলিফোনে আড়িপাতা যন্ত্র ফিট করা যায়?'

রানা চিন্তিত, তারপরও হেসে ফেলল। 'পড়িনি আবার!'

'এখন তাহলে কি হবে?'

'আরেক দিক থেকে ওই রাস্তার উল্টো প্রান্তে পৌঁছুতে আধ ঘণ্টার মত লাগবে,' বলল রানা। 'এই ফাঁকে তোমার গল্পটা শোনা যাক। হয়তো কোন সূত্র পাওয়া যাবে।'

'আগে আপনি আমাকে নিরাপদ কোথাও নিয়ে চলুন, তা না হলে কথাগুলো আমি গুছিয়ে বলতে পারব না—আমার খুব ভয় করছে।'

'তুমি বোধহয় প্রথমে আমার গল্পটা শুনতে চাইছ,' বলে হেসে

উঠল রানা।

চট্টগ্রাম বন্দরে পরপর কয়েকটা বড় হেরোইনের চালান ধরা পড়ায় ইন্টারন্যাশনাল নারকোটিক কন্ট্রোল কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। কমিশন দ্রুত তদন্ত চালিয়ে একটা রিপোর্ট পাঠায় বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকায়। সেই রিপোর্টেই প্রথম ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড সম্পর্কে জানা যায়।

চীনাদের যে-কোন সিক্রেট ক্রিমিনাল সোসাইটিকে ট্রাইয়্যাড বলা হয়। প্রায় সব ট্রাইয়্যাডই বেআইনী মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। ট্রাইয়্যাড শব্দটা চীনা মাফিয়ার প্রতিশব্দ হিসেবে চালু হয়ে গেছে। ম্যাকাওয়ের প্রধান ব্যবসাই হলো ক্যাসিনো, অর্থাৎ জুয়া–জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। ব্যবসাটাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বিশাল করে তোলার কৃতিত্ব চীনাদের এক ডজন ট্রাইয়্যাডের, তার মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত ও প্রভাবশালী ছিল রেড ড্রাগন।

রেড ড্রাগনের আমলে ম্যাকাও-এর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। টাইমবোমা দিয়ে প্রতিপক্ষের ক্যাসিনো উড়িয়ে দেয়া, পাইকারী হত্যাকাণ্ড, পর্তুগীজ পুলিস খুন ইত্যাদি ছিল নিত্যকার ঘটনা। বেসরকারী পুলিস গ্রীন ব্রিগেডকে দায়িত্ব দেয়ার পর পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে ঠিকই, তবে সেটাকে শুভ বলার খুব একটা সুযোগ নেই। গ্রীন ব্রিগেড রেড ড্রাগন সহ প্রায় এক ডজন ট্রাইয়্যাডকে নিশ্চিহ্ন করতে সফল হয়েছে বলে দাবি করলেও, তাদের এই সাফল্য ম্লান হয়ে যায় ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের উত্থানে।

আইএনসিসি-র রিপোর্টে ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড সম্পর্কে বিচিত্র সব তথ্য দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, গ্রীন ব্রিগেড আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় অত্যন্ত দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তারা নতুন এই সংগঠনের লীডার বা সদস্যদের সম্পর্কে নিরেট কোন তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেনি। এই ব্যর্থতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে গ্রীন

ব্রিগেডের তরফ থেকে একটা অজুহাত খাড়া করা হয়েছে—ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড এই পর্তুগীজ কলোনিতে খুন-জখম, অগ্নিসংযোগ, বোমাবাজি, অপহরণ ইত্যাদি অপরাধ প্রায় করে না বললেই চলে। সেজন্যেই তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা বা কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হচ্ছে না। কমিশনের পাঠানো রিপোর্টেও এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। তবে গ্রীন ব্রিগেডের একটা কৃতিত্বের দাবি অস্বীকার করা হয়েছে রিপোর্টে। গ্রীন ব্রিগেড দাবি করে, রেড ড্রাগন সহ প্রায় এক ডজন ট্রাইয়্যাডকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে তারা। আসলে কথাটা সত্যি নয়। রেড ড্রাগন সহ বাকি সব ট্রাইয়্যাড আসলে একত্রিত হয়ে গঠন করেছে ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড। আরেকটা বিচিত্র তথ্য হলো, রেড ড্রাগন ট্রাইয়্যাডের কোন অস্তিত্ব এখন আর ম্যাকাওয়ে না থাকলেও, ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের লীডার নিজেকে রেড ড্রাগন বলে প্রচার করছে। রেড ড্রাগন আগে একটা সংগঠনকে বোঝাত, এখন বোঝায় একজন ব্যক্তিকে। ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের এই লীডার সম্পর্কে গরুত্বপূর্ণ কোন তথ্যই পাওয়া যায়নি, শুধু জানা গেছে তার ডান হাতে রেড ড্রাগনের উল্কি আছে।

ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড কলোনিতে খুব একটা অপরাধ করে না, তাহলে তারা করেটা কি? কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, অত্যন্ত শক্তিশালী একটা নেটওঅর্কের মাধ্যমে গোটা দক্ষিণ-পুব এশিয়ায় হেরোইনের ব্যবসা পরিচালনা করছে ওরা। থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েৎনাম, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বার্মা থেকে হেরোইন আনছে ম্যাকাওয়ে, সেখান থেকে পাচার করছে বিভিন্ন দেশে। পাচারের এই কাজে রুট হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরকে। হুন্ডির মাধ্যমে আগেই পৌঁছে যায় টাকা, টাকা পাবার পর জাহাজে বৈধ কার্গোর ভেতর হেরোইন ভরা হয়, সেই জাহাজ চট্টগ্রামে পৌঁছায় সিঙ্গাপুর থেকে আরও কিছু বৈধ কার্গো নিয়ে। কমিশন বিসিআইকে জানিয়েছে, এরইমধ্যে অগ্রিম হিসেবে এক হাজার কোটি টাকা পেয়ে গেছে ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড, কাজেই হেরোইনের চালান যতই ধরা পড়ুক,

একের পর এক চট্টগ্রাম বন্দরে ওগুলো আসতেই থাকবে।

মাসুদ রানা বিসিআই-এর অন্যতম দুর্ধর্ষ এজেন্ট। ঢাকা থেকে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে ম্যাকাওয়ে পাঠানো হয়েছে ওকে এই সমস্যার স্থায়ী একটা সমাধান বের করার জন্যে। ঢাকায় ওকে ব্রিফ করে ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও বিসিআই-এর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (অপারেশনাল) সোহেল আহমেদ। মেকআপের সাহায্যে নিজের চেহারা খানিকটা বদলে নিয়েছে রানা, সঙ্গে আছে ছদ্মনামের বিশ্বাসযোগ্য পরিচয়-পত্র, ম্যাকাওয়ে এসেছে হেরোইনের ক্রেতা সেজে। ওর ওপর নির্দেশ আছে, শুধু হেরোইনের চালান আসা বন্ধ হলে চলবে না, ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডকে একেবারে গুঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। রানার প্রশ্ন ছিল, একা তা কিভাবে সম্ভব। জবাবে বলা হয়েছে, ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড আসলে ওয়ান-ম্যান-শো : রেড ড্রাগন। এই রেড ড্রাগনকে খতম করতে পারলে ট্রাইয়্যাড এমনিতেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

কিন্তু ম্যাকাওয়ে আসার পর তিনদিন পার হতে চলেছে, রানা কোন সুবিধে করতে পারেনি। সন্ধে থেকে ভোর পর্যন্ত আন্ডারওয়ার্ল্ডের গলি-ঘুপচিতে ঢুঁ মেরেছে ও, ক্যাসিনোতে জুয়া খেলে প্রচুর হেরেছে। বারে বসে ঢকঢক করে মদ গিলেছে। ম্যাসাজ পার্লারেও যেতে হয়েছে। আন্ডারগ্রাউন্ডের অনেককেই চিনতে পেরেছে ও, তাদের কানে তথ্যটা ঢুকিয়ে দিতে ব্যর্থও হয়নি—সে ঢাকা থেকে এসেছে হেরোইন কেনার উদ্দেশ্যে, রেড ড্রাগনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়। কিন্তু ফলাফল শূন্য। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ওর মুখে রেড ড্রাগন নামটা শোনামাত্র বোবা ও কালা হয়ে গেছে সবাই।

এই তিনদিনে রানার অভিজ্ঞতা হলো, ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড অসম্ভব সতর্ক। সম্ভাব্য ব্যবসা যত বড়ই হোক, ক্রেতার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে ওকে তারা পাত্তাই দেবে না। রেড ড্রাগনের নাম শোনা মাত্র আন্ডারগ্রাউন্ডের সবাই যেভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করছে, এ থেকে প্রমাণ হয় ওদের

নেটওঅর্ক অত্যন্ত শক্তিশালী। শেষ পর্যন্ত ক্রেতা হিসেবে ওকে যদি তারা গ্রহণ করেও, রানা রেড ড্রাগন পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে।

নিজের পেশা ও পরিচয় সম্পর্কে আভাস দেয়ার জন্যে সংক্ষেপে যতটুকু বলা দরকার তার বেশি বলল না রানা, লিমাও কোন প্রশ্ন করে ওকে বিব্রত করল না। উল্টোদিকের রাস্তায় পৌঁছুল মার্সিডিজ, যতদূর দৃষ্টি যায় গ্রীন ব্রিগেডের চিহ্ন নেই কোথাও–সবুজ জীপটা অন্য কোনদিকে চলে গেছে।

রাস্তায় একটা টেলিফোন বুদে থেমেছিল রানা, মিসেস পাটনায়েককে সতর্ক করে দিয়েছে। বাড়িটা তিনতলা, প্রথম দুটো ফ্লোরে অফিস ও পার্লার, শেষ ফ্লোরে মিসেস পাটনায়েক তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে থাকেন। ভদ্রমহিলার স্বামী হরিচরণ পাটনায়েক কয়েক বছর আগে ক্যান্সারে মারা গেছেন। হরিচরণ ও সুচেতার পরিবার তিনপুরুষ ধরে ম্যাকাওয়ে বসবাস করছে। আদি নিবাস মাদ্রাজে হলেও, সেখানে তাদের আসা-যাওয়া নেই। ম্যাকাওয়ের চীনা সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে গেছেন মিসেস পাটনায়েক। তাঁর মেয়েরা অনর্গল চীনা ভাষায় কথা বলতে পারে। হরিচরণ ইন্টারপোলের অফিসার ছিলেন, সেই সূত্রেই রানার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। পরে তিনি রানা এজেন্সির হয়েও কিছুদিন কাজ করেন। ম্যাকাওয়ে এলে ওঁদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করত রানা। হরিচরণ মারা যাবার পরও সম্পর্কটা শিথিল হতে দেননি মিসেস পাটনায়েক, টেলিফোন ও চিঠির মাধ্যমে রানার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন তিনি।

রানা সতর্ক করায় প্রস্তুত হয়ে ছিলেন সুচেতা। গেটটা খোলাই দেখল রানা। সোজা ভেতরে ঢুকল মার্সিডিজ। ড্রাইভ-ওয়ে ধরে বাড়ির পিছন দিকে চলে এল রানা। পাশাপাশি দুটো গ্যারেজ, একটার গেট খোলা, পাশে দাঁড়িয়ে আছে তিন দৈত্য–অরোরা, মিং আর ঝাং। ম্যাকাওয়ে বৈধ ব্যবসা করতে হলেও মাসলম্যান

তো পুষতে হয়ই, তারপরও আন্ডারগ্রাউন্ড লীডারদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় না রাখলে চলে না। প্রতিটি নিয়ম ও কৌশল নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলেন সুচেতা, ফলে তাঁর কোন সমস্যা হয় না। অরোরা, মিং আর ঝাংকে আপন সন্তানের মতই স্নেহ করেন তিনি, খাবার সময় ওদেরকে নিয়ে এক টেবিলে বসেন। ওরা জানে, দায়িত্ব পালন করার সময় কেউ যদি মারা যায়, ভবিষ্যতে তার পরিবার আর্থিক সঙ্কটে পড়বে না। আর সুচেতা জানেন, তাঁর নির্দেশে ওরা তিনজন মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তেও দ্বিধা করবে না।

সরাসরি গ্যারেজে গাড়ি ঢোকাল রানা। সঙ্গে সঙ্গে পিছনে বন্ধ হয়ে গেল গেট। মার্সিডিজের দু'দিক থেকে নামল লিমা ও রানা। অরোরা এগিয়ে এসে নমস্কার করল ওদেরকে, মিং আর ঝাং ঘন ঘন বার কয়েক মাথা নোয়াল। 'মিসেস পাটনায়েক আপনাদের জন্যে তিনতলায় অপেক্ষা করছেন,' বলল অরোরা, পিছনের একটা দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়াল সে। 'আপনি তো জানেনই সিঁড়িটা কোনদিকে, সরাসরি উঠে যান, স্যার।'

'আমি গেটে পাহারায় থাকছি,' অরোরা থামতেই বলল মিং। 'আমার সঙ্গে অরোরা থাকবে। আর ঝাং গোটা বাড়ি চক্কর দেবে। তিনতলার সিঁড়ির মাথায় একটা ছেলে আছে, নাম পিয়াং—যখন যা দরকার বললেই এনে দেবে সে।'

'সবাইকে ধন্যবাদ,' বলে লিমার একটা হাত ধরে দরজার দিকে এগোল রানা।

সুচেতা পাটনায়েককে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর যমজ বোন বলে অনায়াসে চালিয়ে দেয়া যায়, পার্থক্য শুধু এইটুকু যে সুচেতার গায়ের রঙ শ্যামলা। ওদেরকে ড্রইংরুমে ঢুকতে দেখে সোফা ছেড়ে দাঁড়ালেন তিনি, কয়েক পা এগিয়ে থমকে গেলেন, তারপর ক্ষোভ-মেশানো গলায় বললেন, 'এ তোমার ভারি অন্যায়, রানা। তিন দিন হলো ম্যাকাওয়ে এসেছ, অথচ আমাকে একবার দেখতে আসোনি! ইস্, রাত জেগে চেহারার কি অবস্থা করেছ!'

'বিশ্বাস করুন, একদম সময় পাইনি। শুনুন, সুচেতা, এ লিমা...'

'হাই, লিমা!' বলে হাসলেন সুচেতা, তারপর চোখ গরম করে রানার দিকে তাকালেন। 'আর একটাও কথা নয়। গেস্টরূমে কোথায় তুমি জানো, সোজা ওখানে চলে যাও। গোসল করতে চাইলে বাথরূমে গরম পানি আছে। পিয়াং একটা টেবিলে কিছু খাবার দিয়েছে, ইচ্ছে হলে খেতে পারো। বেলা এগোরোটার দিকে কথা হবে, তোমাদের ঘুম ভাঙলে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, তবে শুধু একটা কথা,' বলল রানা। 'আমি ঠিক ন'টায় বেরিয়ে যাব। যতক্ষণ না ফিরি, লিমা এখানে থাকবে। যদিও আলাদা কেস, তবে দু'জনেই আমরা বিপদের মধ্যে আছি। লিমাকে প্রোটেকশন দেয়া সম্ভব তো, যতক্ষণ না ফিরি আমি?'

'ম্যাকাওয়ে এমন কেউ আছে নাকি যে আমার বাড়িতে ঢুকে একটা মেয়েকে তুলে নিয়ে যাবে?' হেসে উঠলেন সুচেতা। 'তুমি খুব ভাল করেই জানো যে ম্যাকাওয়ের গভর্নর কোকো মিগুয়েল বেঞ্জামিন আমার ব্যক্তিগত বন্ধু। তাঁর মেয়েরা আমার পার্লারে নিয়মিত মেকআপ নিতে আসে।'

'ধন্যবাদ, সুচেতা,' বলে লিমাকে নিয়ে ড্রইংরূম থেকে করিডরে বেরিয়ে এল রানা।

গোসল সেরে সামান্য কিছু মুখে দিল ওরা, ইতিমধ্যে চারটে বেজে গেছে। একটু পরই সকাল হয়ে যাবে, তাই আর বিছানায় গেল না রানা। তাছাড়া, বিছানাও মাত্র একটা। লিমা বলল, তারও ঘুম আসবে বলে মনে হচ্ছে না। কথাটা সত্যি নয়, আসলে রানার উপস্থিতিতে শুতে সঙ্কোচ বোধ করছে। 'আপনার কি ফিরতে অনেক দেরি হবে?' পরিবেশ থেকে আড়ষ্ট ভাবটা দূর করার জন্যে জিজ্ঞেস করল সে।

'সেটা নির্ভর করছে তোমার কাহিনীর ওপর,' বলল রানা। 'সব কথা খুলে বলো আমাকে। গ্রীন ব্রিগেড গুণ্ডাদের সাহায্য করছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

করতে হলে তোমার কাহিনীর ভেতর কি আছে জানা দরকার আমার।'

সোফার ওপর পা গুটিয়ে বসেছে লিমা, গরম একটা শাল দিয়ে শরীরটা ঢাকা। ধীরে ধীরে, নরম গলায়, শুরু করল সে। সামনের একটা সোফায় বসেছে রানা, শোনার জন্যে তার দিকে একটু ঝুঁকল।

প্রথমে কম্বোডিয়ায় খেমাররুজ গেরিলাদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড আর নির্দয় অত্যাচারের সংক্ষিপ্ত একটা বর্ণনা দিল লিমা। ওদের এলাকা দুর্গম হওয়ায় গেরিলারা ছোটখাট দল নিয়ে হামলা চালাতে আসত। এই হামলার উদ্দেশ্য ছিল যুবক ও কিশোরদের ধরা, তারপর ট্রেনিং দিয়ে গেরিলা বানানো; মেয়েদের নিয়ে গিয়ে রেপ করা আর বাড়ি বাড়ি ঢুকে লুঠপাট। লিমার বাবা নগুয়েন গুনো ছিলেন এলাকার প্রধান মন্দিরের পুরোহিত। আর সব পুরোহিতের মত তিনিও গেরিলাদের ঠেকাতে হাতে অস্ত্র তুলে নেন। সবাই মিলে প্রতিরোধ গড়ে তোলায় গেরিলাদের ছোট দলগুলো কোন বারই বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। তবে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে খবর আসছিল, গেরিলারা একের পর এক প্যাগোডায় হামলা চালিয়ে সোনা আর মূল্যবান পাথর ছিনিয়ে নিচ্ছে, বাধা দিলে খুন করছে পুরোহিতদের।

সবাই খুব ভয়ে ভয়ে ছিল। এই সময় খবর এল, এবার আর রক্ষা নেই, গেরিলাদের বিশাল একটা বাহিনী রওনা হয়েছে, যে-কোন দিন ওদের এলাকায় পৌঁছে যাবে।

সৎ ও ধার্মিক হিসেবে নগুয়েন গুনোর খুব খ্যাতি ছিল। গেরিলারা আসছে শুনে এলাকার পুরোহিতরা তাঁদের প্যাগোডার সমস্ত সোনা ও মূল্যবান পাথর তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন, ওগুলো যাতে নিরাপদ কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারেন তিনি।

গেরিলারা যখন কাছে চলে এসেছে, গ্রামের মাতবররা সভা ডেকে সিদ্ধান্ত নিলেন, সোনা আর পাথর গ্রাম থেকে সরিয়ে

ফেলতে হবে। পুরোহিত নগুয়েন গুনো একটা লঞ্চ ভাড়া করলেন। এক হাজার মণ সোনা আর চামড়ার দুটো ব্যাগে ভরা পাথর নিয়ে রওনা হলেন তিনি, সঙ্গে থাকল লিমা আর মন্দিরের শিক্ষানবিস পুরোহিত তিয়ানা।

পরদিনই গ্রামে হামলা করল গেরিলারা। পুরোহিত স্বামী সোনা আর মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে, এই অভিযোগে লিমার মাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারল তারা, তারপর লঞ্চটাকে ধাওয়া শুরু করল।

কম্বোডিয়ার উপকূল ঘেঁষা বিশাল জলাভূমি পেরুবার সময় লঞ্চটা ডুবে গেল। লিমার বাবা গেরিলাদের গুলি খেয়ে আগেই আহত হয়েছিলেন, মারা গেলেন পানিতে ডুবে। একটানা চারদিন জলার সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধ করে আর গেরিলাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে খোলা চ্যানেলে বেরিয়ে আসে লিমা আর তিয়ানা। এই জলাভূমি কয়েকশো মাইল বিস্তৃত–অসংখ্য চ্যানেল, নলখাগড়ার বন আর লেগুনের সমষ্টি। সিহানুকভিল থেকে ট্রাট পর্যন্ত এর বিস্তৃতি, মাঝখানে পড়েছে শ্রী-ওমবেল শহর, কাস-কং নদী, কো কাট দ্বীপ, বাটামবাং খাঁড়ি। জেলেদের নৌকায় উঠে ওরা ব্যাংককে পৌঁছায়। সেখান থেকে তিন হপ্তা পর ম্যাকাও চলে আসে। ম্যাকাওয়ে আসার কারণ, এখানে তিয়ানার পরিচিত লোকজন আছে। তবে লিমার জেদেই ম্যাকাওয়ে আসতে রাজি হয় তিয়ানা। লিমা চাইছিল, একটা লঞ্চ আর কয়েকজন ভাড়াটে লোককে নিয়ে কাস-কং ও বাটামবাং জলাভূমিতে যাবে ওরা, উদ্ধার করবে প্যাগোডার সোনা আর পাথর। ব্যাংককে লেখাপড়া করেছে সে, ওখানকার ব্যাংকে কিছু টাকা ছিল তার। ম্যাকাওয়ে এসেছে দুই হপ্তা হলো।

গত রাতে লিমার হোটেলে ফোন করে তিয়ানা, একটা রাস্তার মোড়ে দেখা করতে বলে ওকে। জানায়, ওদেরকে সাহায্য করার মত লোক পাওয়া গেছে। লিমা কোন সন্দেহ করেনি, একটা ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছায় সেখানে। ট্যাক্সি ছেড়ে দেয়ার পরও

তিয়ানাকে সে আশপাশে কোথাও দেখতে পায়নি। তার বদলে টয়োটা নিয়ে পাঁচজন গুণ্ডা আসে ওখানে। গুণ্ডারা ওকে জোর করে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করছিল, এই সময় রানা এসে পড়ে।

রানার প্রশ্নের উত্তরে লিমা জানাল, জলার যেখানে লঞ্চটা ডুবেছে সেই জায়গা চিনতে পারবে সে। যে চেনে না তার পক্ষে ওই জায়গা খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। না, লঞ্চটাকে অন্য কেউ ডুবতে দেখেনি। সব সোনাই কাঠের বাক্সে ভরা হয়েছিল। সোনা মানে বেশিরভাগই বুদ্ধ মূর্তি। সব মিলিয়ে ছোটবড় প্রায় দুশো কাঠের বাক্স আর দুটো চামড়ার ব্যাগ। ব্যাগ দুটোয় মূল্যবান রত্ন আছে—পোখরাজ, নীলকান্তমনি, হীরে, মুক্তো, গোমেদ, চুনি ইত্যাদি। লঞ্চ যেখানে ডুবেছে সেখানকার পানির গভীরতা? হ্যাঁ, তিয়ানা মেপে ছিল—পঁচিশ ফুটের মত, তার বেশি নয়।

সবশেষে লিমা জানতে চাইল, রানা কি তাকে পরামর্শ দেবে, এখন তার কি করা উচিত? প্রথম কাজ তিয়ানাকে গুণ্ডাদের হাত থেকে উদ্ধার করা, তাই না? তাকে বিপদের মধ্যে ফেলে ব্যাংককে কিভাবে ফিরে যাবে সে! লঞ্চটা পানি থেকে তোলারই বা কি ব্যবস্থা করা যায়?

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর রানা বলল, 'ওই লঞ্চ তোলার কথা আপাতত তোমাকে ভুলে যেতে হবে, লিমা। ভাড়াটে লোকজনের সাহায্য নিয়ে এ-কাজ হবার নয়, কারণ লঞ্চের সব সোনা আর পাথর তারা মেরে দেয়ার চেষ্টা করবে, প্রয়োজনে তোমাদেরকে খুন করে হলেও। আর, তিয়ানা নিশ্চয়ই কোন সিন্ডিকেটের ফাঁদে ধরা পড়েছে। বলা যায় না, ইতিমধ্যে হয়তো মারাও গেছে সে। তারা এখন তোমাকেও ছাড়বে না। বাঁচতে চাইলে আজ বিকেলের ফ্লাইটেই ম্যাকাও ছেড়ে চলে যাও তুমি। এটাই আমার পরামর্শ।'

'তিয়ানাকে ওরা মেরে ফেলেছে?' বলে কাঁদতে শুরু করল লিমা।

প্রায় ন'টা বাজতে চলেছে। দাড়ি কামিয়ে বাইরে বেরুবার

জন্যে তৈরি হলো রানা। লিমাকে সাবধান করে দিয়ে বলল, সে যেন ভুলেও এই বাড়ি ছেড়ে না বেরোয়।

দুই

ওপোর্টো আর টাগাস স্ট্রীটের মোড়ে কাঁচ মোড়া ছ'তলা বিল্ডিংটা গ্রীন ব্রিগেডের হেডকোয়ার্টার। বন্দরের কাছাকাছি কমার্শিয়াল এরিয়া এটা, বিল্ডিংগুলো গায়ে গায়ে লেগে আছে। দেয়ালবিহীন বহুতল গ্যারেজটাও এই এলাকায়, ওটার পাশে সারি সারি ওয়্যারহাউস।

প্রয়োজনে ম্যাকাও কর্তৃপক্ষের সাহায্য দরকার হতে পারে, সে-কথা ভেবে ঢাকা থেকে নিজের আসল পরিচয়-পত্রও সঙ্গে নিয়ে এসেছে রানা। মিসেস পাটনায়েকের বিউটি পার্লার থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে চলে আসে ও, হোটেলের ভেতর স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের লকার থেকে কাগজ-পত্র বের করে ঢোকে ফোন-বুদে। কোন ঝামেলা হলো না, গ্রীন বিগ্রেডের ডিরেক্টর ম্যাট হিথ ওর সঙ্গে পনেরো মিনিটের মধ্যে দেখা করতে পারবেন বলে জানাল তাঁর সেক্রেটারি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবার পর তাড়াতাড়ি নিজের স্যুইটে ঢুকে নতুন স্যুট আর হ্যাট পরেছে রানা, তারপর ওই একই ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসেছে গ্রীন ব্রিগেডের হেডকোয়ার্টারে। সাক্ষাৎকারের সময়-সীমা দশ মিনিট, রানার জন্যে তা যথেষ্ট।

ট্যাক্সি থেকে নামতেই রানাকে অবাক করে দিয়ে স্যালুট করল গ্রীন ব্রিগেড সিকিউরিটি গার্ড, একটা হাত পেতে জিজ্ঞেস করল, 'মি. মাসুদ রানা, স্যার?'

মাথা ঝাঁকিয়ে তার হাতে কাগজটা ধরিয়ে দিল রানা। একবার চোখ বুলিয়েই গার্ড সেটা ফিরিয়ে দিল, গেট আরও একটু খুলে বলল, 'সোজা চলে যান, স্যার। সুইংডোরের পাশে আপনার জন্যে নিশ্চয়ই কেউ অপেক্ষা করছে, সে-ই আপনাকে টপ ফ্লোরে ডিরেক্টরের চেম্বারে পৌঁছে দেবে।'

'ধন্যবাদ,' বলে ভেতরে ঢুকল রানা। মনটা খুশি। সিআইএ-র সাবেক একজন অফিসার বিসিআই-এর একজন এজেন্টকে সম্মান জানাতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন না, সেটাই কারণ। এ মর্যাদা ব্যক্তি মাসুদ রানার নয়, প্রতিষ্ঠান তথা দেশের প্রাপ্য।

সাদা মার্বেল পাথরের ধাপ ক'টার ওপর সুইংডোরের সামনে সত্যি একজন চীনা গার্ড অপেক্ষা করছিল। 'মি. মাসুদ রানা?' কাছাকাছি হতেই জিজ্ঞেস করল সে, মাথা নোয়াল একবার। রানা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তে বলল, 'আসুন, প্লীজ।' ওকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল সে, তারপর এলিভেটরে চড়ল।

এলিভেটর থেকে ছ'তলার করিডরে বেরুল রানা। মেঝেতে লাল কার্পেট, দেয়ালে হালকা সবুজ রঙের দেয়াল-চিত্র–পৌরাণিক চীনা সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আঁকা হয়েছে। দু'পাশের দরজায় গ্রীন ব্রিগেড অফিসারদের নাম লেখা, তবে একটা দরজা ছাড়া অন্য কোন দরজায় পাহারা নেই। নামগুলোর ওপর চোখ বোলাল রানা। গ্রীন ব্রিগেডের বেশিরভাগ কর্মকর্তাই সাবেক মিলিটারি অফিসার–কর্নেল, মেজর, ক্যাপটেন ইত্যাদি। 'ডিরেক্টর, কর্নেল ম্যাট হিথ' লেখা দরজার সামনে দু'জন সশস্ত্র গ্রীন ব্রিগেড সদস্য পাহারা দিচ্ছে। করিডরের শেষ মাথায় কাঁচের জানালা, বাইরে অন্য এক বিল্ডিঙের ছাদ। রানার সঙ্গী গার্ড উচ্চারণ করল, 'মি. মাসুদ রানা।'

প্রহরী গার্ড দু'জন একযোগে মাথা নোয়াল। 'কর্নেল আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন,' বলে দরজা খুলে দিল একজন। ভেতরে রানা একাই ঢুকল।

ঢোকার পর বোঝা গেল এটা বিশাল একটা রিসেপশন-কাম-

কমিউনিকেইশন রূম। একপাশে সারি সারি কমপিউটর ও টিভি মনিটর নিয়ে বসে আছে অপারেটররা। শহরে গ্রীন ব্রিগেডের যে-সব সদস্য ডিউটি দিচ্ছে তাদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে আরেক দল অপারেটর, তাদের কানে মোবাইল ফোন। কামরার আরেক পাশে লম্বা কাউন্টার, সেটার পিছনে সুন্দরী এক তরুণী বসে আছে একা। রানাকে দেখে চেয়ার ছাড়ল সে, কাউন্টার ঘুরে ত্রস্ত পায়ে হেঁটে এল। 'মাসুদ রানা। প্লীজ, আসুন।' রানাকে একটা দরজার সামনে নিয়ে এল সে। দরজা খুলে ভেতরে তাকাল না, রানাকে বলল, 'বস্ আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

রানা ভেতরে ঢুকতে বাইরে থেকে ভিড়িয়ে দেয়া হলো দরজা।

কামরাটা মাঝারি আকৃতির। দেয়ালে পালিশ করা পিঁয়াজ রঙা কাঠের প্যানেল। মেঝেতে বাদামী কার্পেট। সিলিং থেকে ঝুলছে নীল-সাদা-সবুজ রঙের একজোড়া ঝাড়বাতি। ডেস্কটা খুব বড় নয়; ফাইলের একটা ট্রে, অ্যাশট্রে, একজোড়া টেলিফোন, নোটবুক আর কলম রয়েছে। ঘরের আরেক কোণে দ্বিতীয় ডেস্ক, তাতে টিভি ও কমপিউটর দেখা যাচ্ছে।

প্রথম ডেস্কের পিছনে রিভলভিং চেয়ারে বসে পাইপ ধরাচ্ছেন কর্নেল ম্যাট হিথ। লাল টকটকে চেহারা। কারণটা বোধগম্য হলো না, সামরিক ইউনিফর্ম পরে আছেন—বুকে আর কাঁধে পদক আর ব্যাজ-এর ছড়াছড়ি। ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের লীডার রেড ড্রাগন কোথায় আছে জানতে পারলে তাকে ধরার জন্যে কর্নেল হিথ নিজেই রওনা হবেন, এটা সম্ভবত কথার কথা নয়। ইউনিফর্মের নিচে শোল্ডার হোলস্টারের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কারণটা যাই হোক, সশস্ত্র অবস্থায় অফিসে বসে কাজ করা—ব্যাপারটা কেমন খাপছাড়া লাগল রানার চোখে।

দরজা থেকে কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। ম্যাট হিথ পাইপটা ধরাতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিলেন। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে যখন তাকালেন, বিস্মিত ও বিব্রত মনে হলো তাঁকে। 'মাসুদ রানা?' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। 'জানতেই পারিনি

কখন এলেন। আসুন, মি. রানা। ওহ্,' বলে হাতটা ডেস্কের ওপর দিয়ে রানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন, 'ম্যাট হিথ।'

হ্যান্ডশেক করে একটা চেয়ারে বসল রানা। ম্যাট হিথ ছ'ফুটের বেশি লম্বা। মেদহীন চওড়া কাঠামোর শরীর। বয়েস পঞ্চাশ বা বাহান্ন হওয়া সত্ত্বেও দাঁড়ানোর ঋজু ভঙ্গিটা চোখে পড়ার মত।

'আপনার নাম অনেক শুনেছি,' অমায়িক হেসে বললেন কর্নেল। 'সত্যি কথা বলতে কি, আমার অনেক দিনের পুরানো একটা আশা পূরণ হলো আজ—এসপিওনাজ জগতের প্রবাদ পুরুষ মাসুদ রানার সঙ্গে পরিচিত হলাম। কাজের কথা পরে, আগে বলুন আপনাকে কিভাবে আপ্যায়ন করতে পারি?'

'প্রশংসা করে আপনি আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন,' বলল রানা, হ্যাটটা মাথা থেকে নামিয়ে হাতে রাখল। 'সিআইএ-তে আমার অনেক বন্ধু আছে, তারা হয়তো আপনাকে চিনবে। আপনি কত সালে অবসর নিয়েছেন?'

'অবসর নিয়েছি দু'বছর হলো,' বললেন কর্নেল হিথ। 'তারপর থেকে এই সিকিউরিটি সার্ভিস বিজনেস নিয়ে ব্যস্ত আছি। আমাকে আপনি চেনেন না বা আমার নাম শোনেননি, তার কারণ চাকরির শেষ কয়েক বছর ক্যামোফ্লেজ নিয়ে নমপেনের আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলাম। তবে আপনার সুখ্যাতি ঠিকই আমার কানে এসেছে।'

'এবার কাজের কথা হোক,' প্রসঙ্গ বদলে বলল রানা। 'ডিউটিতে আছি, কাজেই আপ্যায়নের জন্যে ব্যস্ত হতে নিষেধ করব আপনাকে। কাল রাতে একটা ঘটনা ঘটেছে। সে-ব্যাপারেই অভিযোগ করতে এসেছি আমি।'

'অভিযোগ?' গম্ভীর হয়ে গেলেন কর্নেল হিথ। 'গ্রীন ব্রিগেডের বিরুদ্ধে?' এক নিঃশ্বাসে কথা বলছেন। 'গুরুতর?'

'হ্যাঁ, অত্যন্ত গুরুতর।'

'প্লীজ, সব কথা আমাকে খুলে বলুন, মি. রানা,' ডেস্কের ওপর

কনুই রেখে রানার দিকে ঝুঁকলেন কর্নেল—দারুণ উদ্বিগ্ন।

'গোর্কি স্ট্রীটে একটা মেয়েকে একদল গুণ্ডা...,' শুরু করল রানা। তিয়ানা ও লিমার পরিচয় প্রকাশ না করে ঘটনাটা বর্ণনা করতে এক মিনিটও লাগল না ওর।

ও থামতে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন কর্নেল হিথ। 'সরাসরি আপনি আমার কাছে এসেছেন, সেজন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মি. রানা। ওরা গোর্কি স্ট্রীটের মোড়ে ডিউটি দিচ্ছিল? গ্রীন ব্রিগেড অফিসারের নম্বরটা আরেকবার বলুন তো, প্লীজ।'

'থ্রী-বি/সেভেনফাইভসেভেন।'

কর্নেল বসলেন না, দাঁড়িয়ে থেকেই ফোনের ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে একটা মাত্র নম্বর ঘোরালেন, বললেন, 'মেজর সোডো? এখুনি একবার আমার চেম্বারে এসো। জরুরী।'

'আপনি বসুন,' রানার তরফ থেকে এ স্রেফ সৌজন্য দেখিয়ে বলা।

'দশটা দশে অফিসারদের সঙ্গে মীটিঙে বসতে হবে আমাকে,' বললেন কর্নেল। 'তবে আপনার অভিযোগের সুরাহা করাটা আমার প্রথম দায়িত্ব। মীটিংটাও এই একই বিষয়ে—গ্রীন ব্রিগেডের কিছু সদস্যের বিরুদ্ধে এ-ধরনের অভিযোগ আজকাল প্রায়ই আসছে, ক্রিমিনালদের নাকি সাহায্য করছে ওরা।'

অপেক্ষা চলছে। কামরার চারদিকে চোখ বোলাল রানা। দুই কোণে পাতাবাহারের গাছ রয়েছে, পাতার ফাঁকে চকচকে ভাব দেখে রানা আন্দাজ করল ওগুলো লুকিয়ে রাখা ক্যামেরার লেন্স হতে পারে।

মি. সোডো একজন শ্বেতাঙ্গ, সম্ভবত পর্তুগীজই হবে। হাতে মোবাইল ফোন নিয়ে ভেতরে ঢুকল।

'ইনি মাসুদ রানা, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স,' দ্রুত বলে গেলেন কর্নেল হিথ, সংক্ষেপে রানার অভিযোগ ব্যাখ্যা করলেন।

মোবাইল ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলল সোডো। সেট অফ করে মাথা নাড়ল। 'গোর্কি স্ট্রীটে কাল রাতে যাদের ডিউটি ছিল তাদের সিরিয়াল নম্বর শুরু হয়েছে থ্রী-বি দিয়ে নয়, সিক্স-সি দিয়ে।' রানার দিকে তাকাল। 'আপনার নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হচ্ছে, মি. রানা।'

'গোর্কি স্ট্রীটেই মেয়েটাকে টয়োটায় তোলার চেষ্টা করছিল গুণ্ডারা,' বলল রানা। 'আর গ্রীন ব্রিগেডের সদস্য দু'জন মাতাল লোকটাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মোড় থেকে কয়েক গজ পিছনে, ওই রাস্তাটার নাম ঠিক মনে পড়ছে না—কুইভির স্ট্রীট?'

আবার মোবাইলে কথা বলল সোডো। সেট অফ করে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ। কাল রাতে ওখানে ডিউটি দিচ্ছিল থ্রী-বি সেভেনফাইভসেভেন আর থ্রী-বি/টুওয়ানটু।'

'ওরা এখন যেখানেই থাকুক, আধ ঘণ্টার মধ্যে এই চেম্বারে ওদেরকে আমি দেখতে চাই,' নির্দেশ দিলেন কর্নেল হিথ।

'ইয়েস, স্যার,' বলে মোবাইল কানে তুলল সোডো।

'মি. রানার কাছ থেকে টয়োটা আর নিসান পেট্রলের নম্বর জেনে নিন,' বললেন হিথ। 'খোঁজ নিন কাদের নামে রেজিস্ট্রেশন। নাম্বার প্লেট ভুয়া হতে পারে, কিংবা রেন্ট-আ-কার থেকে ভাড়া করা হতে পারে। আপনি বরং একটা ইমার্জেন্সী টীমকে দায়িত্ব দিন, বলুন সমস্ত তথ্য এক ঘণ্টার মধ্যে চাই আমি।'

'ইয়েস, স্যার,' বলে রানার দিকে তাকাল মেজর সোডো।

ডেস্ক থেকে প্যাড আর কলম টেনে নিয়ে গাড়ি দুটোর নম্বর লিখে দিল রানা।

'আমাকে ক্ষমা করতে হবে,' হাতঘড়ি দেখে রানাকে বললেন হিথ। 'মীটিং শুরু হতে আর এক মিনিট বাকি।' টেলিফোন ক্রেডলের গায়ে লাল একটা বোতাম, তাতে আঙুল ছোঁয়ালেন। 'আপনার যদি কিছু দরকার হয়, এটা টিপলেই লোক চলে আসবে।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। সামান্য অন্যমনস্ক ও, কেন যেন মনে

হচ্ছে এখানে আসার পর থেকে যা কিছু ঘটছে সবই যেন দেইজ্যা ভু—অর্থাৎ ঠিক এই ঘটনাই যেন আগেও একবার ঘটেছে।

'এক্সকিউজ মি,' বলে সংলগ্ন টয়লেটে ঢুকলেন কর্নেল।

সোডো মোবাইলে একের পর এক নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে।

আধ মিনিট পর তোয়ালে দিয়ে মুখ-হাত মুছতে মুছতে টয়লেট থেকে বেরিয়ে এলেন কর্নেল। এখন তাঁর ইউনিফর্মের আস্তিন বেশ কিছুটা গুটানো। রানার অন্যমনস্ক ভাব এখনও কাটেনি, তবু মনে হলো কি যেন একটা দেখতে পেয়েও সেটার গুরুত্ব ধরতে পারছে না।

আরেকবার ক্ষমা চেয়ে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন কর্নেল হিথ। দু'মিনিট পর 'এক্সকিউজ মি' বলে সোডোও কানে মোবাইল চেপে ধরে দরজার দিকে এগোল।

চেম্বারে একা হয়ে গেল রানা।

পনেরো মিনিট পর সোডো ফিরে এল, বলল, 'আপনার অভিযোগ সত্যি, মি. রানা। গ্রীন ব্রিগেডের কমান্ডো টীম দেখে বাড়ি থেকে পালাবার চেষ্টা করছিল থ্রী-বি/সেভেনফাইভসেভেন আর থ্রী-বি/টুওয়ানটু। ওদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'গাড়ি দুটো সম্পর্কে কিছু জানা গেল? আর গুণ্ডাদের সম্পর্কে? ওরা মেয়েটার সঙ্গীকে আটকে রেখেছে।'

'চারদিকে টীম পাঠানো হয়েছে, মি. রানা,' বলল সোডো। 'আশা করছি কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত তথ্য পেয়ে যাব।' আবার কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

আরও পনেরো মিনিট একা বসে থাকল রানা। তারপর সোডোর সঙ্গে কর্নেল হিথও ফিরে এলেন। ওদের পিছু নিয়ে ঢুকল কমান্ডো টীম—দশজনের সশস্ত্র একটা দল, গ্রীন ব্রিগেডের দু'জন সদস্যকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে এনেছে। ওদের দু'জনকে দেখেই রানা চিনতে পারল—থ্রী-বি/সেভেনফাইভসেভেন আর সেই থ্রী-বি/টুওয়ানটু। কর্নেলের প্রশ্নবোধক দৃষ্টির উত্তরে মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'হ্যাঁ, এরাই।'

'মেজর সোডো, তুমি আর উনো ওয়াং ইন্টারোগেট করো ওদের,' নির্দেশ দিলেন কর্নেল। 'এখানে নয়, ইন্টারোগেশন সেলে। তথ্য না পেলে নাড়িভুঁড়ি সব বের করে আনবে। পদ্ধতিটা তোমাদের জানা আছে, প্রয়োজনে টরচারের প্রতিটি কোর্স কমপ্লিট করবে, শুধু খেয়াল রাখবে যেন মারা না যায়। আমি তোমার রিপোর্ট পাবার অপেক্ষায় থাকলাম। যাও।'

কামরা থেকে সবাই বেরিয়ে যাবার পর নিজের চেয়ারে বসলেন কর্নেল। 'এটা কেমন কথা হলো, মি. রানা, ডিউটিতে আছেন বলে কিছুই নেবেন না! লাঞ্চের সময় হতে আর কিন্তু বেশি দেরি নেই...'

রানা তাঁর কথার মাঝখানেই বলল, 'মেয়েটার সঙ্গী সম্পর্কে এখনও কিছু জানা গেল না, মি. হিথ।'

'সবগুলো টীম এখনও ফেরেনি, মি. রানা।' আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে একটু হাসলেন হিথ। 'আপনি কিন্তু আমাকে মেয়েটি বা তার সঙ্গীর নাম-পরিচয় দেননি।'

'তার কি কোন প্রয়োজন আছে?'

টেলিফোন বেজে ওঠায় জবাব দেয়া হলো না, রিসিভার তুলে কানে ঠেকালেন কর্নেল হিথ। অপরপ্রান্তের কথা নিঃশব্দে শুনে গেলেন। তারপর রানাকে বললেন, 'দুটো গাড়িই রেন্ট-আ-কার থেকে ভাড়া করা হয়েছিল। যারা ভাড়া করেছিল তাদের দেয়া ঠিকানা ভুয়া। তবে চিন্তার কিছু নেই, ইন্টারোগেশন শেষ হলে সব তথ্যই পেয়ে যাব।' একটু থেমে বললেন, 'সত্যি আমি দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী, মি. রানা।'

'আপনি যেভাবে অ্যাকশন নিলেন, তাতে আমি খুশি,' সত্যি কথাই বলল রানা। 'ক্ষমা চাওয়ার দরকার নেই, সরষেতে ভূত থাকেই। আমি তাহলে এখন আসি, কেমন? মি. সোডোকে আমার হোটেলের স্যুইট নম্বর দেয়া আছে, নতুন কোন তথ্য পেলে দয়া করে জানাতে বলবেন, প্লীজ। ছেলেটার খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত আমি খুব চিন্তায় থাকব।'

'আপনি উঠতে চাইছেন?' বিস্মিত দেখাল কর্নেলকে। তারপর হেসে উঠে বললেন, 'আপনাকে আরও একটা সুখবর দেয়া থেকে আমাকে আপনি বঞ্চিত করতে চান? না, নাহ্–আপনাকে আরও একটু ধৈর্য ধরতে হবে, মি. রানা। যে-কোন মুহূর্তে আপনার প্রেমিকার ভাই সম্পর্কে রিপোর্ট পাব বলে আশা করছি আমি...'

'মেয়েটা আমার প্রেমিকা নয়,' ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা। 'ছেলেটাও মেয়েটির ভাই নয়।'

'ওদের পরিচয় দেননি তো, তাই রসিকতা করার সুযোগটা ছাড়লাম না,' বলে গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন কর্নেল হিথ। 'সত্যি মেয়েটা আপনার প্রেমিকা নয়? তাহলে পুলিসের কাছে পরিচয় গোপন করার আর কি কারণ থাকতে পারে?'

'পরিচয় গোপন করছি, এ-কথা ঠিক নয়,' বলল রানা। 'আসলে জানানোর প্রয়োজন বোধ করছি না।'

'মেয়েটা কি খুব সুন্দরী?' মিটিমিটি হাসছেন কর্নেল। 'চীনা, নাকি ইউরোপিয়ান?'

রানা কিছু বলতে যাবে, আবার টেলিফোন বেজে উঠল। পুরো এক মিনিট অপরপ্রান্তের কথা শুনলেন কর্নেল হিথ। শক্ত, কঠিন হয়ে উঠল লাল চেহারা। রিসিভার রেখে দিয়ে পাইপে আগুন ধরাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, রানার দিকে যেন ইচ্ছে করেই তাকাচ্ছেন না।

'নতুন কোন তথ্য?' শান্ত গলায় জানতে চাইল রানা।

পাইপ ধরানো শেষ করে ওর দিকে তাকালেন হিথ। 'মেয়েটার নাম কি লিমা? জিজ্ঞেস করার কারণ হলো, এক লোককে পরিত্যক্ত একটা ওয়্যারহাউসে পাওয়া গেছে–সবগুলো নখ উপড়ানো, একটা চোখে গরম লোহার রড ঢোকানো হয়েছে, দুই পা আর পাঁজরের কয়েকটা হাড় ভাঙা, হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে মারা গেছে। নিজের নাম বলেছে তিয়ানা।'

'ওহ্ গড!' বিড়বিড় করল রানা।

'মারা যাবার আগে তিয়ানা লিমা নামে একটা মেয়ে, একটা

লঞ্চ আর এক হাজার মণ সোনা সম্পর্কে প্রলাপ বকেছে বলে জানিয়েছে পুলিস। মি. রানা, এ-সব বিষয়ে আপনি কিছু জানেন?'

রানা মাথা নাড়ল। এই সময় আবার টেলিফোন।

এবার রিসিভার তুলে কর্নেল বললেন, 'গভর্নর হাউস থেকে? হ্যাঁ, আমি কর্নেল ম্যাট হিথ বলছি।' রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে রানার দিকে তাকালেন। 'গভর্নর কোকো মিগুয়েল বেঞ্জামিন আমার সঙ্গে কথা বলবেন।' রিসিভার থেকে হাত সরালেন। 'স্যার, আপনি?' এরপর শুধু শুনেই গেলেন। মাঝে মধ্যে 'হুঁ-হ্যাঁ, আচ্ছা, ওহ্ গড' ইত্যাদি করছেন। সবশেষে বললেন, 'ঠিক আছে, স্যার। কথা দিচ্ছি, আমাদের সাধ্যমত সব কিছুই করা হবে। ধন্যবাদ, গভর্নর, স্যার। জ্বী, উনি আমার সামনেই বসে আছেন। সন্দেহ নেই, এটা তাঁর জন্যে খুব বড় একটা আঘাত।'

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় চেয়ারের কিনারায় সরে এসেছে রানা। 'কি ব্যাপার বলুন তো?'

'আপনার জন্যে অত্যন্ত খারাপ একটা খবর,' রিসিভার নামিয়ে রেখে বললেন ম্যাট হিথ। 'মি. রানা, সত্যি আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।'

'কি খারাপ খবর?' একা শুধু লিমার কথা নয়, মিসেস পাটনায়েক আর তাঁর দেহরক্ষীদের কথাও ভাবছে রানা—ওদের কোন বিপদ হলো না তো?

রানার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ডায়াল করলেন হিথ। 'মেজর সোডোকে লাইন দাও, ইন্টারোগেশন সেলে আছে সে।' কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করলেন। 'সোডো? মন দিয়ে শোনো। গভর্নর নিজে ফোন করেছিলেন। সুচেতা বিউটি পার্লারের মালিক সুচেতা পাটনায়েক ওনার বিশেষ পরিচিত। পরিচিত মানে, রীতিমত ঘনিষ্ঠতা আছে। আধ ঘণ্টা আগে ওই বিউটি পার্লার থেকে লিমা নামে একটা কম্বোডিয়ান তরুণীকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। সন্দেহ করছি, ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের কাজ। মিসেস সুচেতার তিনজন বডিগার্ডই আহত হয়েছে, অরোরা নামে একজন সম্ভবত বাঁচবেই

না। গ্রীন বিগ্রেডের সবার ছুটি বাতিল করে দাও। শহরের সব জায়গায় অতিরিক্ত টীম পাঠাও, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেয়েটাকে উদ্ধার করতে হবে…,' একের পর এক আরও কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

রানাকে তাঁর নতুন করে কিছু জানাবার নেই, টেলিফোনের আলাপ থেকে সবই শুনেছে ও। চেয়ার ছেড়ে কার্পেটে পায়চারি শুরু করলেন কর্নেল। ক্রোধে লাল চেহারাটা বাঘের মত লাগছে।

এক চুল নড়ছে না, চেয়ারে রানা যেন জমে গেছে।

'মি. রানা, জানি না আমার পরামর্শ আপনি কিভাবে নেবেন,' পায়চারি থামিয়ে হঠাৎ বললেন কর্নেল হিথ, 'তবে বিশ্বাস করতে অনুরোধ করি, আমি আপনার ভাল চাই।'

হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল রানা। 'কি পরামর্শ, কর্নেল?'

'শুনতে আপনার ভাল লাগবে না,' বললেন হিথ। 'তবু কথাটা আপনাকে আমি না বললে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা হবে। মি. রানা, মিস লিমার ব্যাপারে নিজেকে আপনি জড়াবেন না। প্লীজ।'

'কেন?' তীক্ষ্ণ হলো রানার গলা।

'তিয়ানাকে খুন আর লিমাকে কিডন্যাপ করার জন্যে দায়ী ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড, মি. রানা।' আবার পায়চারি শুরু করলেন কর্নেল। 'আপনাকে বিশ্বাস করতে অনুরোধ করি, ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডকে দমন করা আমার গ্রীন ব্রিগেডের পক্ষে সম্ভব নয়। সত্যি কথা বলতে কি, ওদের সঙ্গে আপোস করেই চলতে হয় আমাদের।'

'এ আপনি কি শোনাচ্ছেন!' প্রতিবাদ করল রানা। 'তাহলে যে লোকে বলে আপনি ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তা মিথ্যে?'

'জনসাধারণকে অভয় দেয়ার জন্যে অনেক কথাই বলতে হয় আমাদের, মি. রানা। সব সত্যি কথা প্রকাশ পেলে এই সমাজে টিকে থাকা যাবে না।'

'আপনি আপোস করতে পারেন, কিন্তু আমাকে আপনি কোন

যুক্তিতে এত বড় একটা ক্রাইম মেনে নিতে বলছেন?' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'একদল গুণ্ডার হাত থেকে লিমাকে আমি উদ্ধার করেছি। তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক না থাকলেও, তার প্রতি আমার একটা দায়িত্ববোধ জন্মেছে। অথচ আপনি আমাকে পরামর্শ দিচ্ছেন তার কথা ভুলে যেতে। হাউ অ্যাবসার্ড!'

'আপনি কিছু করতে চাইলেই কি করতে পারবেন, মি. রানা?' রানার মুখোমুখি থেমে জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল হিথ। 'আমার বিবেচনায়, আপনি নন, একমাত্র মিস লিমাই নিজেকে সাহায্য করতে পারেন।'

'মানে?'

'আমার ধারণা, মিস লিমা যদি ট্রাইয়্যাডের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, ওরা তাঁকে নিশ্চয়ই খুন করবে না।'

স্থির হয়ে গেল রানা। কর্নেল ম্যাট হিথ, বেসরকারী পুলিস গ্রীন ব্রিগেড-এর কর্ণধার, প্রকারান্তরে ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের পক্ষে ওকালতি করছে!

'আপনাকে আমি এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চিন্তা করে দেখতে বলি। দেখুন, কোনও প্ল্যান তৈরি করতে পারেন কিনা।'

'অর্থাৎ আপনি আমাকে প্রস্তাব দিচ্ছেন, আমি যাতে লিমাকে রাজি করাই সে যেন ট্রাইয়্যাডের সঙ্গে সহযোগিতা করে?'

ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল, তার মনের কথা রানা ধরতে পারায় ম্যাট হিথ যেন খুশি হয়েছে। তবে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল সে। 'আপনাকে আমি বলেছি যে চাকরির শেষ কয়েকটা বছর নমপেনের আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলাম আমি। যোগাযোগটা এখনও আছে, মি. রানা। নমপেন, অর্থাৎ কম্বোডিয়ার বিভিন্ন সূত্র থেকে আমার কাছে খবর আসছে। মিস লিমার বাবা ছিলেন পুরোহিত নগুয়েন গুনো। উপকূল এলাকার বিশাল জলাভূমির কয়েকশো প্যাগোডার সোনা আর মূল্যবান পাথর পুরোহিতরা তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখেন। খেমাররুজ গেরিলারা

ধাওয়া করায় ওই সোনা আর পাথর নিয়ে পালাবার চেষ্টা করেন নগুয়েন গুনো। জলাভূমির কোথাও লঞ্চটা ডুবে যায়। এ-খবর আন্ডারগ্রাউন্ডের অনেকেই জানে, মি. রানা। এখন ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডও জানে। শুধু একটা তথ্য কেউ জানে না। সেটা হলো, লঞ্চটা কোথায় ডুবেছে। আমি কি বলছি, বুঝতে পারছেন কি?'

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত রেড ড্রাগনের উল্কি ভেসে উঠল রানার মনের পর্দায়। উল্কিটা দেখেছে ও! দেখেছে এই কামরাতেই। সেই সঙ্গে আরও একটা রহস্যের সমাধান মিলল। এই চেম্বারে ঢোকার পর থেকে বারবার মনে হয়েছে ওর, এখানে যা কিছু ঘটছে সবই যেন আগেও একবার ঘটেছে। এরকম মনে হবার কারণ, অনায়াসে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া থেকে শুরু করে মন দিয়ে ওর অভিযোগ শোনা, শোনা মাত্র দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি প্রতিটি ঘটনাই আসলে সাজানো নাটক। সাজানো বলেই পরিচিত লাগছিল। আর এখন তো পরিষ্কারই মনে পড়ছে রানার, তোয়ালে দিয়ে মুখ-হাত মুছতে মুছতে টয়লেট থেকে যখন বেরুল কর্নেল, তার খয়েরি-সবুজ শার্টের আস্তিন বেশ কিছুটা গুটানো ছিল। বাহুর উল্কির সিকি ভাগ তখনই দেখেছে ও, অন্যমনস্ক ছিল বলে গুরুত্বটা মস্তিষ্কে ধরা দেয়নি।

কী সর্বনাশ! তাহলে কর্নেল ম্যাট হিথই আসলে রেড ড্রাগন! এর খোঁজেই ম্যাকাওয়ে এসেছে ও!

বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠারও আগে রানার মাথায় যে প্রশ্নটা জাগল, এখান থেকে প্রাণ নিয়ে বেরোতে পারবে তো?

কর্নেল হিথ থামেনি, এখনও নিজের কথা বলে যাচ্ছে, '...আমাদেরকে সতর্ক করা হয়নি, হলে মিস লিমাকে ওদের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে পারতাম। তবে আপনার নিরাপত্তার দিকটা অবশ্যই আমরা দেখব। যতদিন আপনি ম্যাকাওয়ে আছেন, গ্রীন ব্রিগেডের স্পেশাল একটা টীম সারাক্ষণ আপনাকে ছায়ার মত ঘিরে রাখবে, এ-ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'আমার কোন চিন্তা হচ্ছে না, বডিগার্ড দরকার নেই, মি. হিথ। আপনার লোকদের বলে দিন তারা যেন আমার পিছু না নেয়।'

'এ আপনার বিনয়, বুঝতে পারছি,' হেসে উঠে বলল কর্নেল। 'আপনি নিষেধ করলেও ওরা ওদের কর্তব্য পালন করবে।' রানার দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সে।

সেটা দেখতে না পাবার ভান করে দরজার দিকে এগোল রানা।

মুচকি হেসে পিছন থেকে কর্নেল বলল, 'মিস লিমাকে বাঁচানোর কোন প্ল্যান যদি মাথায় আসে, অবশ্যই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, প্লীজ, মি. রানা। আমি আপনার টেলিফোনের অপেক্ষায় থাকব।'

জবাব না দিয়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল রানা। রিসেপশন-কাম-কমিউনিকেইশন রূমে অনেকেই রয়েছে, তারা কেউ ওর দিকে তাকাল না। বিনা বাধায় করিডরে বেরিয়ে এল ও। দু'জন সশস্ত্র গার্ড দরজার দু'পাশে আগের মতই দাঁড়িয়ে আছে। অতিরিক্ত একজন গার্ড, যার সঙ্গে টপফ্লোরে উঠেছিল রানা, এলিভেটরের দিকে যাবার পথে সে-ই ওর পিছু নিল।

কারও সঙ্গে কোন কথা হলো না, এলিভেটর থেকে নেমে করিডর হয়ে বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এল রানা। ট্যাক্সির জন্যে ফুটপাথে অপেক্ষা করছে, পাঁচ-সাত ফুট পিছনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল গার্ড। রাস্তার ওপারে একটা সবুজ জীপ দেখা গেল, ভেতরে গ্রীন ব্রিগেডের একটা টীম।

ট্যাক্সিকে অনুসরণ করল জীপটা।

তিন

ট্যাক্সি থামিয়ে একটা বুদ থেকে সুচেতার বিউটি পার্লারে ফোন করল রানা। সুচেতার বড় মেয়ে সুনেত্রা জানাল, প্রাথমিক চিকিৎসা পাবার পর ক্লিনিক থেকে মিং আর ঝাং ছাড়া পেয়েছে, এখন তাদেরকে সুস্থই বলা যায়। তবে অরোরার অবস্থা এখনও আশঙ্কামুক্ত নয়, তাই তার কাছে অর্থাৎ ক্লিনিকেই আছেন ওর মা। ক্লিনিকের নামটা জেনে নিয়ে ট্যাক্সিতে ফিরে এল রানা।

গ্রীন ব্রিগেডের আরও একটা জীপ দেখল রানা। ট্যাক্সিটাকে স্যান্ডউইচ বানিয়ে ফেলেছে।

অপারেশন করে অরোরার শরীর থেকে তিনটে বুলেট বের করা হয়েছে। দুটো বুলেট পেটে ঢুকছিল, একটা হাঁটুর ওপর উরুতে। এখনও তার জ্ঞান ফেরেনি। তবে সুচেতা জানালেন, ডাক্তাররা তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, এ যাত্রায় বেঁচে যাবে অরোরা।

ক্লিনিকের ওয়েটিং রূমে বসে কথা হলো। সুচেতা গর্ব করেই বলেছিলেন, ম্যাকাওয়ে এমন কেউ আছে নাকি যে তাঁর বাড়িতে ঢুকে একটা মেয়েকে তুলে দিয়ে যাবে? কথাটা স্মরণ করে রানার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন তিনি। উত্তরে রানা বলল, 'আপনি শুধু শুধু নিজেকে দোষ দিচ্ছেন। আমিই বরং ভুল করেছি। আপনি দুই মেয়েকে নিয়ে একা থাকেন, অস্ত্র নেই, হরিচরণ দা নেই; আমারই বোকামি হয়েছে বিপদ হতে পারে জেনেও লিমাকে আপনার বাড়িতে তুলতে যাওয়াটা।'

'এভাবে কথা বললে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই,'

সাবধান করে দিলেন সুচেতা। 'ম্যাকাওয়ে যদি তোমার কোন বিপদ ঘটে, সেটাকে অবশ্যই আমি নিজের বিপদ বলে গণ্য করব। গ্রীন ব্রিগেডের ডিরেক্টর কর্নেল ম্যাট হিথ কি বললেন তোমাকে? ওরা কারা, লিমাকে তুলে নিয়ে গেল? জানো, প্রত্যেকের মুখে মুখোশ ছিল? গভর্নর আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গ্রীন ব্রিগেড মেয়েটাকে উদ্ধার করবে...'

'গভর্নরের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে হবে,' বলল রানা। 'আমার পরিচয় পেলে অবশ্যই দেখা করবেন উনি, তবে আপনি টেলিফোনে বলে দিলে ঝামেলা কম হবে, সময়ও বাঁচবে।'

'টেলিফোন করতে হবে কেন? চলো, তোমাকে নিয়ে সরাসরি গভর্নরের বাড়িতে উঠি। দেখবে, কেমন খাতির করে।'

'না,' বলল রানা। 'আমার সঙ্গে আপনার প্রকাশ্যে আর দেখা না হওয়াই উচিত হবে।' গলা খাদে নামাল ও, 'শুনুন। আঁতকে উঠবেন না। ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড পরিচালনা করছে ম্যাট হিথ নিজে। সে-ই রেড ড্রাগন।' সুচেতার চোখ দুটো অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হয়ে উঠল, লক্ষ করল রানা। 'লিমাকে তার লোকজনই আপনার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছে।'

'এ-সব কি বলছ তুমি!' উত্তেজনায় ও উদ্বেগে হাঁপিয়ে উঠলেন সুচেতা।

'আস্তে! লিমা কম্বোডিয়ান প্যাগোডার এক হাজার মণ সোনার হদিশ জানে। একটা লঞ্চে ছিল, লঞ্চটা ডুবে গেছে জলায়। রেড ড্রাগন ওই সোনা পাবার আশায় লিমাকে কিডন্যাপ করেছে। শুধু তাই নয়, এরই মধ্যে খুন করেছে লিমার সঙ্গী তিয়ানা নামে তরুণ এক পুরোহিতকে। ম্যাট হিথ চাইছে লিমাকে যেন আমি ট্রাইয়্যাডের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি করাই। বলছে, তা না হলে লিমাকে খুন করবে ট্রাইয়্যাড। আমাকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখছে ওরা, ক্লিনিকের বাইরে দুটো জীপে অন্তত পনেরোজন গ্রীন ব্রিগেড পুলিস পাহারা দিচ্ছে।'

গোটা ব্যাপারটা হজম করতে আধ মিনিট সময় নিলেন

সুচেতা। তারপর ফিসফিস করে বললেন, 'এ তো দেখছি ভয়ানক অবস্থা, রানা! ওহ্ গড, তোমার জন্যে আমার ভয় হচ্ছে।'

'আমি নিজের কথা ভাবছি না,' বলল রানা। 'ভাবছি লিমার কথা। ওকে যেভাবে হোক বাঁচাতে হবে। তিয়ানা সোনার হদিশ দেয়নি, সেজন্যেই টরচার করে মেরে ফেলা হয়েছে তাকে। লিমাও নিশ্চই মুখ খুলছে না। খুললে আমার সাহায্য চাইত না হিথ। এখন প্রশ্ন হলো, গভর্নর কোকো মিগুয়েল বেঞ্জামিন কতটা ক্লিন? তাঁকে কি আমরা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি?'

'তা পারি,' মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে উঠে বললেন সুচেতা। 'গভর্নরের স্ত্রী আমার ব্যক্তিগত বন্ধু। শোনো, রানা, গভর্নরের সঙ্গে তুমি কথা বলার সময় আমারও থাকা দরকার...'

'না।' রানা অটল। 'আমার সঙ্গে আপনি থাকলে আপনার ওপর খেপে যাবে রেড ড্রাগন। যা করার একা আমাকেই করতে দিন।'

'ফের সেই কথা? দেখো রানা, হরিচরণ বলে গেছে তোমার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ সে। নিশ্চয়ই এমন কোন উপকার করেছিলে, যার কথা মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ভোলেনি। এখন বিপদের সময় তুমি যদি আমার সাহায্য না নাও, তার আত্মাকে কষ্ট দেয়া হবে...'

'সাহায্য নেব না তা তো বলিনি,' বাধা দিল রানা। 'এই যে আপনি গভর্নরকে ফোন করবেন, এটা সাহায্য নয়?'

ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে এসে আবার ট্যাক্সি নিল রানা। জীপ দুটো এবারও ওর ট্যাক্সিকে স্যান্ডউইচ বানিয়ে রাখল।

লাল-সাদা গভর্নর হাউসটা পর্তুগীজ স্থাপত্য ও নির্মাণ শৈলীর সাক্ষ্য বহন করছে। ভবনটা প্রাচীন হলেও নতুনের মত ঝকঝকে। কালো, খাকি ও ছাই রঙা ইউনিফর্ম পরা সরকারী পুলিস পাহারা দিচ্ছে গেটে। গ্রীন ব্রিগেডকে আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব দেয়ার পর এদেরকে রাখা হয়েছে স্রেফ প্রতীক হিসেবে, সংখ্যা কমিয়ে কেড়ে নেয়া হয়েছে বেশিরভাগ ক্ষমতা। সরকারী কিছু প্রতিষ্ঠান

পাহারা দেয়া ছাড়া অন্য কোন কাজে রাখা হয়নি।

গেটে পৌঁছতেই বোঝা গেল সুচেতা ফোন করেছিলেন, আর তাতে কাজও হয়েছে। বেশ খাতির করেই গভর্নর হাউসের ভেতর নিয়ে যাওয়া হলো রানাকে। ওয়েটিং রূমে ওকে অভ্যর্থনা জানাল গভর্নরের একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি। রানার জন্যেই অপেক্ষা করছিল সে। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, গভর্নর লাঞ্চে গেছেন, আশা করা যায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসবেন।

এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে শুনে দমে গেল রানা। তবে রাস্তায় ট্যাক্সি থামিয়ে একটা রেস্তোরাঁ থেকে লাঞ্চ সেরে এসেছে, হাতে জরুরী কোন কাজও নেই, অগত্যা অপেক্ষা করারই সিদ্ধান্ত নিল ও।

আধ ঘণ্টা পর হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন গভর্নর হাউসের কর্মকর্তারা। ভেতরের কামরায় এক সঙ্গে কয়েকটা টেলিফোন বাজছে। কয়েকজন অফিসার কেরানিদের কাছে পুরানো ফাইল চাইছে। তারপর একটা হেলিকপ্টার ল্যান্ড করল গভর্নর হাউসের মস্ত ফাঁকা উঠানের মাঝখানে হেলিপ্যাডের ওপর। এক গাদা ফাইল নিয়ে সেদিকে ছুটলেন কর্মকর্তারা। তাঁদের নিয়ে সেক্রেটারি মেয়েটাও যাচ্ছিল, সোফা ছেড়ে তাকে ডাকল রানা। 'কি ঘটছে বলুন তো?'

'ওহ্, গড!' বিব্রত ভঙ্গিতে রানার সামনে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। 'এত ব্যস্ততার মধ্যে আপনার কথা তো আমরা ভুলেই গেছি! সত্যি দুঃখিত, মি. রানা।'

'দুঃখিত…কেন?' রানা কিছুই বুঝতে পারছে না।

'গভর্নরকে হঠাৎ একটা জরুরী কাজে হংকং যেতে হচ্ছে,' বলল সেক্রেটারি। 'দেখছেন না, আমরা তাঁর হেলিকপ্টারে ফাইল-পত্র তুলছি। হংকঙের গভর্নর ক্রিস প্যাটন আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, নতুন কিছু ব্যবসায়িক চুক্তি হতে যাচ্ছে…'

'গভর্নর ফিরবেন কখন?'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল চীনা সেক্রেটারি। 'তা তো বলা

যাচ্ছে না, মি. রানা। সত্যি দুঃখিত, স্যার। আপনাকে পরে একদিন আসতে হবে...'

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

ক্রেডলের দিকে তাকিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেল তরুণী। খোলা দরজা দিয়ে হেলিকপ্টারের দিকে তাকাল একবার। কর্মকর্তারা তার জন্যে অপেক্ষা করছে ওদিকে। তারপর, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, এগিয়ে এসে ফোনের রিসিভারটা তুলল সে। 'হ্যালো?' অপরপ্রান্তের কথা শুনে রানার দিকে তাকাল। 'আপনার ফোন,' অবাক হয়েছে, সেটা চেহারায় প্রকাশও পেল। রানার হাতে রিসিভারটা ধরিয়ে দিয়ে দ্রুত ঘুরে বেরিয়ে গেল ওয়েটিং রুম থেকে।

'হ্যালো? কে, সুচেতা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভদ্রমহিলা বিধবা মানুষ, অসহায়, দুই যুবতী মেয়েকে নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন করছেন, তাঁর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ না রাখাই তো ভাল—অন্তত আপনি যদি তার ভাল চান। হ্যালো, মি. রানা? চিনতে পারছেন আমাকে?'

রানা কিছু বলছে না।

'বুঝেছি, আমার ওপর আপনি অসন্তুষ্ট। কিন্তু আমি সত্যি আপনাদের ভাল চাই। মি. রানা, আপনি কি মিস লিমা সম্পর্কে এখনও ইন্টারেস্টেড?'

রানা চুপ করে আছে।

'মি. রানা, আমাকে ভুল বুঝবেন না, প্লীজ। গ্রীন ব্রিগেডের ডিরেক্টর হিসেবে আমার দায়িত্ব আপনাদের সাহায্য করা। বিশ্বাস করুন, ঠিক সে চেষ্টাই করছি আমি। আন্ডারগ্রাউন্ডের সঙ্গে গ্রীন ব্রিগেডের কানেকশন আছে, আপনার তা জানার কথা। ইচ্ছে করলে আমরা আপনার সঙ্গে ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে পারি। গোটা ব্যাপারটাই নির্ভর করছে আপনার ওপর। আপনি যদি চান, রেড ড্রাগনের সঙ্গেও সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

প্রচণ্ড রাগে দাঁতে দাঁত চাপা ছাড়া এই মুহূর্তে রানার কিছু করার নেই।

'ম্যাকাও ট্র্যাইয়্যাড, রেড ড্রাগন, মিস লিমাকে ছেড়েও দিতে পারে, মি. রানা,' আবার কথা বলছে ম্যাট হিথ। 'আমি জানি, আপনাকে তারা একটাই শর্ত দেবে-মিস লিমাকে আপনি সোনার হদিশ প্রকাশ করতে রাজি করাবেন।'

ঠকাস করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল রানা।

দরজার কাছে পৌঁছে গেছে, আবার রিঙ হলো। ওয়েটিং রুম ফাঁকা, রিঙ শুনে ভেতর থেকেও কেউ আসছে না। দরজা দিয়ে হেলিপ্যাডের দিকে তাকাল রানা, ওটার পাশে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কি একটা বিষয়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলছে অফিসাররা। ফিরে এসে রিসিভার তুলল ও।

'রানা?' ম্যাট হিথের গলা, তবে সম্বোধন পাল্টে গেছে। 'সাড়া দিচ্ছ না, তারমানে তুমিই। শোনো, কয়েকটা পরামর্শ দিই তোমাকে। ইন্টারকন্টিনেন্টালে ফিরো না, কেমন? এই মাত্র খবর পেলাম ওখানে ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড তোমার জন্যে একটা মারাত্মক ফাঁদ পেতে রেখেছে। তিয়ানার লাশটা, বুঝলে! ওটা ওরা তোমার হোটেল স্যুইটে রেখে এসেছে। শুধু তাই নয়, লাশটা যে ওখানে আছে সে-খবরটা আবার ফোনে গ্রীন ব্রিগেডকে জানিয়েও দিয়েছে। এর তাৎপর্য নিশ্চয়ই তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না?'

রিসিভার ধরা হাতের তালু ঘামতে শুরু করেছে, রানা কথা বলছে না।

'আইন তার নিজস্ব পথে চলবে, তাই না?' বলে গলা ছেড়ে হেসে উঠল কর্নেল হিথ। 'একজন ট্যুরিস্টের হোটেল কামরায় লাশ পাওয়া গেছে, সে আবার একজন এসপিওনাজ এজেন্ট, স্বভাবতই গ্রীন ব্রিগেড তাকে দেখামাত্র গ্রেফতার করবে। খুনের অভিযোগ আছে এমন কেউ যদি গ্রেফতার এড়ানোর চেষ্টা করে, তাকে দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দেয়া হবে ওদেরকে।'

ক্রেডলে নয়, ডেস্কের ওপর রিসিভার নামিয়ে রেখে ছুটল

রানা। কি করবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ও। বাইরে বেরুলে গ্রীন ব্রিগেড ধাওয়া করবে ওকে, গুলিও করতে পারে। ম্যাকাও ছোট্ট শহর, মাত্র বিশ বর্গমাইল, ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কতক্ষণই বা টিকতে পারবে ও। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা জীপ দুটোকে ফাঁকি দেয়ার এটাই একমাত্র উপায়।

তরুণী সেক্রেটারি পিছিয়ে এসে একা দাঁড়িয়ে আছে হেলিকপ্টারের কাছাকাছি, বাকি পাঁচজন অফিসার লাইন দিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকছে। তরুণীকে পাশ কাটিয়ে লাফ দিল রানা, ও-ও ঢুকে পড়ল হেলিকপ্টারের ভেতর। ভোজবাজির মত ওর হাতে একটা রিভলভার বেরিয়ে এসেছে। 'নামুন! নেমে যান সবাই!' খোলা দরজার বাইরে ফাঁকা একটা গুলি করল ও। 'জলদি!' রোটরের আওয়াজে গুলির শব্দ ভোঁতা শোনালেও কাজ হলো তাতে।

হেলিকপ্টারের ভেতর ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল, কে কার আগে নামতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলছে। পাইলট সীট ছাড়তে যাচ্ছে দেখে তার মাথায় রিভলভার ধরল রানা। 'খবরদার, নড়বে না!'

আরোহীরা নেমে যেতেই দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল রানা। পাইলটকে বলল, 'জানের মায়া থাকলে আমার প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলো।'

চীনা পাইলট বোকার মত মাথা ঝাঁকাল।

'টেক-অফ করো!' নির্দেশ দিল রানা। 'গভর্নরের কাছে নিয়ে চলো আমাকে।'

'গভর্নরের কাছে?' আকাশ থেকে পড়ল পাইলট। 'তিনি তো অন্য একটা হেলিকপ্টার নিয়ে আগেই হংকঙের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছেন। আমাকে পাঠানো হয়েছে ফাইল আর অফিসারদের নিয়ে যাবার জন্যে।'

'কোথায়?'

'কোথায় মানে? হংকঙে!'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। 'ঠিক আছে, আগে তুমি টেক-অফ করো, তারপর বলছি কোথায় যেতে হবে।'

'স্যার, আপনি কে আমি জানি না,' বলল পাইলট। 'তবে কাজটা ভাল করছেন না। আমার বা কপ্টারের কোন ক্ষতি হলে ওরা আপনাকে...'

'কথা নয়!' গর্জে উঠল রানা। কিন্তু ওর গর্জনকে ম্লান করে দিল দরজার গায়ে ঘুসির শব্দ।

ঘাড় ফিরিয়ে জানালার দিকে তাকাতেই মিসেস পাটনায়েককে দেখতে পেল রানা, ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে দমাদম ঘুসি মারছেন দরজায়। সেটা খুলে দিতেই মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করলেন।

'আপনি?' জিজ্ঞেস করল রানা, দরজা আগলে রেখেছে।

'আগে ব্যাখ্যা করো তোমার এই পাগলামির মানে কি?' ছুটে আসায় হাঁপাচ্ছেন সুচেতা। 'তুমি সরকারী হেলিকপ্টার হাইজ্যাক করছ কোন বুদ্ধিতে?'

'আপনি চলে যান, প্লীজ!' তাগাদা দিল রানা। 'আমার সঙ্গে থাকলে আপনার বিপদ হবে।'

'বিপদ হতে পারে জেনেই এসেছি। ওরা ফোন করে আমাকে বলেছে, আমি যেন তোমাকে আশ্রয় না দিই। তারপরই কেটে দিয়েছে লাইন, মানে ফোনটাই অকেজো করে দিয়েছে। বাড়ির সামনে পাহারা দিচ্ছে গ্রীন ব্রিগেডের একটা জীপ। ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ছুটে এসেছি আমি, ভাবলাম নিশ্চয়ই তোমার কোন বিপদ হয়েছে...'

'কাজটা আপনি ভাল করেননি, সুচেতা,' বলল রানা, গম্ভীর। 'মেয়ে দুটোর কথাও ভাবলেন না একবার?'

'তুমি সরো, রানা, আমাকে ভেতরে ঢুকতে দাও।' কিন্তু রানা নড়ল না। 'শোনো। সুনেত্রা আর সুমিত্রাকে আমি গভর্নরের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি...' তারপর প্রায় ধাক্কা দিয়ে রানাকে সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। দরজা বন্ধ করে পাইলটের দিকে

তাকাল রানা। 'এবার টেক-অফ করো। জলদি!'

সুচেতাকে নিয়ে যতটা সম্ভব হেলিকপ্টারের পিছন দিকে সরে এল রানা। 'গভর্নর লাঞ্চ খেতে গিয়ে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেন, হংকঙে যাবেন। ব্যাপারটা সন্দেহজনক। আমার ধারণা, নিশ্চয়ই তাঁর কোন দুর্বলতা আছে।'

'মানে?'

'রেড ড্রাগন পুতুলের মত নাচাচ্ছে তাঁকে,' বলল রানা। 'ব্ল্যাকমেইল করছে।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে ও। গভর্নর হাউসের অনেক ওপরে উঠে এসেছে কপ্টার। সামনের রাস্তায় গ্রীন ব্রিগেডের জীপ দুটো স্থির। জীপের আরোহীরা জানে না হেলিকপ্টারে কারা আছে।

সুচেতার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। 'কি বলছ তুমি!'

'রেসকোর্সের দিকে চলো,' পাইলটকে নির্দেশ দিল রানা।

'রানা, আমি কি মেয়ে দুটোকে বিপদের মধ্যে রেখে এলাম?'

'বোধহয় ভালই করেছেন,' বলল রানা। 'বাড়িটা সরকারী পুলিস পাহারা দিচ্ছে, ওখানে গ্রীন ব্রিগেডের কোন ক্ষমতা খাটবে না।'

'গভর্নরের স্ত্রী আর মেয়েকে বিপদ সম্পর্কে আভাস দিয়েছি আমি,' নার্ভাস ভঙ্গিতে বললেন সুচেতা। 'ওঁরা আমাকে কথা দিয়েছেন, ওঁরা বেঁচে থাকতে আমার মেয়েদের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না।'

'আপনি গ্রীন ব্রিগেডের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পার্লার থেকে বেরুলেন কিভাবে?'

'গোপন একটা টানেল আছে। পিছনের রাস্তার একটা বাড়ি হয়ে বেরুনো যায়। ওটা আমার এক বান্ধবীর বাড়ি। প্রয়োজনে দু'জনেই আমরা ব্যবহার করি টানেলটা।' একটু থেমে বললেন আবার, 'তোমার প্ল্যানটা কি? কি করতে চাও?'

রানা চিন্তা করছে। হেলিকপ্টার হাইজ্যাক করেছে ঠিকই, কিন্তু গভর্নর হংকঙে চলে যাওয়ায় কি করবে বুঝতে পারছে না।

ম্যাকাওয়ে নিরাপদ কোন জায়গা নেই যেখানে আশ্রয় নিতে পারবে। ফোন করে ঢাকা থেকে রিইনফোর্সমেন্ট চাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেটা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার।

ওর চিন্তায় বাধা দিলেন সুচেতা। 'আমার বাড়ি থেকে দূরে কোথাও হেলিকপ্টার নামাতে বলো পাইলটকে। অলিগলি হয়ে পাড়ায় পৌঁছাব, তারপর টানেল হয়ে বাড়িতে ঢুকব। তোমাকে ওখানে রেখে বেরিয়ে আসব আমি, তারপর সামনের গেট দিয়ে আবার বাড়িতে ঢুকব–ওরা আমাকে একাই ঢুকতে দেখবে। বাড়ির ভেতর চোরা কুঠরি আছে, তোমাকে লুকিয়ে রাখা কোন সমস্যা নয়। ওরা যদি জিজ্ঞেস করে, বলব–হেলিকপ্টার থেকে নেমে বন্দরের দিকে চলে গেছ তুমি। যদি জিজ্ঞেস করে কোথায়, বলব জানি না।'

'না, তা হয় না...'

রানাকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিলেন সুচেতা। 'হয়! তাই হবে। একদম চুপ!'

হিংস্র বাঘ হয়ে উঠেছে রানা, কিন্তু খাঁচায় বন্দী। ঘণ্টাগুলো কিভাবে পেরিয়ে যাচ্ছে, বলতে পারবে না। প্রতিটি দুঃসংবাদ আরও অসহায় করে তুলছে ওকে। টানেল হয়ে রানাকে বাড়িতে নিয়ে আসেন সুচেতা, তারপর টানেল ধরেই আবার বেরিয়ে যান। বেরিয়ে সোজা গভর্নর হাউসে মেয়েদেরকে দেখতে গিয়েছিলেন, ফিরলেন দেড় ঘণ্টা পর, বিকেল সাড়ে তিনটের দিকে। সুনেত্রা আর সুমিত্রা ভালই আছে, আশা করা যায় ওখানে তারা নিরাপদেই থাকবে। কাগজ-পত্র সময়মত না পৌঁছানোয় হংকং থেকে ফিরে এসেছেন গভর্নর কোকো মিগুয়েল বেঞ্জামিন। তাঁর সঙ্গে নিভৃতে আলাপ হয়েছে সুচেতার। পরিষ্কার করে কিছুই তিনি বলেননি, তবে সুচেতা বুঝতে পেরেছেন রানার সন্দেহই ঠিক–রেড ড্রাগন তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করছে। গ্রীন ব্রিগেডের সঙ্গে তাঁর কি চুক্তি হয়েছে, পুরানো ফাইল বের করে সেটা তিনি সুচেতাকে

দেখিয়েছেন। তাতে লেখা আছে, কোন ক্রিমিনালের বিরুদ্ধে অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকলে তার পক্ষ নিয়ে গভর্নর বা অন্য কেউ গ্রীন ব্রিগেডের কাজে নাক গলাতে বা বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না। তারপর তিনি জানিয়েছেন, গ্রীন ব্রিগেডের হাতে যে-সব প্রমাণ আছে তা থেকে নিঃসন্দেহে ধরে নিতে হবে মাসুদ রানা তিয়ানা নামে একজন ট্যুরিস্টকে খুন করেছে। কাজেই তার পক্ষ নিয়ে তিনি ম্যাট হিথকে কোন সুপারিশ করতে পারবেন না। লিমাকে ম্যাট হিথ কিডন্যাপ করেছে, সুচেতার এই অভিযোগ তিনি বিশ্বাস করেননি।

সুচেতা আরও খবর এনেছেন। গ্রীন ব্রিগেড শহরের সমস্ত ক্যাসিনো আর হোটেল-রেস্তোরাঁয় রানার ফটো সাপ্লাই দিয়েছে, ছবিটা 'ওয়ান্টেড' লেখা একটা প্রচারপত্রে ছাপা। এই ছবি কোত্থেকে তারা যোগাড় করেছে সুচেতার কোন ধারণা নেই। প্রচারপত্রে বলা হয়েছে, এই লোক খুনী ও বিপজ্জনক, সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র আছে, দেখামাত্র আটক করতে হবে, তারপর গ্রীন ব্রিগেডকে খবর দিতে হবে। পঞ্চাশ হাজার ডলার পুরস্কার দেয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

দুঃসংবাদের এখানেই শেষ নয়। শহরের প্রতিটি রাস্তায় গ্রীন ব্রিগেডের টহল জোরদার করা হয়েছে। বন্দর আর এয়ারপোর্টও পাহারা দিচ্ছে ওরা। শুধু গ্রীন ব্রিগেড নয়, পুরস্কারের লোভে আন্ডারওয়ার্ল্ডের অনেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে রানাকে।

সুচেতা রানাকে বললেন, 'শহরের যে অবস্থা, বাইরে তোমার বেরুনোই চলবে না।'

'মেয়েটাকে ওরা মেরে ফেলবে!' অন্ধকার গেস্টরুমে পায়চারি করছে রানা, ঘরের জানালা-দরজার পর্দা ফেলা। এই মাত্র চোরা কুঠরি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে ও।

হাতব্যাগ খুলে একটা মোবাইল ফোন বের করে রানাকে দেখালেন সুচেতা। 'গভর্নরের স্ত্রী গোপনে এটা দিয়েছেন আমাকে। প্রয়োজনে তুমিও এটা ব্যবহার করতে পারবে।'

'তিনি জানেন আমি এখানে?'

মাথা নাড়লেন সুচেতা। 'না। আরও খবর আছে, রানা। ট্যাক্সি নিয়ে এখানে আসার পথে আমার পুরানো ও বিশ্বস্ত কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছি। কিছু লোক গ্রীন ব্রিগেডের বিরুদ্ধে ভয়ানক খেপা, যদিও সংখ্যায় তারা খুব কম। এদের কেউ কেউ আন্ডারওয়ার্ল্ডেরই লোক...'

'আপনি তাদেরকে আমার কথা বলেছেন?' প্রায় আঁতকে উঠল রানা।

'মাথা খারাপ! উল্টো বরং ওদের কাছেই আমি তোমার সন্ধান জানতে চেয়েছি। সেই সূত্রেই কথা হলো। ওরা নিজেরাই প্রস্তাব দিল, প্রয়োজনে তারা তোমাকে সাহায্য করতে রাজি।'

'কারা তারা? নাম বলুন।'

'অন্তত একজনকে তুমি চিনবে,' বললেন সুচেতা। 'সেভেন স্টার ক্যাসিনোর জেমস হার্ডি। সে তোমাকে চেনে। তার ক্যাসিনোয় তুমি নাকি গিয়েছিলে, আভাসে জানতে চেয়েছিলে রেড ড্রাগনের কাছ থেকে হেরোইন কিনতে চাও, তার সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ করা যায়। লোকটা স্মাগলারও বটে, তবে তার মেয়েরা আমার পার্লারে নিয়মিত আসে, সেই সূত্রে আমার সঙ্গে বেশ ভাল সম্পর্ক।'

'জেমস হার্ডি স্মাগলার?'

'পুরানো পেশা ছাড়তে পারেনি,' ঠোঁট বাঁকিয়ে বললেন সুচেতা। 'মাসে তিন-চারবার ব্যাংকক থেকে হো চি মিন আসা-যাওয়া করে তার জাহাজ। তবে হেরোইন নয়, আর্মস স্মাগল করে সে। গ্রীন ব্রিগেডের ওপর তারও খুব রাগ। আভাসে এ-কথাও বলতে চাইল, তার সন্দেহ ম্যাট হিথই রেড ড্রাগন। বলল, দেখা পেলে তোমাকে সে লুকিয়ে থাকার জায়গা দেবে, এমন কি তুমি যদি ম্যাট হিথের বিরুদ্ধে কিছু করতে চাও, তোমাকে সে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্যও করবে।'

'কর্নেল হিথের ওপর কি কারণে রাগ তার?'

'ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডকে দমন করতে পারছে না, তাই। জুয়ায় তার যা লাভ হয়, অর্ধেকের বেশি নিয়ে যায় ট্রাইয়্যাড।'

'আর কার সঙ্গে আলাপ করেছেন?'

'মার্ক হেগেন আর কার্ল ডয়েস। হেগেন হরিচরণের ইনফর্মার ছিল। প্রকাণ্ড একটা দৈত্য, কিন্তু শিশুর মত সরল চেহারা। কাউকে যদি পছন্দ হয়ে যায়, তার জন্যে জান দিতে এক পায়ে খাড়া। একটাই দোষ, মদ দেখলে লোভ সামলাতে পারে না। আর ডয়েস বক্সার। পুরানো ট্রাইয়্যাডের আমলে ভালই ছিল সে, লড়াইয়ে জেতা টাকা থেকে চাঁদা দিতে হত না। কিন্তু ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড কাজ শুরু করার পর প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে বেচারা, কারণ জেতা টাকার অর্ধেকই কেড়ে নেয় ওরা। আরও একটা কারণে ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের ওপর ভীষণ খেপা সে। একে তো স্বভাবটা রুক্ষ, অসম্ভব স্বাধীনচেতা...'

'আপনার সঙ্গে কিভাবে পরিচয় হলো?'

'ওর প্রেমিকা জেসিকা আমার কাছে কাজ শিখত,' বললেন সুচেতা। 'ডয়েস চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় জেসিকাকে কিডন্যাপ করে ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড। এক হপ্তা পর তার লাশ পাওয়া যায় হারবার এলাকায়। রেপ করার পর খুন করা হয় মেয়েটাকে।'

রানা খেয়াল করল, সুচেতা হেগেন সম্পর্কে কোন তথ্য দেননি। 'হেগেনও কি ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের ওপর খেপা?'

'হ্যাঁ। তোমাকে বলা হয়নি, হেগেন একসময় নৌ-বাহিনীতে ছিল। পরে একটা স্টীমার কিনে পরিবহন ব্যবসা খুলেছিল। গ্রীন ব্রিগেড ওর লাইসেন্স কেড়ে নেয়, পরে স্টীমারটাও ডুবিয়ে দেয়।'

'কেন?'

'হেগেনের বক্তব্য: গ্রীন ব্রিগেড লোক মারফত তাকে প্রস্তাব দিয়েছিল হেরোইন আমদানির কাজে তার স্টীমারটা ব্যবহার করতে দিতে হবে। নিজে মাতাল হলে কি হবে, ড্রাগসের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা হেগেনের, সে রাজি হয়নি।'

'এদের সঙ্গে কি ভেবে আপনি যোগাযোগ করতে গেলেন?'

'না, কিছু ভেবে কাজটা করিনি,' বললেন সুচেতা। 'ওরা আমার পরিচিত, তাই তোমার কথা কতটুকু জানে, জানলে কি ভাবছে এই সব বোঝার জন্যে যোগাযোগ করি।'

'কিন্তু ওরা আমার কোন কাজে আসবে না, সুচেতা।'

মিসেস পাটনায়েক চুপ করে থাকলেন।

'আপনি মনে হচ্ছে কিছু ভাবছেন,' কিছুক্ষণ পর বলল রানা।

'হ্যাঁ, ভাবছি,' বললেন সুচেতা। 'ভাবছি, শহরের কোথাও যখন তোমাকে খুঁজে পাবে না গ্রীন ব্রিগেড, তখন ওরা কি করবে।'

'এর উত্তর পানির মত সহজ। ওরা এই বাড়িতে ঢুকে তল্লাশী চালাবে।'

অন্ধকার ঘরে পায়চারি শুরু করলেন সুচেতা। 'তখন আমি তোমাকে বাঁচাব কিভাবে?'

'যখনকার সমস্যা তখন ভাবা যাবে,' বলল রানা। 'আমি এই মুহূর্তে শুধু মেয়েটার কথা ভাবতে চাইছি। ম্যাট হিথ ওর ওপর টরচার চালাচ্ছে। সে যদি মুখ না খোলে, এক সময় মেরে ফেলবে। এ-কথা জেনেও আমি চুপ করে থাকব?'

'কিন্তু করবেই বা কি?' রানার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন সুচেতা। 'তোমাকে আমি কোন অবস্থাতেই এই বাড়ি ছেড়ে বেরুতে দেব না।'

'কিন্তু এই বাড়িতেই বা কতক্ষণ নিরাপদ আমি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'টানেল আর চোরা কুঠরি তো দেখলাম। ভাল করে সার্চ করলে গ্রীন ব্রিগেড ঠিকই পেয়ে যাবে...'

'পেয়েছি!' হঠাৎ উত্তেজিত গলায় ফিসফিস করলেন সুচেতা।

'কি পেয়েছেন?'

'তোমাকে আমি আমার গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। ওই বাড়ির ঠিকানা কেউই প্রায় জানে না। পাহাড়ের গায়ে, জঙ্গলের ভেতর ওটা। আশপাশে জন বসতি খুব কম। রাস্তা আছে, গাড়ি চলে...'

রানা অন্যমনস্ক, সুচেতার কথা মন দিয়ে শুনছে না। 'লিমাকে

ওরা মেরে ফেলবে...' আপন মনে বিড়বিড় করছে ও।

'আমি তোমার জন্যে কফি আনি?' রানা মাথা ঝাঁকাতে হাতব্যাগ আর মোবাইল ফোন নিয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন সুচেতা।

কফি খাবার পর সুচেতাকে বিশ্রাম নিতে বলে বিদায় করে দিয়েছে রানা, গেস্টরুমে সেই থেকে একা পায়চারি করছে। রাত দশটার দিকে দরজায় নক করে খেতে ডেকেছিলেন সুচেতা। জবাবে রানা বলেছে, 'প্লীজ, আমাকে কিছুক্ষণ একা থাকতে দিন। খিদে পেলে আমি নিজেই দরজা খুলব।'

গেস্টরুমে ফেলা কার্পেটের একটা কোণ তুললেই চোরা কুঠরির ট্র্যাপ-ডোর পাওয়া যাবে, বিপদ দেখলে সেখানে নামতে পারবে রানা, নিচে থেকে ট্র্যাপ-ডোরের ঢাকনির ওপর কার্পেটটাও টেনে দিতে পারবে। চোরা কুঠরি থেকেই টানেলে পৌঁছানো যায়।

দুনিয়ায় এমন কোন সমস্যা আছে নাকি যার সমাধান নেই? বারবার নিজেকেই প্রশ্নটা করছে ও। লিমা ওর কেউ নয়, কিন্তু সত্যিই ওকে যদি সে বাঁচাতে চায়, উপায় অবশ্যই একটা বেরুবে। তবে, নিজের গা বাঁচিয়ে এ-কাজ করা সম্ভব নয়।

রাত দুটোর দিকে প্ল্যানটা পরিষ্কার হয়ে এল। কোন ব্যাক-আপ পাওয়া যাবে না, কাজেই যথাসম্ভব প্রস্তুত হয়েই হাত দিতে হবে কাজে। লিমাকে যদি উদ্ধার করা সম্ভব হয়, মিসেস পাটনায়েকের বিউটি পার্লারেও ফেরা চলবে না ওদের।

আরও আধ ঘণ্টা চিন্তা-ভাবনা করল রানা। তারপর সুচেতাকে ডাকল। তিনি জেগেই ছিলেন।

অন্ধকার ঘরে চাপা স্বরে আলাপ করল ওরা। নিজের প্ল্যানটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা। তার আগে সুচেতাকে স্কচ টেপ, মোবাইল ফোন, আর তাঁর স্বামীর রেখে যাওয়া বেরেটা .৩২ পিস্তলটা আনতে বলল। নিজের রিভলভারটাও বের করল ও। বিছানার ওপর পড়ে থাকা হ্যাটটা হাতে নিল, উল্টো করে ভেতরে

রাখল অস্ত্র দুটো, তারপর টেপ দিয়ে আটকাল। হ্যাটটা মাথায় পরে জিজ্ঞেস করল,, 'বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে?'

সুচেতার মুখ শুকিয়ে গেছে। নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন তিনি।

'আমি যদি লিমাকে উদ্ধার করতে পারি, ওকে নিয়ে আপনার গ্রামের বাড়িতে চলে যাব,' বলল রানা। 'আপনি ম্যাপ এঁকে দেখিয়ে দিন ওটা কোথায়। বাড়িটায় কে কে আছে?' পকেট থেকে নোটবুক বের করল।

'শুধু একজন বুড়ো দারোয়ান আর তার স্ত্রী। কিন্তু রানা, মাই সান...'

'বিশ্বাস করুন, এছাড়া আর কিছু করার নেই,' তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'লিমাকে আমি মরতে দিতে পারি না। মেয়েটা ওদের হাতে মারা গেলে নিজেকে আমি কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না।'

রানার অটল ভাব দেখে সুচেতা চুপ করে থাকলেন। নোটবুকটা নিয়ে টেবিলে বসলেন ম্যাপ আঁকার জন্যে।

ফোনটা টেবিল থেকে তুলে নিল রানা। ফোন গাইড দেখে ম্যাট হিথের বাড়ির ফোন নম্বর সংগ্রহ করল। সুচেতাকে বলল, 'সকালে আপনার প্রথম কাজ একটা মোবাইল কেনা। আপনার এটা আমার কাছে থাকবে। বেলা এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে এটার নম্বরে যোগাযোগ করবেন আমার সঙ্গে। যদি বেঁচে থাকি, কথা হবে। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকালেন সুচেতা। নোটবুকটা ফিরিয়ে দিলেন রানাকে। 'বুড়োর নাম শ্যাঙ হো–কেয়ারটেকার।'

'মিং আর ঝাঙের ওপর ভরসা করে এই বাড়িতে একা থাকা আপনার উচিত হবে না,' বলল রানা। 'যদি মনে করেন প্রাইভেসি পাওয়া সম্ভব, তা হলে গভর্নরের বাড়িতে গিয়ে উঠবেন। প্রাইভেসি পাওয়াটা জরুরী, কারণ আমি যেখানেই লুকিয়ে থাকি না কেন, বাইরের জগতের সঙ্গে আপনিই হবেন আমার একমাত্র কানেকশন।'

'ওখানে আমার কোন অসুবিধে হবে না,' জানালেন সুচেতা।
'গুড।' বলে ম্যাট হিথের নম্বরে রিং করল রানা।

চার

কয়েকবার রিঙ হবার পর অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল ম্যাট হিথের একজন বডিগার্ড। রানা তাকে বলল, 'তোমার বসকে ঘুম থেকে তোলো। বলো মাসুদ রানা ফোন করেছেন।'

'স্যার, এত রাতে বসের ঘুম ভাঙালে আমার চাকরি চলে যাবে...'

রানা বলল, 'বসই থাকবে না, তার চাকরি থাকে কিভাবে? যাও, ঘুম ভাঙাও শালার।'

দু'মিনিট পর লাইনে এল ম্যাট হিথ। 'গালাগালি করছ শুনেই বুঝতে পারছি, অসহায় বোধ করছ তুমি, মাথা নোয়াতে আপত্তি নেই। গুড মর্নিং, রানা। হোয়াট আ সারপ্রাইজ!'

'তুমি সত্যি আমাকে বোকা বানিয়েছ। লিমা এখন তোমার হাতে। আমি একটা চুক্তিতে আসতে চাই।'

'ও, আচ্ছা, তাই? কিন্তু তোমাকে কি এখন আর আমার দরকার আছে?'

'ন্যাকামি বা ভাঁড়ামি রেড ড্রাগনকে মানায় না,' বলল রানা। 'মেয়েটা শক্ত ধাতু, হিথ। অদক্ষ আনাড়ি নয়, নিজেদের গ্রামে গেরিলা ঠেকানোর ট্রেনিং পেয়েছে। এ মেয়ে মুখ না খুলে মরতে পর্যন্ত পারবে।' অপরপ্রান্তে চুপ করে আছে হিথ, কাজেই থামল না রানা, 'মেয়েটা আমাকে বিশ্বাস করে, আমার প্রতি খানিকটা ঋণীও। তাকে যদি বলি তথ্যটা তোমাকে সে না দিলে তোমরা

আমাকে খুন করবে, অবশ্যই মুখ খুলবে। বিনিময়ে সব অভিযোগ তুলে নেবে তুমি, ছেড়ে দেবে আমাদের।'

অপরপ্রান্তে তারপরও চুপ করে আছে হিথ। সে কি ভাবছে আন্দাজ করতে পারছে রানা। ওকে নিরেট বোকা ভাবছে সে। তবে কিছুটা সারবস্তু থাকায় ওর প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করতে পারছে না। লিমাকে দিয়ে কথা বলাবার পর রানাকে খুন করতে কোন অসুবিধে নেই। 'ঠিক আছে। তোমার নম্বর দাও, আধ ঘণ্টা পর যোগাযোগ করে জানিয়ে দেব কোথায় তোমাকে যেতে হবে।'

'না,' বলল রানা। 'তোমার নম্বরে আমি ফোন করব। আরও শর্ত আছে। আমি রওনা হবার আগে টেলিফোনে লিমার গলা শুনতে চাই। তোমরা যদি এরইমধ্যে তাকে মেরে ফেলে থাকো, শুধু শুধু কেন আমি তোমাদের হাতে ধরা দিতে যাব?'

দশ সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর জবাব দিল হিথ, 'ঠিক আছে। আধ ঘণ্টা পর এই নতুন নম্বরে আমাকে ফোন করবে তুমি।' নম্বরটা জানাল সে। তারপর বলল, 'কোন রকম চালাকি করতে যেয়ো না, রানা। সোনা উদ্ধার না করা পর্যন্ত তোমাদের দু'জনকেই হয়তো দরকার হবে আমার। কিন্তু যদি দেখি তোমার কোন খারাপ মতলব আছে, অন্য কিছু বিবেচনায় না এনে আমার প্রথম কাজ হবে দু'জনকেই খুন করা। পরিষ্কার?'

'তোমার বিরুদ্ধে গোটা ম্যাকাওয়ে কারও কিছু করার সাধ্য আছে?' পাল্টা প্রশ্ন করে সেট অফ করে দিল রানা।

আধ ঘণ্টা পর নতুন নম্বরে যোগাযোগ করল ও। 'কে, রানা?' জিজ্ঞেস করল কর্নেল। 'নাও, লিমার সঙ্গে কথা বলো।'

'মাসুদ রানা? সত্যি আপনি?' গলার স্বর ম্লান, তবে লিমা কাঁদছে না। অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে, 'আপনি আসবেন না, প্লীজ! ওরা আপনাকে মেরে ফেলবে...'

আবার হিথের গলা পেল রানা, 'টমাস ওঙ-এর ওয়্যারহাউসে আসতে হবে তোমাকে, রানা। ওয়াটারফ্রন্টে। হারবারের দক্ষিণ দিকে ওটা। সাইনবোর্ড আছে–টমাস ওঙ, ইমপোর্টার। ঠিক

আছে?'

'আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছাচ্ছি,' বলল রানা। 'পথে যদি তোমার লোকজন দেরি করিয়ে না দেয়।'

'কেউ তোমাকে দেরি করিয়ে দেবে না,' বলল হিথ। 'একটা কথা, রানা। সঙ্গে কোনও অস্ত্র নিয়ে এসো না।'

সেট অফ করে দিয়ে সুচেতাকে রানা বলল, 'যা যা বলেছি সব মনে আছে তো?'

কান্না দমনের ব্যর্থ চেষ্টা করে মিসেস পাটনায়েক শুধু মাথা ঝাঁকালেন।

'পাঁচিল টপকে বাড়ির পিছনের গলিতে নামব,' বলল রানা। 'আপনি ঘরেই থাকুন, বেরোবার দরকার নেই।' তাকে পাশ কাটিয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সারারাতই গাড়ি চলে, ট্যাক্সি পেতে কোন অসুবিধে হলো না। 'হারবারের দক্ষিণ দিকটায় যাব, টমাস ওঙের ওয়্যারহাউসে,' ড্রাইভারকে বলল রানা। 'চেনো?'

'ইমপোর্টার ওঙের ওয়্যারহাউস তো? চিনি বৈকি।'

বিশ মিনিটের মাথায় পৌঁছে গেল ট্যাক্সি। আশপাশে কোন লোকজন নেই, ভূতুড়ে পরিবেশ, ভাড়া পেয়েই দ্রুত স্থান ত্যাগ করল ড্রাইভার। মান্ধাতা আমলের বিল্ডিংটার দিকে ভাল করে তাকাল রানা। ড্রাইভার ওকে ওয়্যারহাউসের একেবারে সামনে নামিয়ে দিয়েছে। বিল্ডিঙের কপালে সাদা রঙ দিয়ে লেখা সাইনবোর্ড : 'টমাস ওঙ–ইমপোর্টার'। হারবারের কোথাও একটা স্টীমার ভেঁপু বাজাচ্ছে, আওয়াজটা কেমন যেন করুণ। সত্যি ভয় করছে রানার। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নক করার সময় খেয়াল করল, হাতটা সামান্য কাঁপছে। বিশাল গেটের গায়ে খুদে একটা দরজা, সেটাই ভেতর থেকে প্রথমে খোলা হলো। টর্চের আলোয় ধাঁধিয়ে গেল চোখ। 'মাথার ওপর হাত তুলে সোজা হেঁটে এসো,' নির্দেশ শোনা গেল।

দরজা টপকে ভেতরে ঢুকল রানা। টর্চ নিভে গেল, পরমুহূর্তে জ্বলে উঠল বৈদ্যুতিক বাতি। চোখ মিটমিট করছে ও, দৃষ্টিপথে নাচানাচি করছে কয়েকটা আবছা মূর্তি। ওর তিন হাত সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্নেল ম্যাট হিথ, ডান হাতে একটা ল্যুগার। 'আশা করি নিজের ও লিমার স্বার্থে তুমি আমার নির্দেশ অমান্য করছ না,' বলল সে। 'তবু, সাবধানের মার নেই।' ইঙ্গিত করতেই দু'জন লোক উদয় হলো রানার দু'পাশে। দক্ষ হাতে ওকে সার্চ করল তারা। তারপর পিছিয়ে এসে হিথের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। 'গুড,' রানাকে বলল হিথ। 'তোমার ওপর আমি খুশি, মাসুদ রানা। এসো,' বলে ঘুরল সে, বিশাল মেঝে ধরে হাঁটছে, ওদের পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে ওয়্যারহাউসের ভেতর।

ইস্পাতের একপ্রস্থ সিঁড়ি ধরে ওপরে ওঠার সময় ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবার তাকাল রানা। সব মিলিয়ে পনেরোজন ওরা। কয়েকজন টেবিলে বসে তাস পিটছে। বাকি সবাই সতর্ক পাহারায়। সিঁড়িতে রানাকে অনুসরণ করছে দু'জন। সবার কাছেই অস্ত্র আছে, তবে হাতে নয়—হোলস্টারে।

সিঁড়ির মাথায় উঠে একটা দরজা খুলল কর্নেল। তার পিছু নিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা। ঘাম আর তামাকের কটু গন্ধ ধাক্কা মারল নাকে। মেঝের মাঝখানে একটা টেবিল, সিলিং থেকে নগ্ন একটা বালব ঝুলছে। টেবিলে আরও চারজন লোক, তাস খেলছে। দু'জনকে শ্বেতাঙ্গ বলে চেনা গেল, বাকি দু'জন চীনা। চেহারাই বলে দেয়, এরা খুনী। দাঁড়িয়ে পড়েছে কর্নেল হিথ, তাস খেলা দেখছে। প্লেয়াররা খেলা থামাচ্ছে না বা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াচ্ছে না। অকস্মাৎ টেবিলের একটা পায়ায় পা বাধিয়ে টান দিল হিথ। টেবিলটা উল্টে পড়ল। বোতল আর গ্লাস ঝন ঝন শব্দে চুরমার হলো। তারপর জমাট নিস্তব্ধতা নেমে এল। শ্বেতাঙ্গদের একজন পর্তুগীজ ভাষায় কিছু একটা বলল। তার গালে ঠাস করে চড় মারল হিথ। 'হোর্তা, শেষবারের মত নিষেধ করছি—আমার সামনে কখনও অভিশাপ দেবে না!' কর্নেলের দিকে কটমট করে কয়েক

সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল হোর্তা, তারপর ক্ষীণ একটু হাসল, হিথকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল আরেক দিকে—জ্যাকেটের সবগুলো বোতাম খোলা, ভেতরে হোলস্টারে ভরা পিস্তল দেখা যাচ্ছে।

'হোর্তা ফার্নান্দেজ,' রানাকে বলল হিথ। 'মাত্র বাহান্নজনকে খুন করেছে। একটু বেয়াড়া, তবে এমনি বেয়াড়াদেরকেই আমার দরকার।'

'আমার দরকার লিমাকে,' ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা। 'কোথায় সে?'

'এত ব্যস্ততা কিসের?' হাসল হিথ। 'আমার ইচ্ছে ছিল তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করা। প্রসঙ্গক্রমে বলছি, আমি জানতাম রেড ড্রাগনকে ধরার জন্যে ঢাকা থেকে একজন আসছে। কিন্তু সে যে প্রবাদপুরুষ মাসুদ রানা, এটা জানা ছিল না। তোমাকে আমরা চিনতেও পারিনি—ধোঁকা দিয়েছে তোমার ওই গোঁফ, লম্বা জুলফি, হেয়ার-স্টাইল আর চোখের লেন্স।'

রানা কথা বলছে না।

'চোর ধরতে এসে নিজেই ধরা পড়ে গেলে, হ্যাঁ?' গলা ছেড়ে হেসে উঠল কর্নেল। 'আসলে এই-ই হয়, বড় দাঁও মারার সুযোগ পেলে কেউ আমরা লোভ সামলাতে পারি না। কি জানো, রানা, তুমি একটা বোকামি করে ফেলেছ। লিমার সঙ্গে পরিচয় হবার পর প্রথমেই যদি তাকে নিয়ে সোজা আমার কাছে চলে আসতে, ট্রেজার হান্টে একসঙ্গে বেরুতে পারতাম আমরা, যা পেতাম দু'জন ভাগাভাগি করে নিতাম। কিন্তু এখন আর সে সুযোগ নেই।'

রানা কিছু বলছে না।

'তোমাকে বলতে আপত্তি নেই। আমি কিন্তু অভিযানের সমস্ত আয়োজন করে ফেলেছি। লঞ্চ তৈরি, তাতে রসদ তোলা হয়েছে, ক্রু বাছাইও শেষ। আমি আসলে বর্ন অ্যাডভেঞ্চারার, বুঝলে। বিপদসঙ্কুল অভিযানের গন্ধ পেলে আমার শিরায় শিরায় ছুটতে শুরু করে রক্ত। সে যাক, বাকি শুধু পুরোহিত নগুয়েন গুনোর

লঞ্চটা ঠিক কোথায় ডুবেছে সেটা জানা। তবে, আগেই খবর পেয়েছি, কাস কং আর শ্রী-ওমবেল, এই দুই জায়গার মাঝখানে একটা লেগুনে নাকি ডুবেছে ওটা। সত্যি নাকি?

'লিমার সঙ্গে কথা বলতে দাও আমাকে,' বলল রানা। 'সে জানে।'

'তোমাকে একটা আশ্বাস দিয়ে রাখি,' বলল হিথ। 'তোমরা আমাকে সাহায্য করছ, অবশ্যই তার প্রতিদান পাবে। আমরা যখন লঞ্চ নিয়ে রওনা হব, ওটায় তোমরাও থাকবে। ঠিক আছে? পনেরোশো মাইল পাড়ি দিতে হবে, কাজেই পথে জেলেদের অনেক নৌকা পাওয়া যাবে। ওগুলোরই কোন একটায় নামিয়ে দেব তোমাদের। একটাই শর্ত, ভুলেও তোমরা ম্যাকাওয়ে ফিরে আসতে পারবে না। ঠিক আছে?'

'আমাকে আগে লিমার সঙ্গে কথা বলতে দাও,' বলল রানা। 'তারও হয়তো কিছু বলার আছে।'

'তুমি রাজি হলে তার আপত্তি শুনছে কে!' হঠাৎ নোংরা হাসি ফুটল হিথের মুখে। 'তোমার রুচির তারিফ করতে হয়, রানা। মালটা কিন্তু সত্যি ভাল, মাইরি বলছি, একেবারে ফার্স্ট ক্লাস!'

'হিথ, মুখ সামলে কথা বলো!' চাপা গলায় গর্জে উঠল রানা।

'আরে, রাগ করছ কেন! তোমার বরং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত। জানো, কেন? আমার পোষা লোকজন চেয়েছিল ওদের হাতে তুলে দিই লিমাকে। কাপড়চোপড় খুলে লিমার ঘরে লাইন দেয়ার ইচ্ছে ছিল ওদের। বলছিল, ওদের লাইন দেখেই নাকি গড়গড় করে সব বলে ফেলবে মেয়েটা। কিন্তু আমি চাইনি তোমার ভোগে কেউ মুখ লাগাক।'

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছে রানা। শুধু বলল, 'তোমার এই বকবকানি কতক্ষণ চলবে?'

'হোর্তা আর পিয়াও, এসো আমার সঙ্গে,' বলল কর্নেল। 'বাকি তোমরা মেঝের আবর্জনা সাফ করো।' পকেট থেকে চাবি বের করে একটা ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সে। তার পিছু নিয়ে

রানাও ঢুকল। পিয়াও আর হোর্তা ওর ঠিক পিছনেই রয়েছে।'

ওরা অন্ধকার একটা ঘরে ঢুকেছে। হিথ সুইচ অন করতে চোখ মিটমিট করল সবাই। দূরে, এক কোণে, ক্যাম্প-বেডে শুয়ে রয়েছে লিমা। ধীরে ধীরে উঠে বসল, চোখে কেমন একটা ঘোর লাগা ভাব। চীনা মেয়েরা যেমন পরে, ওরা তাকে শর্ট ট্রাউজার আর স্মক পরতে দিয়েছে। হাত দিয়ে কপালের চুল সরাবার জন্যে একটা হাত তুলল লিমা, চওড়া ও ঢোলা আস্তিন সরে গেল বাহুর ওপর দিকে, গোলাপী রঙের আঁচড়ের দাগ দেখতে পেল রানা।

কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল ও। ওকে চিনতে একটু সময় নিল মেয়েটা। তারপর আনন্দে নিঃশব্দে হেসে উঠল চোখ জোড়া, বিছানা থেকে নেমে ছুটে এল, ঢুকে পড়ল রানার বাড়ানো দুই বাহুর ভেতর।

'তোমাদের পুনর্মিলন সত্যিই দর্শনীয়,' হেসে উঠে বলল হিথ। 'এমন আবেগ সাধারণত দেখা যায় না। কিন্তু বাধা দিতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। ভালবাসাবাসি পরে হবে, আগে কাজের কথা হোক।'

ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা, পিছিয়ে গেল কয়েক পা। হিথের সরাসরি সামনে দাঁড়াল, পিছনে লিমা। সময় নিয়ে পাইপে আগুন ধরাল হিথ। তারপর একটা চেয়ারে বসল। সিলিঙের দিকে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'মিস লিমা, রানাকে দেখে তুমি একটুও অবাক হওনি। ব্যাপারটা অদ্ভুত না?' লিমা কিছু বলতে যাবে, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল। 'না, বাধা দিয়ো না। সময় কম, কাজেই রানা কিভাবে এখানে এসেছে তা ব্যাখ্যা করছি না। শুধু এটুকু জেনে রাখো, এখনও তুমি যদি সোনার হদিশ আমাকে না জানাও, ওকে ভুগতে হবে।' ইঙ্গিতে হোর্তাকে দেখাল। হোর্তা দরজার গায়ে হেলান দিয়ে ছুরির ডগা দিয়ে নখের ময়লা বের করছে। 'কল্পনা করো, হোর্তা ওই ছুরি দিয়ে রানার চোখ তুলছে। তার আগে রানাকে বিছানার সঙ্গে বেঁধে নেবে ও।'

আতঙ্কে নীল হয়ে গেল লিমার চেহারা, মুখের কাছে হাত

তুলে বিড়বিড় করল, 'না, প্লীজ, না! আপনি ওঁকে ছেড়ে দিন...'

রানা সিদ্ধান্ত নিল, অ্যাকশন শুরু করার এটাই আদর্শ সময়। লিমার দিকে ঘুরল সে, ঠাস করে চড় মারল ওর গালে। 'কর্নেল যা জানতে চায়, বলে ফেলো! তুমি কি চাও তোমার বোকামির জন্যে আমি খুন হয়ে যাই?' চিৎকারের ধরনটা এমনই, রানা যেন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

হিথের সকৌতুক হাসি শুনতে পেল রানা। একজোড়া হাত অনুভব করল গায়ে। লিমার কাছ থেকে টেনে সরিয়ে নিল ওকে, তারপর ঠেলে দিল এক ধারে। রানা ইচ্ছে করেই ভারসাম্য হারাল, ছিটকে পড়ল বিছানার ওপর। হোর্তা এগিয়ে এল ওর দিকে, হাতে ছুরি, ঠোঁটে শয়তানি হাসি। বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে রানা, মাথা থেকে খসে পড়তে যাচ্ছে দেখে খপ করে ধরে ফেলল হ্যাটটা। পরমুহূর্তে ভোজবাজির মত দু'হাতে বেরিয়ে এল দুটো অস্ত্র। হোর্তার ব্রেস্টপকেটে ডান হাতের ল্যুগার তাক করল, ট্রিগারে টান দিল দু'বার। মেঝেতে পড়ার আগেই মারা গেল সে।

চীনা পিয়াং জ্যাকেটের ভেতর হাত ভরে অটোমেটিক বের করল। সিধে হতে শুরু করে বাম হাতে ধরা বেরেটার ট্রিগার টেনে দিল রানা। দুটো বুলেটই পিয়াঙের পেটে ঢুকল। ইতিমধ্যে দরজা খুলে ফেলেছে কর্নেল, ল্যুগারের আরও দুটো বুলেট পিছু ধাওয়া করলেও তার নাগাল পেয়েছে বলে মনে হলো না। সেদিকে লাফ দিল রানা, কবাট বন্ধ করে বোল্ট লাগাল, ফিরল লিমার দিকে।

পিয়াং মেঝেতে পড়ে পেট চেপে ধরে মোচড় খাচ্ছে, তার অটোমেটিকটা তুলে পকেটে ভরল রানা, একটা চেয়ার তুলে ছুটল জানালার দিকে। খক খক করে কাশছে পিয়াং, রক্তবমি করছে, সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে রানার পাশে চলে এল লিমা। 'তুমি পুরোপুরি সুস্থ তো?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ওরা তোমার গায়ে হাত তুলেছে?'

মাথা নাড়ল লিমা। 'তবে বলাবলি করছিল, আগামীকাল

ওদের হাতে আমাকে তুলে দেয়া হবে।'

লিমাকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে বারবার আঘাত করে জানালার গায়ে চেয়ারটা ভাঙল রানা। সমস্ত কাঁচ চুরমার হয়ে গেল, জানালা বলে কিছু থাকল না। উঁকি দিয়ে নিচে তাকিয়ে হতাশ হতে হলো। তিনতলা সমান ওপরে রয়েছে ওরা, নিচে নিরাপদে নামতে হলে ডানা দরকার হবে। মুখ তুলে ওপর দিকে তাকাল রানা। ওদিকে দরজা ভাঙার কাজ শুরু হয়ে গেছে। এখুনি এই ঘর ছেড়ে পালাতে হবে। বাঁচার চেষ্টা করা যেতে পারে যদি ছাদে ওঠা যায়।

ছাদটা সমতল, তবে কিনারা সামান্য ঢালু হয়ে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্যে লাগানো একটা টুয়ার সঙ্গে মিশেছে, দেখে মনে হলো টিনের তৈরি। ওদের ভার সইতে পারবে কিনা বলা কঠিন, তবে ঝুঁকিটা এখন আর না নিয়ে উপায় নেই। বেরেটাটা লিমার হাতে ধরিয়ে দিল রানা, বলল, টিনের ওই নালা টিকে গেলে ছাদে উঠতে পারব আমরা। আমি যদি নিচে পড়ে যাই, হয় আমার পিছু নিয়ে লাফ দিয়ো, আর নইলে কপালে অস্ত্র ঠেকিয়ে ট্রিগার টেনে দিয়ো।' রানার একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিল লিমা।

জানালার কার্নিসে উঠে টুয়া ধরে ঝুলে পড়ল রানা। ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল টিন, ঝুলে পড়ল বেশ কিছুটা, তবে খুলে আসছে না। দু'সেকেন্ড ঝুলে থাকল রানা, তারপর জানালার চৌকাঠে পা বাধিয়ে লাফ দিল ওপর দিকে। এক ঝাঁকিতেই উঠে পড়ল ছাদে, লম্বা হয়ে শুয়ে আছে ও। হাত দুটো নিচে নামিয়ে চিৎকার করল, 'ধরো, লিমা! জলদি!'

অকস্মাৎ ঘরের দরজা বিস্ফোরিত হলো। পরমুহূর্তে পুরো একটা ম্যাগাজিন খালি হবার বিরতিহীন শব্দ। ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। যার জন্যে এত ঝুঁকি নেয়া, তার লাশ ফেলে পালাতে হবে এখন ওকে। ঘরের ভেতর থেকে গোঙানি, চিৎকার, ছুটোছুটি, গালিগালাচের শব্দ ভেসে আসছে। চাঁপা কলার মত সরু আঙুল দেখতে পেল রানা, জানালার চৌকাঠ ধরে কার্নিসে কেউ

উঠে দাঁড়াচ্ছে। নিজের হাত আরও নিচু করে দিল ও। এতক্ষণে লিমার মুখটা দেখা গেল জানালার বাইরে, চৌকাঠ ছেড়ে রানার বাড়ানো হাতটা ধরে ফেলল। প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টানে তাকে নিজের বুকের ওপর তুলে আনল রানা। ভরাট স্বাস্থ্য লিমার, অথচ পালকের মত হালকা লাগল। বেরেটাটা রানার হাতে গুঁজে দিল সে, বলল, 'এটা যদি আপনি আমাকে না দিতেন, ওই ঘরেই লাশ হয়ে পড়ে থাকতাম। ভয় হচ্ছে সবগুলো বুলেটই বোধহয় খরচ করে ফেলেছি।'

'লক্ষ্মী মেয়ে,' বলল রানা। 'আশা করি প্রত্যেকটা বুলেটই যার যার দায়িত্ব পালন করেছে।'

নিচের ঘর থেকে এখন শুধু যন্ত্রণাকাতর আওয়াজ ভেসে আসছে। গড়িয়ে সমতল ছাদে চলে এল ওরা, লিমার হাত ধরে সিধে হলো রানা। 'ওরাও উঠে আসবে, যে-ক'জন বেঁচে আছে। এসো।' ছাদ ধরে ছুটল ওরা। মাত্র কয়েক পা এগিয়েছে, পিছন থেকে একটা চিৎকার শোনা গেল। ঘাড় ফেরাতেই ম্যাট হিথ আর তার তিন সঙ্গীকে দেখতে পেল রানা, বিশ গজ দূরের একটা ট্র্যাপ-ডোর থেকে বেরিয়ে আসছে। ওদিকে একটা গুলি পাঠিয়ে দিয়ে লিমার হাত ধরে আবার ছুটল ও। চাঁদের আলো সাহায্য করছে ওদের। ওয়্যারহাউসগুলো গায়ে-গায়ে লাগানো, তবে সবগুলো নয়; ছাদ বদল করার জন্যে মাঝে-মধ্যে লাফ দিতে হচ্ছে। মিনিট পাঁচেক ছোটার পর নিচু একটা ছাদ পেল ওরা, সেটা ধরে দশ গজ এগোতে পাওয়া গেল একটা রাস্তা, নিচে সারি সারি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাকে রশি দিয়ে বাঁধা ও তেরপল দিয়ে ঢাকা মাল, তার ওপর পড়ল ওরা। সেখান থেকে রাস্তায়। কুকুরগুলো পিছু ছাড়েনি। লাফিয়ে ট্রাকে পড়তে দেরি করায় নিজের লোকজনকে গালিগালাজ করছে কর্নেল হিথ।

'ওদের সঙ্গে দৌড়ে আমরা পারব না,' ছুটতে ছুটতে বলল রানা। 'তুমি তো ভালই সাঁতার জানো, চলো সাগরে ঝাঁপ দিই।'

'ঠিক আছে।'

খটকা লাগল রানার। ও কি শুনতে ভুল করল? লিমার জবাবে চাপা হাসির প্রলেপ আছে বলে মনে হলো। জ্যাকেট খুলে হাতে নিল রানা, অস্ত্রগুলো ভরল ট্রাউজারের পকেটে। একটা বাঁক ঘুরতেই সামনে পড়ল জোছনা মাখা সাগর, পারদের মত টলটল করছে পানি। দু'জনে একসঙ্গে লাফ দিল ওরা, রানার একটা হাত শক্ত করে ধরে আছে লিমা। ডুব সাঁতার দিয়ে সরে যাচ্ছে তীর থেকে যত দূরে সম্ভব।

এক সঙ্গেই পানির ওপর মাথা তুলল ওরা, 'সিকি মাইল সাঁতরাতে হবে, পারবে তো?' জিজ্ঞেস করল রানা। রানার একটা হাত এখনও ছাড়েনি লিমা। দ্রুত সাঁতার কেটে তীর থেকে আরও দূরে সরে আসছে দু'জন।

'পারব!'

এবার কোন সন্দেহ নেই। 'তুমি হাসছ কেন?'

'ব্যাখ্যা করা কঠিন,' বলল লিমা। 'হোপ এগেইনস্ট হোপ বলে একটা কথা আছে, জানেন তো? আমার বেলায় সেটাই সত্যি হয়ে গেছে দেখে হাসি চেপে রাখতে পারছি না।'

'কিছুই বুঝলাম না।'

'আমার মন যুক্তি-টুক্তি মানতে চায়নি,' বলল লিমা। 'বলছিল, আপনি আমাকে উদ্ধার করতে আসবেন। আশ্চর্য, সত্যি এলেন!'

পানি গরম না হলেও, ঠাণ্ডা নয়। চাঁদটা মেঘের আড়ালে চলে যাওয়ায় সাগর অন্ধকার। পানিতে ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই। ইতিমধ্যে রানার হাত ছেড়ে দিয়েছে লিমা। তবে পরস্পরের পাশেই থাকছে ওরা, শান্ত অনায়াস ভঙ্গিতে সাঁতার কাটছে।

কিছুক্ষণ পর এক ঝাঁক সাম্পান দেখতে পেল ওরা। ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে। হারবারের উত্তর দিক এটা। বোট আর সাম্পানের ফাঁক গলে চলে এল পাথরের সিঁড়ির কাছে। পানি থেকে উঠে একটা ধাপে বসে রানা জিজ্ঞেস করল, 'হাঁপিয়ে গেছ?'

'নাহ্,' কপাল থেকে ভিজে চুল সরিয়ে বলল লিমা। 'এখন কি হবে? কোথায় যাব আমরা?'

'আগে দেখি ম্যাপের কি অবস্থা,' জ্যাকেটের পকেট থেকে নোটবুকটা বের করল রানা। সিঁড়ির মাথায় উঠে লাইটপোস্টের নিচে দাঁড়াল। নোটবুক খুলে মিসেস পাটনায়েকের আঁকা ম্যাপটা পরীক্ষা করল। তারপর 'এসো' বলেই হাঁটা ধরল।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'একটা সেফ হাউসে,' বলল রানা। 'ওখানে বসে প্ল্যান করতে হবে।'

'কিভাবে আমরা ম্যাকাও থেকে পালাতে পারি, এই প্ল্যান?'

'না,' বলল রানা। 'এক ঢিলে দুই পাখি মারার প্ল্যান। তোমাকে তো আগেই বলেছি, রেড ড্রাগনকে ধরার জন্যে ম্যাকাওয়ে এসেছি আমি। আর তুমি আমাকে বলেছ, কম্বোডিয়ান প্যাগোডার সোনা ও পাথর উদ্ধার করাই তোমার উদ্দেশ্য।'

'হ্যাঁ।'

'রেড ড্রাগন যে কর্নেল ম্যাক হিথ, একথা তুমি এখন জানো। ম্যাকাওয়ে তাকে কাবু করা সম্ভব নয়। তাকে শ্রী-ওমবেল আর কাস কং, এই দুই জায়গার মাঝখানে, জলাভূমিতে টেনে আনতে হবে। ওইখানে ফাঁদে ফেলব আমরা তাকে, সেই সঙ্গে উদ্ধার করব সোনা ভরা লঞ্চটাও।'

'কিন্তু লোকটা আমাকে বলেছে, কম্বোডিয়াকে নিজের হাতের তালুর মতই চেনে সে। ওখানে নাকি তার পরিচিত লোকজনও আছে। আমরা তার সঙ্গে পারব?'

'আমার ওপর ভরসা রাখো, লিমা।'

'সরি।'

'না, ঠিক আছে। না পারার কিছু নেই, লিমা। আমরা প্রস্তুতি নিয়েই রওনা হব।'

বেলা ঠিক এগারোটার সময় ফোন করলেন মিসেস পাটনায়েক। রানার সাড়া পেয়ে বিড়বিড় করে ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। 'মেয়েটা? লিমা? তাকে তুমি উদ্ধার...'

'লিমা আমার সঙ্গেই রয়েছে,' বলল রানা। 'আপনি গভর্নর হাউসে, তাই না?'

'হ্যাঁ। শ্যাং হো তোমাদের খাতির যত্ন করছে তো?' জিজ্ঞেস করলেন সুচেতা। 'কিভাবে পৌঁছালে ওখানে, কেউ পিছু নেয়নি তো?'

'ট্যাক্সি নিয়ে এসেছি, তবে শেষ দু'মাইল হেঁটে,' বলল রানা। 'পৌঁছুতে ভোর হয়ে গেলেও, পথে কোন লোকজন দেখিনি।'

'দেখবে কোত্থেকে, লোকজন থাকলে তো।'

'শুনুন, সুচেতা,' বলল রানা। 'আমার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর চিন্তা-ভাবনা করে দেবেন। তার আগে বলুন, আপনি একা তো?'

'একা। ঘরের দরজা বন্ধ।'

'জেমস হার্ডি। তাকে আপনি কতটুকু বিশ্বাস করেন?'

অপরপ্রান্তে দীর্ঘ আধ মিনিট চুপ করে আছেন সুচেতা।

'ধরুন, আপনি তার কাছে বিশ লাখ টাকা জমা রাখলেন। বিশ্বাস হয় যে টাকাটা চাইলে ফেরত পাবেন?' আবার প্রশ্ন করল রানা।

'বিশ লাখ হলে পাব,' বললেন সুচেতা। 'টাকার অঙ্ক যদি বিশ কোটি হয়, জানি না ফেরত পাব কিনা। এ প্রশ্ন কেন করছ তুমি?'

'জেমস হার্ডির সাহায্য দরকার আমার। যদি জানে আমি আর লিমা কোথায় আছি, সে কি রেড ড্রাগনকে ঠিকানাটা জানিয়ে দেবে, বিশ লাখ টাকা পুরস্কারের লোভে?'

'না, তা বোধহয় দেবে না। এ-ব্যাপারে হানড্রেড পার্সেন্ট না হলেও, সেভেনটি বা সেভেনটি-ফাইভ পার্সেন্ট গ্যারান্টি দেয়া যায়।'

'মার্ক হেগেন আর কার্ল ডয়েসকে?'

'মার্ক হেগেনকে তুমি হানড্রেড পার্সেন্ট বিশ্বাস করতে পারো,' বললেন সুচেতা। 'লোকটা আমার প্রতি নানা কারণে কৃতজ্ঞ। তবে কার্ল ডয়েস সম্পর্কে কি বলব বুঝতে পারছি না। অত্যন্ত রগচটা লোক। কারও সঙ্গেই তার বনিবনা হয় না। আমার প্রতি

কোনভাবে কৃতজ্ঞ বা ঋণীও নয়। আমি শুধু একটা প্লাস পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি। তা হলো—ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডকে অসম্ভব ঘৃণা করে সে। ম্যাট হিথই রেড ড্রাগন, আর রেড ড্রাগনকে তুমি শায়েস্তা করতে চাও, এ-কথা শুনলে তোমার যে-কোন শর্ত মেনে নেবে সে।'

'তার গুণ সম্পর্কে বলুন, যদি জানেন। কিসে সে এক্সপার্ট?'

'সুযোগ পেলে বক্সার হিসেবে আরও অনেক নাম করতে পারত,' বললেন সুচেতা। 'শিকারের নেশা আছে বলে জানি। শূটিং কম্পিটিশনে মেডেল পেয়েছে দু'বার।'

'সাঁতার জানে?'

'বলতে পারছি না।'

'ঠিক আছে। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করার উপায় কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওদের ফোন নম্বর আছে আমার কাছে। দেব?'

'এখুনি নয়। প্রথমে আপনি যোগাযোগ করুন। বলবেন, আমি আপনার সঙ্গে গভর্নর হাউসেই আছি। এ-ও জানাবেন যে ম্যাট হিথই রেড ড্রাগন, আর তাকে শায়েস্তা করার জন্যে ওদের সাহায্য আমার দরকার।'

অপরপ্রান্তে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সুচেতা বললেন, 'ঠিক আছে। বুঝতে পারছি।'

'প্রথমে জেমস হার্ডিকে ফোন করবেন। সব কথা জানিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে আধ ঘণ্টা সময় দেবেন। তারপর দেখুন কি ঘটে। যদি খারাপ কিছু ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন আমাকে।'

'ওরা যদি বেঈমানী করে, গ্রীন ব্রিগেড তোমার খোঁজে গভর্নর হাউসে ঢুকে তল্লাশী চালাবে।'

'ঠিক তাই,' বলল রানা। 'সেরকম কিছু না ঘটলে ওদেরকে এখনকার চেয়ে আরও একটু বেশি বিশ্বাস করা যাবে। একজনের সময়সীমা পার হলে দ্বিতীয়জনকে ফোন করবেন। আরও আধ ঘণ্টা পর তৃতীয়জনকে। একজনের কথা আরেকজনকে বলবেন

না।'

'যে যার নির্দিষ্ট সময়ে ওরা যখন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে, কি বলব আমি?' জিজ্ঞেস করলেন সুচেতা।

'ফোন নম্বর দিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলবেন। একটাই শর্ত, প্রি-পেইড মোবাইল ফোন থেকে যোগাযোগ করতে হবে। ভাল কথা, আপনার মোবাইলের নম্বরটাও আমাকে দিয়ে রাখুন।'

বারোটা দশে জেমস হার্ডির ফোন এল।

ওর কি দরকার সেটা ব্যাখ্যা করল রানা। ম্যাকাও থেকে বেরিয়ে যাবার সেফ প্যাসেজ-এর ব্যবস্থা করে দেবে হার্ডি। ওর সঙ্গে আরও তিন-চারজন থাকবে। সবচেয়ে ভাল হয় হার্ডি যদি তার জাহাজে ওদেরকে তুলে নিতে পারে। বারোশো থেকে পনেরোশো মাইলের দীর্ঘ জার্নি। জার্নির শেষ প্রান্তে, সেটা ভিয়েৎনামের কোন বন্দরে হলেই ভাল হয়, ওর একটা লঞ্চ দরকার, হোল্ডে এক হাজার মণ কার্গো ধরার ব্যবস্থা থাকা চাই। আর চাই রাইফেল, রিভলভার, শটগান, গ্রেনেড, লিমপেট মাইন, ফ্লেয়ার, জেলিগনাইট, রশি, চটের বস্তা ইত্যাদি। কোনটা কি ধরনের, তাও ব্যাখ্যা করল ও। অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সার্ভিস নগদ টাকার বিনিময়ে গ্রহণ করবে ও। নগদ টাকা মানে মাস্টার কার্ড। অঙ্কটা হার্ডিই বলুক।

কৌতূহলী হার্ডি একের পর এক প্রশ্ন করেই যাচ্ছিল, তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'হ্যাঁ, জানি, অনেক গুজবই তোমার কানে আসছে। তবে বুদ্ধিমানের কাজ হবে ও-সবে কান না দেয়া। আরেকটা কথা, যতটুকু বলব তার বেশি জানতে চেয়ো না।'

হার্ডি তখন বলল, 'তোমরা কম্বোডিয়ায় যাচ্ছ, এটা পরিষ্কার। তোমাদেরকে আমার নিয়ে যেতে আপত্তি নেই, কিন্তু ফিরবে কিভাবে? আমি যে লঞ্চের ব্যবস্থা করতে পারব সেটা দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার উপযোগী নয়। তাছাড়া, লঞ্চটা যদি খুব বড় হয়,

জলাভূমিতে ওটা কোন কাজে আসবে না।'

এই সমস্যার কথা আগে ভাবেনি রানা। 'চ্যানেলের মুখ থেকে আমরা যখন সাগরে বেরিয়ে আসব, তোমার জাহাজ আমাদেরকে তুলে নিতে পারে না?'

'পারে, যদি আমার জাহাজ ব্যাংকক থেকে হো চি মিনে আসার সময় চ্যানেলের মুখে দেখতে পায় তোমাদের।'

'লঞ্চ নিয়ে রওনা হবার পর কাজ সেরে চ্যানেলের মুখে ফিরে আসতে এই ধরো তিন দিন লাগবে আমাদের,' বলল রানা। 'এখন হিসেব কষে বলো তোমার জাহাজ কবে ও কখন চ্যানেলের মুখটাকে পাশ কাটাবে।'

'এ নিয়ে বিশদ আলোচনা পরে করলেও চলবে,' বলল হার্ডি। 'সার্ভিস ও অন্য সব জিনিসের বিনিময়ে তোমার কাছে আমি এক লাখ মার্কিন ডলার পাওনা হব। এরপর আছে বোনাস।'

রানা দর কষল না। 'এক লাখ ডলার ঠিক আছে। কিন্তু বোনাসটা আবার কি?'

'এই অভিযান থেকে যা-ই আয় হোক তোমার, আমি তার ভাগ চাইব না,' বলল হার্ডি। 'তবে সাহায্য করার একটাই শর্ত থাকবে–চ্যানেলের মুখ থেকে তোমাদেরকে আমি জাহাজে তুলে নেব শুধু যদি প্রমাণ করতে পারো রেড ড্রাগনকে খতম করতে পেরেছ।'

'চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না,' কথা দিল রানা। 'আর, যদি না পারি, চ্যানেলের মুখে থামতে হবে না তোমাকে।'

খুঁটিনাটি আরও কয়েকটা বিষয়ে আলাপ করল ওরা, তারপর যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

এরপর ফোন করল হেগেন। রেড ড্রাগন ওরফে ম্যাট হিথের ওপর এমন খেপাই খেপে আছে সে, বলল রানার সাহায্য পেলে এখুনি সুইসাইড স্কোয়াডে নাম লেখাতে তার আপত্তি নেই। তারপর সে নিজের একটা দুর্বলতার কথা স্বীকার করল, 'স্টীমার হারিয়ে আমার মাথা খারাপ হয়ে আছে, তাই মদ ছাড়া আমার

চলে না। দেখো, ফ্রেন্ড, লঞ্চে ওই জিনিস না থাকলে আমাকে পাবার কথা তোমাকে ভুলে যেতে হবে।' রানা দ্বিধায় পড়ে গেল। হেগেনকে ওর দরকার, কিন্তু একজন মাতাল হয়তো সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই করবে বেশি। বলল, 'ঠিক আছে, তবে চব্বিশ ঘণ্টায় আধ বোতল, তার বেশি নয়। রাজি?' উত্তরে সহাস্যে বলল হেগেন, 'দেখা যাচ্ছে তোমাকে ফ্রেন্ড হিসেবে গ্রহণ করায় আমি ভুল করিনি। থ্যাঙ্ক ইউ। ও, আরেকটা কথা। স্টীমার হারাবার পর আমি একটা বোট ভাড়া করে কোনও মতে ব্যবসা চালাচ্ছি। ওটা এখন ভিয়েৎনামের নামকানে আছে। পুরানো, তবে জলায় চালাবার জন্যে খুব ভাল। খুব সরু কাঠামো, লম্বায় বেশি।'

'এ-ব্যাপারে তোমাকে পরে জানাব,' বলে কানেকশন কেটে দিল রানা।

কার্ল ডয়েসের আচরণ ওদের কারও সঙ্গে একেবারেই মিলল না। গলার আওয়াজ ষাঁড়ের মত, শান্তভাবে কথা বললেও মনে হয় মেঘ ডাকছে। প্রথমেই সে জানতে চাইল, এটা যদি ট্রেজার হান্ট হয়, তার ভাগে কত পড়বে। রেড ড্রাগন ওরফে ম্যাট হিথকে মারতে পারলে কোনও পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে কিনা। তাছাড়া, বীমা থাকবে তো? সে যদি মারা যায়, বার্লিনে তার মায়ের ঠিকানায় এক লাখ ডলার পৌঁছে দেয়া হবে কিনা।

'দৈনিক পাঁচ হাজার ডলার পারিশ্রমিক পাবে,' বলল রানা। 'আশা করছি দিন পাঁচেকের মধ্যে কাজটা শেষ করতে পারব। সময় যদি আরও বেশি লাগে, পারিশ্রমিকের অঙ্ক ত্রিশ হাজার মার্কিন ডলারের বেশি বাড়বে না। রাজি থাকলে বলো, তা না হলে অন্য লোক খুঁজি।'

'কোনটা ঠিক? হাড়কেপ্পন? নাকি ভিখারি?'

'রাজি?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা।

'ইউ বাস্টার্ড!' দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিস করল ডয়েস।

বর্তমান পরিস্থিতিতে যোগ্য লোক পাওয়া প্রায় অসম্ভব, তবু রানা ডয়েসকে বাদ দেয়ারই সিদ্ধান্ত নিল। এরকম অসভ্য আর

বদরাগী লোক সমস্যা সৃষ্টি করবে। 'তোমাকে আমার দরকার নেই...'

'আমার আছে,' হেঁড়ে গলায় বলল ডয়েস, রানার কথা তাকে যেন স্পর্শই করেনি। 'গালিটা যদি হজম করতে না পার, তুমিও বার দুয়েক আমাকে বাস্টার্ড বলে নাও, শোধবোধ হয়ে যাক। কি, নেবে না বলে ভাবছ?' হেসে উঠল সে। 'তাহলে তো আরও ভাল–তোমরা সামনে থাকবে, তোমাদের পিছনে থাকবে রেড ড্রাগন, আর রেড ড্রাগনের পিছনে থাকব আমরা।'

'আমরা মানে?'

'আমাকে তুমি ছোট করে দেখছ, রানা,' হঠাৎ সিরিয়াস মনে হলো ডয়েসকে। 'একবার যখন জানতে পেরেছি ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড আর গ্রীন ব্রিগেড একই জিনিস, ম্যাট হিথই রেড ড্রাগন, তখন আর আমাকে ঠেকায় কে! আমাকে ভিখারি ভেবো না, একটা অভিযানের আয়োজন করার মত ফান্ড আমি ঠিকই চব্বিশ ঘণ্টার নোটিসে যোগাড় করে ফেলব। ভেবো না আমি তোমাকে হুমকি দিচ্ছি। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার কাঁধে বন্দুক রেখেই রেড ড্রাগনকে শিকার করতে চাই আমি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে কেউ আমাকে ঠকিয়ে পার পেয়ে যাবে।'

'কেউ তোমাকে ঠকাচ্ছে না,' বলল রানা, ভাবছে মার্ক ডয়েস বিচিত্র একটা চরিত্র। কিছু কিছু লোকের অদ্ভুত প্রবণতা হলো, নিজের সম্পর্কে মানুষকে খারাপ ধারণা দিয়ে বেড়ানো, আসলে কিন্তু তারা ঠিক বিপরীত চরিত্রের লোক। ডয়েস হয়তো তাদের দলেই পড়ে। ওর এই বিশ্লেষণ ভুলও হতে পারে, তবে ডয়েসকে বাদ না দেয়ার পক্ষেই সায় দিচ্ছে ওর মন। 'শোনো, ডয়েস, এই অভিযান ট্রেজার হান্ট নয়। লঞ্চটা আমরা যদি তুলতে পারি, সোনা আর পাথর যেখান থেকে এসেছে সেখানেই ফেরত যাবে।'

'যতক্ষণ না এই বিরল ঘটনাটা ঘটছে ততক্ষণ আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে রাজি নই,' বলল ডয়েস। 'হুঁহ্, কলিযুগে নিজেকে উনি যুধিষ্ঠির বলে দাবি করছেন!'

লোকটার কথা এত স্পষ্ট আর চাঁছাছোলা, গা জ্বালা করে ওঠে। 'তুমি তাহলে দৈনিক পাঁচ হাজার ডলারে রাজি নও?' শেষবারের মত জানতে চাইল রানা।

'আমাকে চিনতে পেরেছ, তাই ভয় পাচ্ছ,' বলল ডয়েস। 'কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমাকে আমি শেষ পর্যন্ত দেখতে চাই। আমি রাজি।'

খুঁটিনাটি বিষয়ে আরও কিছুক্ষণ কথা বলল ওরা। রানার মনে খুঁতখুঁতে একটা ভাব থেকেই গেল। ডয়েসকে সঙ্গে নিয়ে সে ভুল করছে না তো?

পাঁচ

প্ল্যানটা চূড়ান্ত করতে চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেল। হার্ডিকে জানিয়ে দিল রানা, তাকে লঞ্চ যোগাড় করতে হবে না। নামকান বন্দরের কাছাকাছি জেলেদের একটা গ্রামে একজনের পঁয়তাল্লিশ ফুট লম্বা একটা বোট পড়ে আছে, সেটাই ব্যবহার করবে ওরা। শুনে হার্ডির কোন প্রতিক্রিয়া হলো কিনা বোঝা গেল না। রানা তার বোঝা আরও খানিক কমিয়ে দিল—মার্ক হেগেন ও কার্ল ডয়েস তার জাহাজে উঠবে না, ওরা ভিয়েৎনামে পৌঁছাবে প্লেনে। তবে তার কাঁধে নতুন একটা দায়িত্ব চাপাল। লিমাকে নিয়ে রানা জাহাজ থেকে নেমে যাবার এক ঘণ্টা পর হেগেনের ভাড়া করা বাংলোয় অস্ত্র ও বিস্ফোরক পৌঁছে দিতে হবে তাকে। অতিরিক্ত অস্ত্র হিসেবে তিনটে থম্পসন সাব-মেশিনগানও চাইল।

ঠিক হলো, নিজের বাংলোয় সবার আগে পৌঁছাবে হেগেন। লঞ্চের কোন মেরামতি লাগলে সেরে রাখবে সে, ট্যাঙ্কগুলোতে

ডিজেলও ভরে রাখতে হবে।

বাংলোর ঠিকানা দিয়ে কার্ল ডয়েসকে বলা হলো, তিন দিন পর ওখানে তাকে দেখতে চায় রানা। প্লেনের টিকেট সহ আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ আপাতত নিজের পকেট থেকেই সারতে হবে, পরে পরিশোধ করবে রানা।

মিসেস পাটনায়েকের গ্রামের বাড়ি থেকে হার্ডিই তুলে নিল রানা ও লিমাকে। একটা লন্ড্রি-ভ্যান নিয়ে এল সে, কাপড়চোপড়ে ঠাসা। তারই ভেতর গুটিসুটি মেরে বসে থাকল ওরা দু'জন। হার্ডি বুদ্ধি করে ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের পরিচালিত একটা লন্ড্রি কোম্পানির ছাপমারা ভ্যান সংগ্রহ করেছে, ফলে রাস্তায় টহলরত গ্রীন ব্রিগেডের সদস্যরা সার্চ করার জন্যে কোথাও ওটা থামাল না।

জাহাজে ওদের লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থা করল হার্ডি। কোন ঘটনা ছাড়াই নামকান বন্দরে ভিড়ল জাহাজ। একটা বোট নিয়ে তীরে পৌঁছাল রানা ও লিমা, তাৎক্ষণিক ট্যুরিস্ট ভিসা পাবার জন্যে কাস্টমস আর ইমিগ্রেশন শেডে লাইন দিতে হলো। ঝামেলা মিটতে একটা ট্যাক্সি নিল ওরা, শহরকে পাশ কাটিয়ে চলে এল জেলেদের গ্রামে।

ট্যাক্সি থামল দেয়াল ঘেরা একটা চত্বরের মাঝখানে। ড্রাইভারকে বিদায় করে দিয়ে চারদিকে চোখ বুলাল রানা। বাংলোটা দোতলা, সামনে ছোট্ট বাগান। গাছপালার আড়ালে কোথাও ছিল, ভিয়েৎনামী দুই কিশোর ছুটে এসে মাথায় তুলে নিল ওদের লাগেজ। সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ টপকে বাংলোয় ঢুকল ওরা। দোতলায় উঠে লিমা বেরুল পিছনদিকের ঝুল-বারান্দায়। কিশোর দু'জনকে ডেকে রানা বলল, 'আমরা লঞ্চে যাচ্ছি, হার্ডি আর ডয়েস নামে কেউ এলে ওদেরকে ওখানেই পাঠিয়ে দিয়ো।' তারপর ঝুল-বারান্দায়, লিমার পাশে এসে দাঁড়াল।

নাক বরাবর সামনে গাঢ় নীল চীন সাগর। বাংলোটা একটা ছোট পাহাড়ের মাথায়। ঝুল-বারান্দার একশো ফুট নিচে চিমনি আকৃতির খুদে ইনলেট, পানি এত স্বচ্ছ যে থোকা থোকা ফুলের

মত প্রবালের মাঝখানে ঝাঁক-ঝাঁক মাছ দেখা যাচ্ছে। ইনলেটটাকে ঘিরে রেখেছে সবুজ গাছপালা। পাথুরে একটা জেটির শেষ মাথায় স্থির হয়ে আছে বোটটা। তবে চেহারা দেখে একটু হতাশই হলো রানা। এতবেশি পুরানো আর রঙচটা হবে বলে ভাবেনি ও। বোটের আশপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। 'হেগেন সম্ভবত বোটের ভেতর কাজ করছে,' লিমাকে বলল রানা। 'চলো, বোট আর বোটের মালিকের সঙ্গে পরিচিত হই।'

পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে আঁকাবাঁকা পাথুরে ধাপ, ওগুলো বেয়ে নিচে নামতে হলো। জেটি ধরে এগোল রানা, পিছনে লিমা। বোটের কাছাকাছি আসতেই লোহা পেটানোর আওয়াজ ঢুকল কানে। মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা। ডেকে উঠল রানা, লিমাকে উঠতে সাহায্য করল। হুইলহাউসে ঢোকার পর হতাশ ভাব খানিকটা দূর হলো মন থেকে। বাইরে থেকে দেখে যাই মনে হোক, ভেতরটা বেশ সাজানো-গুছানো। কম্পাসটা পরীক্ষা করল রানা। মিটারে চোখ বুলিয়ে নিশ্চিত হলো ট্যাংকগুলোয় ডিজেল ভরা হয়েছে। লিমাকে নিয়ে আবার ডেকে বেরিয়ে এল ও। 'এসো, এবার বোটের মালিককে খুঁজে বের করি।'

রানার পিছু পিছু ইস্পাতের ছোট্ট মই বেয়ে গরম ও বাষ্পে ঢাকা এঞ্জিন রুমে নামছে লিমা। জায়গাটা এত গরম, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘামতে শুরু করল রানা। তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে লিমাকে ফিরে যাবার ইঙ্গিত করল ও। এরইমধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসছিল লিমার, পালিয়ে আত্মরক্ষা করল সে।

আওয়াজটা কানের পর্দা ফাটিয়ে দেবে। রানা একজন গরিলাকে দেখতে পাচ্ছে। ওর কোন ধারণাই ছিল না যে হেগেন নিগ্রো। এক কোণে বসে একটা সিলিন্ডার কেসিং-এ বিশাল এক হাতুড়ি পিটছে সে। তার কাঁধ ছুঁলো রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল হেগেন, হাতুড়ি ফেলে দিয়ে হাসল—সুচেতার কথাই ঠিক, শিশুর মত সরল মুখ, হাসিটা ঝকঝকে ও নির্মল। 'দেখা যাচ্ছে মিসেস পাটনায়েকের কথা মিথ্যে নয়, আমার নতুন ফ্রেন্ড জেমস বন্ড

সিরিজের একজন হিরো। হাই, রানা!' তার গায়ে ছেঁড়া ও নোংরা শার্ট, কোমরে তেল চিটচিটে শর্টস।

'হাই!' বলল রানা। 'তোমার বোটের কি অবস্থা?'

'এর নাম বীস্ট, চীন সাগরের সবচেয়ে দ্রুতগামী বোট,' গর্বের সঙ্গে বলল হেগেন। 'সব কিছু ঠিক আছে, শুধু সামান্য মেরামতের কাজ বাকি।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'ডেকে এসো, মেয়েটার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।'

ডেকে উঠে ওরা দেখল রশির পাকানো একটা কুণ্ডলীর ওপর বসে আছে লিমা, হেগেনের পানামা হ্যাট দিয়ে নিজেকে বাতাস করছে। রানা পরিচয় করিয়ে দিতে গলা ছেড়ে হেসে উঠল হেগেন। অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে রানা ও লিমা। হাসি থামিয়ে হেগেন বলল, 'আমার বোটের নামকরণটা আজ সার্থক হলো মিস লিমা পায়ের ধুলো ফেলায়। কম্বিনেশনটাকে এখন বিউটি অ্যান্ড দ্য বীস্ট বলা যাবে।'

সেই মুহূর্ত থেকে হেগেনের ভক্ত হয়ে গেল লিমা। হাত নোংরা হবে জেনেও যেচে পড়ে হ্যান্ডশেক করল সে। হেগেন হাতটা তো ধরলই, ভাল করে দেখার জন্যে ছাড়তেও দেরি করল কয়েক সেকেন্ড। 'ওপরঅলা তোমাকে বিশেষ যত্ন নিয়ে বানিয়েছে, মিস।' হাতটা ছেড়ে দিয়ে সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াল সে।

বাল্কহেডে পিঠ দিয়ে ডেকে বসল ওরা। ফ্রিজ থেকে দুটো কোকের বোতল বের করে আনল হেগেন। পুরানো, কিনারা ভাঙা একটা পাইপ ধরাল নিজে। অভিযান, সোনা, রেড ড্রাগন, খেমাররুজ গেরিলা ইত্যাদি কোন বিষয়েই ওরা কথা বলল না। হেগেন নিউ ইয়র্কের গল্প করল। লিমা বলল ইংল্যান্ড তার কেমন লেগেছিল।

আধ ঘন্টা পর কাজ শেষ করার তাগাদা দিল রানা। লিমাকে ডেকে থাকতে বলে হেগেনের সঙ্গে এঞ্জিন রূমে নেমে গেল ওরা। প্রচণ্ড গরমে গায়ের শার্ট খুলে ফেলতে বাধ্য হলো রানা। এঞ্জিনের

পাশে ছোট জায়গায় শরীর কুঁকড়ে ঢুকতে হলো, হেগেনের সাহায্য নিয়ে সিলিন্ডার কেসিংটা জায়গা মত নিজেই ফিট করছে ও। কাজ চলছে, এই ফাঁকে পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দিল হেগেনকে। লঞ্চে এক হাজার মণ সোনা আছে শুনে গম্ভীর হয়ে উঠল হেগেন, বলল, 'তাহলে তো নিশ্চয়ই মারামারি-কাটাকাটি হবে। প্রশ্ন হলো, আমরা কে কে যাচ্ছি। সোনা উদ্ধার করার পর নিজেরাই নিজেদেরকে খুন করব না তো?'

'ওই সোনা আমাদের নয়,' বলল রানা। 'কাজেই ভাগাভাগির প্রশ্ন আসে না। দলে আর মাত্র একজন থাকবে–কার্ল ডয়েস।'

'কোন ডয়েস? বক্সার? জার্মান?'

উত্তর দিতে এক সেকেন্ড দেরি করল রানা। ভয় লাগছে, কি না কি শুনতে হয়। 'হ্যাঁ।'

'ওটা তো একটা গোক্ষুর, সব সময় ফণা তুলে আছে!' স্পষ্টতই অসন্তুষ্ট দেখাল হেগেনকে। 'এত থাকতে ডয়েসকে তোমার পছন্দ হলো?'

'বিপদের সময় যোগ্য আর কাউকে পেলাম না, কি করব?' তারপর হেগেনকে পরীক্ষা করার জন্যে বলল রানা, 'এখনও দেরি হয়ে যায়নি। বলো তো ওকে বাদ দিই।'

দু'সেকেন্ড চিন্তা করে মাথা নাড়ল হেগেন। 'এখানে ওর রিপ্লেসমেন্ট সম্ভব নয়। ডয়েস যোগ্য লোক, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কাজে একবার মন লাগালে, একাই একশোজনকে হারিয়ে দেবে। তবে চোখ-কান একটু খোলা রাখতে হবে, এই যা।'

কাজ সেরে ডেকে উঠে আসতে রানাকে দেখে নাক কোঁচকাল লিমা। 'আপনার ট্রাউজারের এ কি অবস্থা হয়েছে!'

হাসতে হাসতে মেইন কেবিনে ঢুকল রানা। যা আশা করেছিল, ইতিমধ্যে ওদের লাগেজ বোটে পৌঁছে গেছে। রঙচটা নীল ডেনিম পরল ও, সঙ্গে সোয়েটশার্ট আর রোপ-সোল্‌ড্ শূ। সবশেষে তোবড়ানো আর লবণের দাগ লাগা একটা ক্যাপ পরল মাথায়। ডেকে বেরিয়ে আসতেই হেসে উঠল লিমা। 'ঠিক যেন

হেমিংওয়ের একটা চরিত্র!'

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে রানা বলল, 'হার্ডি এখনও আসছে না কেন?' লিমার মন্তব্য যেন শুনতে পায়নি। বলতে না বলতে জেটিতে দেখা গেল জেমস হার্ডিকে। বয়েস পঞ্চান্ন হলেও, এখনও শক্ত-সমর্থ সে। এই পরিবেশে কমপ্লিট স্যুট পরে থাকায় একেবারেই যেন মানাচ্ছে না।

'তোমরা সবাই তৈরি, রানা?' বোটে উঠেই জানতে চাইল হার্ডি। 'বন্দরে বেশিক্ষণ জাহাজ ফেলে রাখা ঠিক হচ্ছে না। জিনিসগুলো বুঝে নিয়ে ছেড়ে দাও আমাকে। আমার পাওনাও তোমাকে এখুনি মিটিয়ে দিতে হবে।'

হেগেন বিড়বিড় করে উঠল, কেউ শুনতে না পেলেও রানার কানে শব্দগুলো ঠিকই ঢুকল, 'ওরে বাপরে! এই কিলার শার্কটাকেও জড়ানো হয়েছে!'

'হ্যাঁ, তোমাকে দেরি করিয়ে দেয়া ঠিক হবে না,' হার্ডিকে বলল রানা। 'তবে আমার একজন লোক এখনও এসে পৌঁছায়নি। আমি চাইছি সবাইকে নিয়ে আলোচনা করে রনদেভোর সময়টা ঠিক করব।'

হঠাৎ সবাইকে সচকিত করে তুলল একটা মোটর বোটের আওয়াজ। দুপুরের নিস্তব্ধ পরিবেশ চুরমার হয়ে গেল। সাগর থেকে সরু প্যাসেজ হয়ে ইনলেটে ঢুকল বোটটা। মোটর বন্ধ হতে আস্তে করে জেটিতে ভিড়ল সেটা। ওদের দিকে হেঁটে আসছে দীর্ঘদেহী সুপুরুষ একজন বক্সার—চালচলনে হলিউডের হিরো বললেই হয়। 'হ্যালো দেয়ার।' একটা হাত তুলে নাড়ল সবার উদ্দেশে।

কাছে আসতে দেখা গেল ডয়েসের নীল চোখে বিদ্রূপ ঝিলিক মারছে। হেগেনই তার সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিল। পরস্পরকে আগে থেকে চেনে ওরা।

দেখা গেল লিমাকে হার্ডির খুব পছন্দ হয়েছে। তার প্রতিটি কথায় লিমাও হাসছে। ওরা দু'জনই পথ দেখাল, ওদের পিছু নিয়ে

বাংলোয় ফিরছে সবাই। রানার পিছনে রয়েছে হেগেন আর ডয়েস, ওদের দু'একটা কথা শুনতে পাচ্ছে ও।

'স্বভাবটা এখনও কি আগের মত আছে, নাকি বদলেছে?' ডয়েসকে জিজ্ঞেস করল হেগেন। 'আমি যতটুকু বুঝি, রেড ড্রাগন তোমাকে ধ্বংস না করলে জুয়া আর মেয়েমানুষই তোমাকে ধ্বংস করত।'

'জেসিকা আমাকে নরক থেকে ফিরিয়ে এনেছিল,' বলল ডয়েস। 'ও মারা যাবার পর কোন কিছুই আর পরোয়া করি না।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি খবর? মদ তোমাকে খাচ্ছে তো?'

'চুপ! চুপ!' ফিসফিস করল হেগেন। 'ফ্রেন্ড শুনে ফেলবে!'

'ব্যক্তিগত আলাপ বাদ দাও,' বলল ডয়েস। 'তোমার ফ্রেন্ড, মাসুদ রানা, ঠিক কোন জাতের বাস্টার্ড একটা আইডিয়া দিতে পারো? খাসা মালটাকে কোত্থেকে বাগাল বলো তো? ওই সুন্দরীই তো সোনার হদিশ দিয়েছে ওকে, তাই না? নিশ্চয়ই পুরোটা একা মেরে দেয়ার তালে আছে?'

উত্তরে চাপাস্বরে কিছু বলল হেগেন, রানা শুনতে পেল না।

ডয়েস বলল, 'কি? ওকে আমার ভয় করে চলতে হবে? ইমপসিবল! নেভার! তুমি দেখছি হাসালে আমাকে!'

ঝট্ করে ঘুরে তার মুখোমুখি হলো রানা। 'শুধু একটা কথা মনে রেখো, ডয়েস। এই ট্রিপে তুমি স্রেফ একজন ভাড়াটে লোক। আমি যখন যা বলব, প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে তোমাকে।'

ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে একটা হাত কপালের কাছাকাছি তুলল ডয়েস। 'হের, মাসুদ রানা!' ঠোঁটে শয়তানি হাসি। 'তবে সুন্দরী মেয়ে দেখলে আমি তার মনোরঞ্জন না করে পারি না। ট্রিপটা ইন্টারেস্টিং হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওটা কি তোমার রিজার্ভ করা জিনিস? মানে, বলতে চাইছি, আমরাও একটু-আধটু সুযোগ পাব কিনা...'

ধাপ বেয়ে প্রায় পাহাড়-প্রাচীরের মাথায় উঠে এসেছে ওরা। ঝট্ করে ডয়েসের কলার ধরল রানা, হ্যাঁচকা টান দিয়ে কোমর থেকে মাথার দিকটা পাহাড়ের কিনারায় ঝোলাল। 'তোমার নিচে একশো ফুট অনন্তলোক, ডয়েস। তোমাকে ফেলে দিতে আমার হাত কাঁপবে না। নিজের ভাল চাইলে এখন থেকে মুখ সামলে কথা বলবে। আর ভুলেও মেয়েটাকে বিরক্ত করবে না। পরিষ্কার?'

ধারাল কি যেন একটা ঝিক্ করে উঠল ডয়েসের চোখে। তারপর হাসি ফুটল ঠোঁটের কোণে। 'শিওর! শিওর! পরিষ্কার।'

কিনারা থেকে টেনে এনে তাকে ছেড়ে দিল রানা, ঘুরে পা বাড়াল।

অকস্মাৎ খপ করে রানাকে দু'হাতে ধরল ডয়েস, প্রচণ্ড শক্তিতে নিজের দিকে ঘোরাল ওকে, হিসহিস করে বলল, 'কিন্তু তুমি আর ভুলেও কখনও আমার গায়ে হাত দিয়ো না, রানা! যেদিন দেবে, দু'জনের একজন বেঁচে থাকবে।'

ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। তবে অনুভব করল, পেশীতে ঢিল দিয়েছিল ডয়েস, তা না হলে নিজেকে ছাড়ানো এত সহজ হত না।

এই সময় ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এসে ওদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে লিমা বলল, 'সবাই চলে এসো। লাঞ্চ রেডি।'

হার্ডি লাঞ্চে বসতে রাজি হলো না। বড় একটা ব্যাগে ভরে অস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে এসেছে সে, রানাকে সব বুঝিয়ে দিল। একটা ম্যাপ বের করে সবাইকে নিয়ে টেবিলে বসল রানা, হাতে পেন্সিল। অভিযানের রুটটা দেখাল সবাইকে, সম্ভাব্য বাধা-বিঘ্ন ও বিপদ সম্পর্কে আভাস দিল, সবশেষে বলল, 'আমার হিসেবে চব্বিশ থেকে ছাব্বিশ ঘণ্টার ট্রিপ।'

একটা কাগজ নিয়ে লিখতে শুরু করল হার্ডি। মুখও চলছে। 'আমার হিসেবে, তোমরা ওখানে পৌঁছুবে কাল রাতে কোন এক সময়। প্রথমবারের চেষ্টাতেই মিস লিমা যদি দেখিয়ে দিতে পারে

লঞ্চটা কোথায় ডুবেছে, তোমরা নির্দিষ্ট লেগুনে পৌঁছুবে শুক্রবারে। সেদিনই ডাইভ দেয়া সম্ভব হতে পারে। যাই ঘটুক না কেন, শনিবার রাতের অন্ধকারে ফিরতি পথ ধরার জন্যে তৈরি হতে হবে তোমাদের। রানা, তোমাদের জন্যে আমি চ্যানেলের মুখে অপেক্ষা করব রোববার সকাল ছ'টায়। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

হার্ডি বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর খেতে বসল ওরা। লিমাই পরিবেশন করছে। হেগেনের দুই বাচ্চা-সাগরেদ অস্ত্র আর গোলাবারুদ তুলছে লঞ্চে।

লাঞ্চের পর একা একটা ঘরে বিশ্রাম নিতে গিয়ে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

ঘুম ভাঙল সন্ধের ঠিক আগে। এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে লিমাকে কোথাও পেল না রানা। দুশ্চিন্তাটা আরও বাড়ল বাড়িতে ডয়েসও নেই দেখে। হেগেনের ঘুম ভাঙাল ও, জানতে চাইল, 'ওরা কোথায়? লিমা আর ডয়েস?'

বিছানায় বসে একটা প্রকাণ্ড পকেট-ওয়াচ বের করল হেগেন। সময় দেখে বলল, 'লিমাকে নিয়ে জেলেদের গ্রাম দেখতে গেছে ডয়েস। তা প্রায় দু'ঘণ্টা তো হবেই।'

বাংলোর বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, অস্থির বোধ করছে। একটু পরই ভারী গলার আওয়াজ ভেসে এল, ধাপ বেয়ে উঠে আসছে ডয়েস। এক সময় দেখা গেল ওদেরকে। ডয়েসের কি একটা কথা শুনে অদম্য হাসি চাপার জন্যে মুখে হাতচাপা দিয়ে কুঁজো হয়ে যাচ্ছে লিমা।

ডয়েসই প্রথম রানাকে দেখতে পেল। বিজয়ীর হাসি মুখে, চোখে বিদ্রূপের ঝিলিক, কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'সময়টা যে কি আনন্দে কাটল, বললে তুমি বিশ্বাস করবে না। প্রার্থনা করতে ইচ্ছে করছে, ট্রিপটা শুরু হবার পর কোনদিন যেন শেষ না হয়।'

'আমরা দশটায় রওনা হচ্ছি,' লিমাকে বলল রানা। 'হেগেন একবার শহরে যাবে, তোমার যদি কিছু লাগে ওকে জানিয়ে

দিয়ো।'

রানাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ডয়েস। লিমা রানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অস্বস্তিকর কয়েকটা মুহূর্ত কাটল। তারপর লিমা জানতে চাইল, 'আপনি কি আমার ওপর অসন্তুষ্ট? ওর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম বলে?'

'অসন্তুষ্ট নই,' বলল রানা। 'চিন্তিত।'

'আপনি কি আমাকে ওর কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে বলেন?' জিজ্ঞেস করল লিমা। 'ও কি বিপজ্জনক লোক?'

'বিপজ্জনক কিনা সেটা তোমাকেই আবিষ্কার করে নিতে হবে, লিমা,' বলল রানা। 'আমি বড়জোর তোমাকে সাবধান হতে বলতে পারি।'

'ধন্যবাদ,' বলে রানার একটা হাত ধরল লিমা। 'চলুন, বারান্দায় বসে গল্প করি সবাই।'

রাত ঠিক ন'টায় রওনা হলো ওরা।

ডয়েসকে ডেকে হুইলহাউসের দায়িত্ব নিতে বলল রানা। চিন্তায় মগ্ন হয়ে চার্টস আর নেভিগেশনাল ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে বিশ মিনিট কাজ করল ও, তারপর একটা কোর্স দিল ডয়েসকে, বলল, 'দু'ঘণ্টা পর পালাবদল, হেগেনকে পাঠিয়ে দেব।'

নিচে নেমে এসে নিজের ব্যাগ থেকে কোল্ট অটোমেটিকটা বের করল রানা, পরিষ্কার করে তেল মাখিয়ে পালিশ করা লেদার হোলস্টারে ভরল। কোমরে একটু ঢিলেভাবে পরল ওটা। ওখান থেকে গ্যালিতে এসে দেখল কফি বানাচ্ছে লিমা। 'তুমি তাহলে রাঁধতেও জানো?'

'শুধু কম্বোডিয়ান নয়, থাই আর চাইনিজ ডিশও তৈরি করতে পারি,' হাসিমুখে বলল লিমা। কফির মগটা রানার হাতে ধরিয়ে দেয়ার সময় হোলস্টার দেখে শুকিয়ে গেল তার মুখ। 'আপনি এত তাড়াতাড়ি বিপদের আশঙ্কা করছেন?'

'এদিকের পানিতে প্রতি মুহূর্তে বিপদ,' বলল রানা। 'আমরা

ভিয়েৎনামকে পিছনে ফেলে এসেছি। গালফ অভ সিয়াম-এর উপকূলে জলদস্যু গিজগিজ করছে, জানো না? সত্যি-মিথ্যে বলতে পারব না, শুনেছি পাইরেটদের কোন কোন দলের নেতৃত্ব দেয় মেয়েরা।'

খিলখিল করে হেসে উঠল লিমা। 'আপনি ঠাট্টা করছেন!'

'না, আমি সিরিয়াস। ডেকে থাকার সময় যদি কোন মোটর সাম্পান বা জাঙ্ক দেখতে পাও, কোন সন্দেহ না হলেও তাড়াতাড়ি ডাকবে আমাকে। কাছাকাছি আসার আগে দেখা যায় ওগুলোয় মাত্র দু'চারজন লোক আছে, তারপর হঠাৎ আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে কয়েক ডজন, সবার হাতে অস্ত্র।'

ছুরি দিয়ে স্যান্ডউইচ কাটছে লিমা। মগের কিনারা দিয়ে তাকে দেখছে রানা। একখানা ডেনিম আর পোলো নেকড্ সোয়েটার পরেছে সে। খালি মগটা নামিয়ে রাখল ও, বলল, 'কাজ আছে, পরে দেখা হবে। সময় থাকতে যতটা পারো ঘুমিয়ে নিয়ো।'

এঞ্জিন রূমে নেমে হেগেনকে খুব ব্যস্ত দেখল রানা। এঞ্জিনের বিভিন্ন পার্টসে তেল মাখাচ্ছে, ইন্সপেকশন ল্যাম্পটা ঝুলছে মাথার পাশে। ধাতব গর্জনে কান পাতা দায়। হেগেনের কাঁধে টোকা দিল ও, সে মুখ ফেরাতে ইঙ্গিতে ওপরদিকটা দেখাল। ওর পিছু নিয়ে ডেকে উঠে এল হেগেন। 'সব ঠিক আছে তো?'

'সব ঠিক।' হাসল হেগেন।

'আমি স্পীড আরও বাড়াতে চাই,' বলল রানা।

বিস্মিত হলো হেগেন। 'কিন্তু তুমি আমাকে বলেছিলে স্পীড বাড়ালে কোস্ট গার্ড দেখে সন্দেহ করতে পারে!'

'হ্যাঁ, বলেছিলাম। কিন্তু এখন ভাবছি, কোস্ট গার্ডের চেয়ে স্পীড বেশি তুলতে পারলে ওরা দেখলেই বা ক্ষতি কি? এখন যা স্পীড, শ্রী-ওমবেলকে পাশ কাটাতে কাল বিকেল হয়ে যাবে। ওদিকে বড় আকারের অনেক জাহাজ থাকার কথা, সেগুলোর মাঝখানে আমাদের এই ছোট বোট মানুষের মনে কৌতূহলের

জন্ম দেবে। তাছাড়া, সিহানুকভিল ন্যাভাল বেসকে ম্যাট হিথ যদি সতর্ক করে দিয়ে থাকে? বেসকে হয়তো সে অনুরোধ করবে, আমাদেরকে থামাবার দরকার নেই, তবে দেখতে পেলে তাকে যেন জানানো হয়। আমি চাই না এরকম কিছু ঘটুক।'

মাথা ঝাঁকাল হেগেন। 'ঠিক আছে। কিন্তু তারপর কি করব আমরা? জলাভূমিতে কি দিনের বেলায় ঢোকা উচিত হবে?'

'কে বলল দিনের বেলা ঢুকব? ন্যাভাল বেস আর শ্রী-ওমবেল বন্দর পেরিয়ে যাবার পর স্পীড আবার কমিয়ে আনব, চ্যানেল হয়ে আমাদের সুবিধে মত সময়ে জলায় ঢুকব কাল।'

'তাই বলো!'

হুইলহাউসে ফিরে এসে ডয়েসকে স্পীড বাড়াতে বলল রানা, তারপর কেবিনে এসে বাঙ্কে শুয়ে পড়ল। গ্যালি থেকে হেগেনের হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে। লিমা তাকে নিশ্চয়ই স্যান্ডউইচ আর কফি খেতে দিয়েছে। মিসেস পাটনায়েকের কথা মনে পড়ল রানার। শেষবার টেলিফোনে তাঁকে কয়েকটা পরামর্শ দিয়েছে ও। আভাসে গভর্নরকে জানাতে হবে, সোনা উদ্ধারের জন্যে লিমাকে নিয়ে কাস কং-এর উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে রানা। সুচেতা যদি খবর পান ম্যাট হিথও রওনা হয়ে গেছে, গভর্নরকে তখন স্পষ্ট ভাষায় তিনি জানাবেন, ম্যাট হিথই রেড ড্রাগন। এই তথ্য গভর্নরের কাছে হয়তো নতুন কোন সংবাদ নয়। সুচেতা তাঁকে তথ্যটা দেবেন ভূমিকা হিসেবে। তারপর পরামর্শ দিয়ে বলবেন, কম্বোডিয়া থেকে ম্যাট হিথ না-ও ফিরে আসতে পারে। যদি না আসে, গ্রীন ব্রিগেডকে নিরস্ত্র করার জন্যে প্রস্তুত থাকা দরকার তাঁর। সবচেয়ে ভাল হয় সরাসরি লিসবনের সঙ্গে যোগাযোগ করে গভর্নর যদি তাদের সাহায্য চান। সরকারী পুলিসের সংখ্যা বাড়ানোটা একান্ত জরুরী। গ্রীন ব্রিগেডের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করতে হবে।

রেন্ট-আ-কারের মার্সিডিজটা বিউটি পার্লারের গ্যারেজে রয়ে গেছে, সুচেতা নিশ্চয়ই সেটা ফেরত পাঠাবেন।

এ-সব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল রানা। ঘুম ভাঙল রাত দুটোয়। একটা ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে দরজার দিকে এগোতে যাবে, ওপরের বাঙ্ক থেকে নাক ডাকার আওয়াজ ভেসে এল। দেশলাই জ্বেলে ভাল করে তাকাল রানা। ওপরের বাঙ্কে ঘুমাচ্ছে ডয়েস। ঘুমের মধ্যেও শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে রয়েছে ঠোঁটের কোণ। হাসি চেপে নিঃশব্দে ডেকে বেরিয়ে এল রানা।

সামান্য কুয়াশা দেখা যাচ্ছে। তীরবেগে ছুটে চলেছে বীস্ট। চাঁদ না থাকলেও গোটা আকাশকে রত্নখচিত মনে হলো, প্রতিটি তারা জ্বলজ্বল করছে। কাঁচ লাগানো হুইলহাউসের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা। হুইলের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে হেগেন, অটল একটা পাথরের মূর্তি যেন। ভেতরে কম্পাসের ছাড়া অন্য কোন আলো নেই, তাতে শুধু উদ্ভাসিত হয়ে আছে তার মুখ। 'সব ঠিক আছে তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল হেগেন। 'সব ঠিক, ফ্রেন্ড।' সরে গিয়ে হুইলের সামনের জায়গাটা রানাকে ছেড়ে দিল সে। সস্তা হুইস্কির ঝাঁঝাল গন্ধ ঢুকল রানার নাকে। রাগ হলো ওর, তবে চেপে রাখল। হেগেন বেরিয়ে যাচ্ছে, পিছন থেকে বলল, 'একটু রয়েসয়ে খেয়ো, হেগেন। কাজের সময় তোমাকে আমি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যেন পাই।'

'তুমি আমার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারো,' আহত গলায় বলল হেগেন। ডেকে বেরিয়ে গুনগুন করে গান গাইতে শুরু করল।

হুইলটা হালকাভাবে ধরে বোর দু'পাশে সাদা ফেনার উথলে ওঠা দেখছে রানা। মাঝে মধ্যে পানির ছিটে লাগছে জানালায়।

তিনটে দশে বৃষ্টি শুরু হলো। দরজা খোলার আওয়াজ পায়নি রানা, কফির গন্ধ পেয়ে বুঝতে পারল ভেতরে লিমা ঢুকেছে। 'রাতের এসময়ে বিছানা কি ক্ষতি করল?'

'কাঁটার মত বিঁধছিল গায়ে,' বলে হেসে উঠল লিমা। 'খোঁচা মেরে বলল, যাও, তোমার ত্রাণকর্তার সেবা করো। এখানে কি বসার কোন ব্যবস্থা নেই?'

দেয়ালে কব্জা দিয়ে আটকানো একটা চেয়ারের ভাঁজ খুলল রানা। 'এখানে বসো।'

মগটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল লিমা। 'স্যান্ডউইচ?'

নিঃশব্দে খাচ্ছে দু'জন। অন্ধকারে শুধু পরস্পরের মুখ দেখতে পাচ্ছে ওরা। খাওয়া শেষ হবার পরও কেউ কোন কথা বলছে না। মাঝে মধ্যে লিমার দিকে তাকাচ্ছে রানা, দৃষ্টিতে কোন প্রস্তাব বা ইঙ্গিত নেই। উত্তরে মিষ্টি হাসি উপহার দিচ্ছে মেয়েটা, তাতে কোন রকম প্রতিশ্রুতি বা আমন্ত্রণ নেই।

বাইরে তুমুল বৃষ্টি।

'বীস্টকে পছন্দ হয়েছে বিউটির?' এক সময় নিস্তব্ধতা ভেঙে জানতে চাইল রানা।

হাসতে গিয়েও হাসল না লিমা। 'বাবা যে লঞ্চটা ভাড়া করেছিল, সেটার মতই পুরানো এটা। বিপদের সময় বিগড়ে যাবে না তো?'

সে-প্রশ্ন রানারও। লিমা ভয় পাবে, তাই কিছু বলল না। 'আমার হিসেবে, আর মিনিট পনেরোর মধ্যে সিহানুকভিল বেসকে পাশ কাটাব আমরা। কিছু ঘটতেও পারে।'

'ওদের ঘুম ভাঙাব?'

'না। ওরা কোন সাহায্যে আসবে না।' চোখ সরু করে বাইরে তাকাল রানা। বৃষ্টির মাত্রা মুহূর্তের জন্যে কমে আসতে ডান পাশে একটা কুঁজ দেখা গেল সাগরে। ছোট একটা দ্বীপ। 'পোর্টসাইডের দিকে তাকিয়ে থাকো,' লিমাকে বলল ও। 'ওদিকে আরও একটা দ্বীপ পড়বে। ওখানে একটা লাইট হাউস আছে।'

পরবর্তী আধ ঘণ্টা ফুল থ্রটলে ছুটল বীস্ট। শুধু সিহানুকভিল নয়, রানা আন্দাজ করল ইতিমধ্যে শ্রী-ওমবেলকেও ছাড়িয়ে আসার কথা ওদের। লাইট হাউস চোখে পড়েনি, তার কারণ ওটা নিভিয়ে রাখা হয়েছে।

আরও দশ মিনিট পর হঠাৎ বৃষ্টির পর্দা পাতলা হয়ে এল। অকস্মাৎ স্টারবোর্ড সাইডে আলোর কয়েকটা বিন্দু উদয় হলো,

পরমুহূর্তে ঢাকা পড়ে গেল জলকণার ঘন মেঘে। হেসে উঠল রানা। 'আর কোন চিন্তা নেই, অনেকদূর দিয়ে শ্রী-ওমবেলকে পাশ কাটাচ্ছি আমরা। কোর্সে কোন ভুল নেই।'

'এখন কি হবে?'

'ঘণ্টা দেড়েক ফুল স্পীডে ছুটব, তারপর স্টারবোর্ডের দিকে লাইট দেখতে পাব,' বলল রানা। 'ওদিকে ছোট কয়েকটা দ্বীপ আছে। ওগুলোর ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে হবে। আবহাওয়ার জন্যে প্রকৃতিকে ধন্যবাদ দাও।'

এঞ্জিনের শব্দটা একঘেয়ে হয়ে উঠল। বৃষ্টিও থামছে না। এক সময় চেয়ারে বসে ঢুলতে শুরু করল লিমা। রানা লক্ষ রাখল, পড়ে না যায়। অন্ধকার সাগরে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে ওকে। আরেকটা চেয়ারের ভাঁজ খুলে লিমার পাশে বসল ও। যেন টের পেয়েই ওর কাঁধে মাথাটা কাত করল লিমা।

ছ'টা পনেরো মিনিটে লিমার ঘুম ভাঙাল রানা। 'পোর্টসাইডে তাকিয়ে থাকো, আলো দেখতে পেলে বলবে আমাকে।'

পাঁচ মিনিট পরই আলোটা দেখতে পেল লিমা, খুদে একটা বিন্দুর মত।

'উপকূল থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে ওটা একটা লাইটহাউস,' বলল রানা। 'কাস কং ছাড়িয়ে রাটামবাং-এর দিকে যাচ্ছি আমরা। আর দশ মিনিট পর কোর্স বদলাব।'

কোর্স বদলাবার পর অন্ধকারে বিশ মিনিট ছুটল বোট। সকাল হলেও অন্ধকার কাটেনি। তুমুল বৃষ্টি ওদের জন্যে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে। স্পীড কমিয়ে আনল রানা। 'জাহাজ চলাচলের পথ থেকে সরে এসেছি আমরা,' লিমাকে বলল ও।

'এরপর কি?'

'কিছু না, রাত না নামা পর্যন্ত এখানে ঘাপটি মেরে থাকব।'

ধীরে ধীরে থামল বৃষ্টি, তবে সূর্য উঠল না। দিনের আলো খুবই ম্লান। এত শীত পড়েছে যে ঠক-ঠক করে কাঁপছে লিমা। তবু হুইলহাউস থেকে নড়তে চাইছে না সে, ভাগাবার জন্যে ধমক

দিতে হলো রানাকে।

সকাল আটটায় হুইলহাউসে ঢুকল ডয়েস। কেবিনে ফিরেই ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

বেলা তিনটের দিকে হেগেন ওর ঘুম ভাঙাল। ইতিমধ্যে হেগেন আর ডয়েসকে লাঞ্চ খাইয়েছে লিমা। রানা লক্ষ করল, কেবিনে আসা-যাওয়া করার সময় লিমার ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না ডয়েস। তার এই তাকানো রানা দেখে ফেলেছে, বুঝতে পেরে মুহূর্তের জন্যে ঠোঁটের কোণে তিক্ত ও বিদ্রূপাত্মক রেখাগুলো অদৃশ্য হলো। শুধু যে বিব্রত বোধ করছে তা নয়, খানিকটা রেগেও গেছে।

লিমা পরিবেশন করল রানাকে। খাওয়া শেষ হতে হেগেনকে ছুটি দেয়ার জন্যে হুইলহাউসে ঢুকল রানা। হেগেন বেরিয়ে গেছে পাঁচ মিনিটও হয়নি, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ডয়েস। দরজা বন্ধ করে কবাটে হেলান দিল সে, ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরাল। ডয়েস আসবে, এ যেন রানা জানত। অপেক্ষা করছে ও। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করছে না।

'তোমার সঙ্গে আমার কথা হওয়া দরকার,' রানার পাশে চলে এল ডয়েস।

'কি কথা?'

ধোঁয়ার একটা নিখুঁত বৃত্ত তৈরি করল ডয়েস। 'প্রথম কথা, এই অভিযান সম্পর্কে বিশদ কিছু আমাকে জানানো হয়নি।' রানা হাসছে দেখে রেগে গেল সে। 'হাসছ যে?'

'হাসছি এইজন্যে যে বারবার তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হয়, তুমি আসলে আমার ভাড়াটে লোক। বিশদ জানার অধিকার নেই তোমার, তাই জানানো হয়নি।'

'মেয়েটাকে তুমি ঠকাবে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ডয়েস।

'সেটা তোমার মাথাব্যথা নয়,' বলল রানা। 'তবে ধারণাটা তোমার ভুল। সব সোনাই যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরে যাবে।'

'তাই যদি যাবে, তাহলে জেমস হার্ডি কেন তুলে নেবে আমাদের?' জিজ্ঞেস করল ডয়েস। 'তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, রানা। সে আমাকে আভাস দিয়েছে, উদ্ধার করা সোনা তার মাধ্যমেই বিক্রি করবে তুমি।'

'এটা তার কল্পনা,' বলল রানা। 'অপেক্ষা করো, শেষ পর্যন্ত কি ঘটে নিজেই তো দেখতে পাবে।'

'যা-ই ঘটুক, রানা, আমার এক কথা,' হেঁড়ে গলায় বলল ডয়েস। 'ট্রেজারের ভাগ তুমি যদি নাও, আমাকেও নিতে হবে। সোনার মালিক লিমা, সে যদি বঞ্চিত হয়, অবশ্যই আমাকে লাভবান হতে হবে।'

'কে বলল, সোনার মালিক লিমা?' জিজ্ঞেস করল রানা, তারপর তাড়াতাড়ি বলল, 'থাক, এ নিয়ে আমি আর আলাপ করতে চাই না। তুমি এখন যাও।'

'তা যাচ্ছি, কিন্তু ভাগাভাগির কথাটা মনে রেখো,' বলে বেরিয়ে গেল ডয়েস।

ছ'টা পর্যন্ত হুইলে থাকল রানা, তারপর ডয়েস এসে ছুটি দিল ওকে। কিছু খাবার জন্যে গ্যালিতে নেমে এল ও, দেখল লিমা ওদের জন্যে নাস্তা তৈরি করছে। হেগেনকে কোথাও দেখেনি, তাই জিজ্ঞেস করল, 'দৈত্যটা কোথায়?'

অবাক হয়ে লিমা বলল, 'আমি তো ভাবছিলাম আপনি তাকে এঞ্জিন রূমে কোন কাজ দিয়েছেন। বেশ অনেকক্ষণ হয়ে গেল দেখছি না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে দাঁড়াল রানা। এঞ্জিন রূমে নেমে দেখে মইয়ের গোড়ায় নেতিয়ে পড়ে আছে হেগেন, দুনিয়া সম্পর্কে বেখবর। হুইস্কির ঝাঁঝ ঢুকল নাকে, হেগেনের পায়ের কাছে গড়াগড়ি খাচ্ছে একজোড়া খালি বোতল। তিন মণ ওজনের বোঝাটা অনেক কষ্টে ঘাড়ে তুলে মই বেয়ে উঠে এল ডেকে। লিমাকে উদ্বিগ্ন দেখাল। 'ও কি অসুস্থ?'

'হ্যাঁ, অসুস্থ,' বলে রশি বাঁধা একটা বালতি ফেলল রানা সাগরে। মুখে-মাথায় দু'তিন বালতি পানি ঢালার পরও জাগছে না হেগেন। 'খেয়াল রাখো,' লিমাকে বলল ও, তারপর আবার নেমে এল এঞ্জিন রুমে।

একটু খুঁজতেই বড়সড় কার্ডবোর্ড বাক্সটা পাওয়া গেল, ভেতরে সারি সারি শুয়ে আছে হুইস্কির বোতল। বাক্সটা ডেকে তুলে আনল রানা, রেইলের সামনে দাঁড়িয়ে বোতলগুলো এক এক করে সাগরে ছুঁড়ে দিচ্ছে। ইতিমধ্যে দুনিয়াদারি সম্পর্কে সচেতন হয়েছে হেগেন, কি ঘটছে বুঝতে পেরে টলতে টলতে সিধে হলো। 'না, ফ্রেন্ড, প্লীজ! তুমি আমার এত বড় সর্বনাশ কোরো না!'

'তোমাকে তো আমি আগেই সাবধান করেছিলাম, কাজেই এখন তোমাকে ভুগতে হবে। মাত্র দুটো বোতল থাকবে, চুমুক দিতে পারবে আমি যখন বলব।' কথা শেষ করে একজোড়া বোতল লিমার হাতে ধরিয়ে দিল রানা।

অকস্মাৎ রানার পিঠে লাফিয়ে পড়ল হেগেন, দুর্বোধ্য ভাষায় কি বলছে বোঝা যাচ্ছে না। রেইলিং থাকায় ছিটকে সাগরে পড়ল না রানা। ওর গলা ধরে ঝুলে পড়েছে হেগেন। নিজেকে ছাড়াতে ব্যর্থ হয়ে অগত্যা কনুই চালাল পিছন দিকে, আরও একটু জোরে চালালে হেগেনের পাঁজরের একটা হাড় ভেঙেই যেত। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সে, ছেড়ে দিল রানাকে। ঘুরল রানা, ঠাস করে চড় কষাল হেগেনের গালে। 'এবার আশা করি নেশাটা কাটবে!'

অবোধ শিশুর মত ফোঁপাচ্ছে হেগেন। তার এই আচরণে হঠাৎ খুব বিব্রত বোধ করল রানা, শার্টের কলারটা ছেড়ে দিতে ডেকের ওপর পড়ে গেল সে, শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। তার পাশে হাঁটু গাড়ল লিমা, এক হাতে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছে। 'এর কি কোন প্রয়োজন ছিল?' মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল রানাকে। 'চুল-দাড়িতে পাক ধরেছে, এরকম একটা লোককে আপনি চড় মারলেন?' লিমার চেহারায় বেদনা।

রানা কিছু বলতে যাবে, এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল, বোট থেমে

যাচ্ছে। নিস্তব্ধ পরিবেশে গমগম করে উঠল ডয়েসের গলা, ‘কথাটা ঠিক, রানা, তোমার চেয়ে হেগেনের বয়েস অনেক বেশি। মারামারি করার ইচ্ছে থাকলে কাছাকাছি বয়েসের কাউকে বেছে নিচ্ছ না কেন?’

চ্যালেঞ্জটা স্পষ্ট। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে সে, কাঠামোটা বিশাল দেখাচ্ছে, চেহারায় দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, সোনালি চুলে খেলা করছে উজ্জ্বল রোদ। একটা হাত তুলে খোলা ডেকে আসার আহ্বান জানাল রানা। হালকা পায়ে, শিকারী বিড়ালের মত, ফাঁকা ডেকে চলে এল ডয়েস। রাগ বা আক্রোশ নয়, তার চোখে শ্লেষ।

ক্যাপ খুলে ভুরু থেকে ঘাম মুছল রানা, অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। অদ্ভুত হলেও কথাটা সত্যি, গোটা ব্যাপারটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে ওর মন, সংশ্লিষ্ট হতে পারছে না। চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করতে হবে, এটা ও পুরোপুরি উপলব্ধি করছে। প্রতিটি বিষয়ের সাফল্য এই শক্তি-পরীক্ষার ওপর নির্ভর করছে। হেগেনের পক্ষ নিয়ে নৈতিক বীরত্ব দেখানোর ভূমিকা পালন করছে ডয়েস, ব্যাপারটা তা নয়। রানাকে অপদস্থ ও অপমান করার ঈশ্বরপ্রদত্ত একটা সুযোগ পেয়ে সেটাকে খপ্ করে লুফে নিয়েছে সে।

মুঠো পাকিয়ে বক্সারের ক্লাসিক পজিশন নিল ডয়েস। রানা নড়ছে না দেখে লাফাতে লাফাতে আঘাত করার জন্যে এগিয়ে এল। রানার মনে কোন ভয় নেই। লড়াইটাকে প্রায় স্বাগতই জানাচ্ছে। এই মুহূর্তের সমস্যা কঠিন, নিরেট ও বাস্তব–মৌখিক শত্রুতা নয়। ডয়েস যেই প্রথম ঘুসিটা চালাল, খপ করে তার কব্জি ধরে মুচড়ে দিল রানা, সেই সঙ্গে ডয়েসকে ঠেলে দিল সামনের দিকে। পরমুহূর্তে শূন্যে উঠে পড়ল রানা, উড়ে এসে কয়েক হাত দূরে ভারী আলুর বস্তার মত ধপাস করে পড়ল। জুডো কিক্ কাজে লাগেনি, ডয়েস সেটা দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করেছে।

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে ডয়েস। তারপর ডান বাহুর পেশী ফুলিয়ে দেখাল রানাকে। ‘উঠে এসো, ইউ বাস্টার্ড!’ হিস্‌হিসে

করে বলল সে। 'ব্যাপারটা আমি উপভোগ করছি।'

সিধে হয়ে ডেক-হাউসের গায়ে হেলান দিল রানা। চোখের সামনে ঝাপসা দেখছে, শরীরে যেন এক বিন্দু শক্তি নেই। ডয়েস এগিয়ে আসছে দেখে ডেক-হাউস থেকে সরে দাঁড়াতে চেষ্টা করল ও। অসুস্থ বোধ করছে। অথচ খুব ভাল করেই জানে, আগামী কয়েক মুহূর্তে কিছু একটা করতে না পারলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে থেঁতলে ছাতু করে ফেলবে ওকে ডয়েস।

ডয়েসের দিকে পিছন ফিরল রানা, যেন লড়াই থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। তারপর অকস্মাৎ ঘুরেই লাফিয়ে পড়ল। দ্রুত অনুসরণ করছিল ডয়েস, রানার শরীরে বিদ্যুৎ খেলছে দেখেও থামার সময় পেল না। রানা তার হাঁটুর ওপর পড়ল। কুঁজো হয়ে গেল ডয়েস, রানার পিঠের ওপর দিয়ে ছিটকে পড়ল ডেকের ওপর। সিধে হলো না, ঘুরে বাছা বাছা জায়গায় লাথি মারছে। রাগে অন্ধ হয়ে গেছে ও। মাথায় একটাই চিন্তা, ডয়েসকে ডেকের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে।

হঠাৎ সংবিৎ ফিরল রানার। লিমা চিৎকার করছে, 'স্টপ ইট, রানা! আপনি ওকে মেরে ফেলছেন!' মাখনের মত হলদেটে ও নরম একজোড়া হাত জড়িয়ে ধরল ওকে, টেনে সরিয়ে আনল। টলতে টলতে কেবিনে ঢুকল রানা, টেবিলে হাত রেখে সুবুদ্ধি ফিরে পাবার চেষ্টা করছে। তারপর অন্ধকার হয়ে এল পৃথিবীটা। কেবিনের মেঝেতে পড়ে গেল ও।

জ্ঞান ফিরল লিমার কোলে। মেয়েটা ভেজা কাপড় দিয়ে ওর মুখ মুছছে, নিঃশব্দে পানি গড়াচ্ছে দু'চোখ থেকে। 'কেমন লাগছে এখন?' দু'হাতে রানার মুখটা ধরে জিজ্ঞেস করল। 'কথা বলুন, প্লীজ!'

মুখ যেখানে ডেকের ওপর পড়েছিল সেখানে কোন ক্ষত সৃষ্টি হয়নি, তবে বেলুনের মত ফুলে উঠেছে। লিমার চোখে তাকিয়ে হাসল ও। 'আমাকে দেখে তোমার ভয় লাগছে না তো?'

নিঃশব্দে, দ্রুত মাথা নাড়ল লিমা। 'ভয় লাগছে আপনাকে!

আপনার এত রাগ! ওকে তো আপনি মেরেই ফেলছিলেন?'

বসল রানা, তারপর দাঁড়াল। 'আমি মেরে ফেলছিলাম। আর ও কি করছিল?'

টলতে টলতে ডেকে বেরিয়ে এল রানা। ডয়েসও এইমাত্র সিধে হয়েছে। সিধে হলে কি হবে, হড়হড় করে বমি করছে সে। ডেকটা নোংরা করতে যতক্ষণ লাগল, পরিষ্কার করতে তারচেয়ে বেশি সময় নিল না। রশি বাঁধা বালতি দিয়ে পানি তুলে সব ধুয়ে ফেলল। 'পরিচ্ছন্নতা কিসের অঙ্গ জানো তাহলে? ধন্যবাদ, ডয়েস।'

বালতি রেখে রানার দিকে ফিরল ডয়েস। তার মুখেরও করুণ অবস্থা হয়েছে। ঠোঁট এমনভাবে কেটেছে, খেতে বা হাসতে গেলেই ব্যথা পাবে। 'পরে আবার দেখা হবে, রানা।' শার্টটা গা থেকে খুলে ফেলল। পেটে আর বুকে লালচে ক্ষত দেখা যাচ্ছে। রেইল টপকে সাগরে ডাইভ দিল, একেবারে নিখুঁত কায়দায়। অনায়াস ভঙ্গিতে সাঁতরে দূরে সরে যাচ্ছে।

সোয়েট শার্ট খুলে রানাও ডাইভ দিল। পানি বেশ গরম। ক্ষতগুলোয় লোনা পানি লাগায় নতুন করে জ্বালা শুরু হলো। মিনিট দশেক পর ডয়েসের নাম ধরে ডাকল ও, তারপর উঠে এল ডেকে। ওর হাতে একটা তোয়ালে ধরিয়ে দিল লিমা। গা মুছে শার্টটা পরে নিল রানা। 'আপনার প্যান্ট এখনও ভিজে,' বলে হাসি চাপার জন্যে মুখে হাত তুলল লিমা।

ডয়েস ডেকে ফিরে আসতে রানা বলল, 'শো শেষ হয়েছে, কাজেই বোট ছাড়তে যাচ্ছি আমি।'

কথা না বলে হাসল ডয়েস, তারপর নিচে নেমে গেল। লিমা বলল, 'একটু পর আপনার জন্যে কফি আনছি আমি।' মাথা ঝাঁকিয়ে হুইলহাউসে ঢুকল রানা। কয়েক মুহূর্ত পর বীস্ট রওনা হলো আবার।

রাত ঠিক দশটায় এঞ্জিন বন্ধ করল রানা, নিঃশব্দে কিছুক্ষণ চলার

পর স্থির হয়ে গেল বোট। বাকি তিনজন ডেকে, হাতের ভাঁজে একটা সাব-মেশিন-গান নিয়ে অ্যাকশনের জন্যে তৈরি হয়ে আছে ডয়েস। অন্ধকার সিকি মাইল দূরে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে বিশাল কাস কং জলমগ্ন জলাভূমি। অভিযানের সবচেয়ে কঠিন অংশ পার হবার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে রানা, ওর হাতের তালু ঘেমে গেল।

জলায় ঢোকার জন্যে অখ্যাত একটা চ্যানেল ধরবে রানা। কর্নেল ম্যাট হিথের জন্যে ফাঁদ পাতার উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে বটে, কিন্তু চায় না এখুনি ওদেরকে দেখে ফেলুক সে। যদি এসে থাকে, অবশ্যই নদীর মুখে অপেক্ষা করবে, কাজেই নদীটাকে এড়িয়ে থাকতে চাইছে ও। তীর থেকে টগবগ করে উথলে ওঠার ভঙ্গিতে ধেয়ে আসছে কুয়াশা, কোথাও বিশাল অবিচ্ছিন্ন মেঘের আকৃতি, কোথাও ছেঁড়া ছেঁড়া ভেলার মত। জলাভূমির পচা একটা দুর্গন্ধ ঢুকছে নাকে। সবাই ওরা অপেক্ষা করছে; প্রস্তুত, টানটান, সজাগ কান প্রতিটি শব্দ শোনার জন্যে খাড়া।

শুধু বাতাসের করুণ বিলাপ আর বোটের গায়ে ঢেউ আছড়ে পড়ার আওয়াজ পাচ্ছে ওরা। স্টার্টারে চাপ দিতে গর্জে উঠল এঞ্জিন, রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে চুরমার করে দিল। ফাইভ নট স্পীডে জলায় ঢুকছে বোট।

দরদর করে ঘামছে রানা। সামনে তীর, ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। তবে কোন গুলি হলো না। কোন চিৎকারও শোনা গেল না। ম্যাট হিথ যদি এসেও থাকে, ওরা সম্ভবত তাকে ফাঁকি দিতে পেরেছে। কয়েকটা আঁকাবাঁকা চ্যানেল ধরে বোট চালাচ্ছে রানা, কিছুক্ষণ পর এঞ্জিন বন্ধ করে বোট নিয়ে ঢুকে পড়ল নলখাগড়ার জঙ্গলে। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে ডেকে বেরিয়ে এল ও।

'এরপর?' জানতে চাইল ডয়েস।

'কাল থেকে শুরু হবে গাধার খাটনি,' বলল রানা। 'কাজেই রাত না জেগে শুয়ে পড়া উচিত।'

'পাহারায় কে থাকবে?'

'প্রথমে আমি,' বলল রানা।

হেগেন আর ডয়েস নিচে নেমে গেল। রানার পাশে কিছুক্ষণ থাকল লিমা। একটু পর সে-ও বিদায় চাইল। পাঁচ মিনিট পর আবার ফিরে এল সে, রানার জন্যে কফি বানিয়ে এনেছে।

'তুমি বোধহয় আমাকে কিছু বলতে চাও।'

'হ্যাঁ...না, থাক,' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল লিমা।

'কি ব্যাপার বলো তো?' রানা অবাক।

'হঠাৎ একটা প্রশ্ন জেগেছে মনে,' ধীরে ধীরে বলল লিমা, ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না এখনও। 'আপনার প্রতি আমি কতটুকু কৃতজ্ঞ, ভাষায় তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আপনার প্রতি আমার অসম্ভব শ্রদ্ধা। কিন্তু আপনার সম্পর্কে বিশেষ কিছুই আমি জানি না। কেন?'

'কেন মানে?'

'আমাকে নিজের সম্পর্কে আপনি প্রায় কিছুই বলেননি,' লিমার বলার সুরে খানিকটা অভিমান, খানিকটা বিস্ময়, বাকিটা প্রশ্ন।

'বলার মত তেমন কিছু নেই, তাই বলিনি।'

'আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন,' অভিযোগ করল লিমা। 'বলার কিছু না কিছু থাকেই, তাই না? বিয়ে করেছেন কিনা, করে না থাকলে কাউকে ভালবাসেন নিশ্চয়ই, বাড়িতে কে কে আছে, মা...'

'আমি একা, লিমা,' শান্ত, ম্লান গলায় বলল রানা। 'চিরকাল একা থাকাই আমার নিয়তি। কাউকে দায়ী করছি না, এ আমার নিয়তি।'

'কিন্তু...কেন?'

'দুঃখিত, লিমা। ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।'

'আপনি দুখী মানুষ, জানি; কিন্তু এভাবে নিজেকে কষ্ট দেয়ার কি মানে?'

রানার উত্তর, 'যাও, শুয়ে পড়ো গিয়ে।'

কিছুক্ষণ নড়ল না লিমা। তার কান্নার শব্দ শুনল রানা, তবু কিছু বলল না। একটু পর হঠাৎ ঘুরে ছুটল লিমা। সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল ও।

ছয়

পরদিন সকাল সাতটায় ডেকে বেরিয়ে এসে বোটের চারদিকে তাকাল রানা। নলখাগড়ার অন্তহীন বিস্তৃতি দেখে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল, লুকোচুরি খেলার জন্যে এরচেয়ে আদর্শ জায়গা আর হয় না। বেশ খানিক দূরে সিয়াম উপসাগর ঝাপসা দেখাচ্ছে। নলখাগড়ার জঙ্গল শুধু সীমাহীন নয়, অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন মনে হলো।

তবে ম্যাপ সে-কথা বলে না। এই সুবিশাল নলখাগড়ার ভেতর জলপথ আর লেগুনের একটা নেটওঅর্ক আছে–কোনটা গভীর, কোনটা অগভীর। জলাভূমির গভীর প্রদেশে মানুষও বাস করে। ওরা আদিম জেলে সম্প্রদায়, মাটির স্তূপ কিংবা খুদে দ্বীপে ঘর তৈরি করেছে। লিমার মুখে শোনা, এরা যেমন পরিশ্রমী তেমনি সরল, পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে হাজার বছর ধরে অস্তিত্ব রক্ষা করছে। তারা না বোঝে কমিউনিজম, না বোঝে ন্যাশনালিজম। বাইরের দুনিয়া তাদের কাছে অর্থহীন।

এক ঝাঁক বুনো হাঁস নলখাগড়া থেকে আকাশে উঠল, বাঁক নিয়ে চলে গেল সাগরের দিকে। একটা হাঁক ছেড়ে হুইলহাউসে ঢুকল রানা। এখানে একা হেগেন রয়েছে। গ্যালি থেকে লিমা আর ডয়েস উঠে এল। চার্ট খুলে পরিস্থিতি সম্পর্কে সবাইকে একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করল ও। 'এখান থেকে সামনের পথ অত্যন্ত বিপজ্জনক। রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা সতর্ক থাকতে হবে। যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন দিক থেকে বিপদ আসতে পারে। জেলেরা নিরীহ, ভুল করেও গুলি করা যাবে না। ভয় স্কাউটদের, কারণ তারা

আমাদেরকে খুঁজবে।'

'এত ভয় দেখাচ্ছ কেন?' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল ডয়েস। 'আমি আসল কথাটা জানতে চাই। সোনা কোনদিকে, আর সেখানে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে?'

'ওখানেই তো সমস্যা,' বলল রানা। 'লিমা যে ক্রস-বেয়ারিং দিয়েছে আমাকে, সেখান থেকে আট মাইল দূরে রয়েছি আমরা। ওখানে একটা লেগুন আছে, ওই লেগুনেই ডুবেছে লঞ্চটা। এই চার্টে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে সবগুলো জলপথ দাগানো নেই। এর মানে হলো, গন্তব্যে পৌঁছুতে বিশ মাইল জলপথ পাড়ি দিতে হতে পারে আমাদের।'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করল ডয়েস। চোখে অবিশ্বাস। 'বাজে কথা, তুমি আমাদের ভুল তথ্য দিচ্ছ।'

'বোটের খোল কাদায় আটকালে টের পাবে,' বলল রানা, ডয়েসের অভিযোগ গায়ে মাখল না। 'আর দেরি না করে এখুনি আমাদের রওনা হওয়া উচিত।'

সকালের বাকি অংশ যেন দুঃস্বপ্নের ভেতর কাটল। জলার দুর্গন্ধের সঙ্গে সূর্যের অগ্নিবৃষ্টি নরক করে তুলল পরিবেশ, ওদের সব শক্তি শুষে নিচ্ছে। দুই কি তিন মাইল ঠেলতে হলো বোট, পানি বলতে এখানে কিছুই নেই, পুরোটাই তরল কাদা। বেলা দুটোর পর, পাঁচ ঘণ্টা ঘাম ঝরিয়ে, চওড়া একটা জলপথে পৌঁছুল ওরা। বিশ্রামের আদেশ দিল রানা।

সবারই মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে। কারুরই তেমন খিদে নেই। মশা একটা বিকট উপদ্রব হয়ে দাঁড়াল। ফার্স্ট-এইড বক্সে রিপেলেন্ট ক্রীম পেল লিমা, কিন্তু মশা তাড়াবার জন্যে সেটা তেমন কোন কাজে এলো না। সবার চেয়ে লিমার অবস্থাই বেশি কাহিল। পুরোটা সকাল পুরুষদের কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে খেটেছে সে। মশা ও পোকামাকড়ের কামড়ে ফুলে উঠেছে ডয়েসের মুখ। মারামারির ফলে যে ক্ষতগুলো তৈরি হয়েছিল সেগুলো এখন বীভৎস দেখাচ্ছে। 'এ-সব আর কতক্ষণ চলবে?' জানতে চাইল

সে। 'এ তো দেখছি মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র!'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'এখানকার পরিবেশ আর বিপদের কথা আগেই তোমাকে জানানো হয়েছে। তবে ভাগ্য ভাল হলে অবস্থার উন্নতি ঘটবে। প্রার্থনা করো এই চ্যানেল যেন আমাদেরকে ভুল পথে না নিয়ে যায়।' হুইলহাউসে ঢুকে বোট স্টার্ট দিল ও।

আঁকাবাঁকা পথ ধরে সাবধানে বোট চালাচ্ছে রানা। কম্পাস বেয়ারিং ঠিক রাখার জন্যে মাঝে-মধ্যে দিক পরিবর্তন করছে। বলা যায়, অনেকটা কপালগুণেই, দেড় ঘণ্টা পর চওড়া একটা লেগুনে পৌঁছাল ওরা। এঞ্জিন বন্ধ করল রানা। 'এটাই,' বলল ও।

উল্লাসে উত্তেজনায় নাচানাচি শুরু করল বাকি তিনজন। রেইলের সামনে স্থির হলো লিমা, কপালে হাত তুলে রোদ ঠেকাচ্ছে। ধীরে ধীরে ঘুরল সে, গোটা লেগুনের ওপর চোখ বোলাল। কাঁধ দুটো ঝুলে পড়ল। 'এটা সেটা নয়,' বিড়বিড় করে বলল।

'শালার কপাল!' হাতের তালুতে ঘুসি মাল ডয়েস। 'তুমি নিশ্চিত, লিমা?'

মাথা ঝাঁকাল লিমা। 'সেটা এই লেগুনের চেয়ে অনেক ছোট, আর নলখাগড়ায় ঘেরা। আমার মনে আছে, বাবা লঞ্চটাকে লুকাবার জন্যে নলখাগড়ার জঙ্গলে ঢুকেছিল, তারপর হঠাৎ আমরা ছোট একটা লেগুনে বেরিয়ে আসি। তখন সন্ধে হয়ে এলেও, লেগুনের আকৃতি আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

হুইলহাউসের মাথায় উঠে চারদিকে চোখ বুলাল রানা। নলখাগড়ার সীমাহীন বিস্তৃতি ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ডেকে নেমে এসে গা থেকে শার্ট খুলল ও। 'আশপাশটা পরীক্ষা করতে হলে সাঁতরাতে হবে।'

নিঃশব্দে হেসে ডয়েসও শার্ট খুলল। 'সোনার লোভ দেখিয়ে ভালই খাটিয়ে নিচ্ছ তুমি!' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ডাইভ দিল সে, দ্রুত সাঁতার কেটে একদিকে চলে যাচ্ছে।

হাসিমুখে লিমাকে রানা বলল, 'চিন্তা কোরো না। তোমার

সিক্রেট লেগুন ঠিকই আমরা খুঁজে বের করব।' ডাইভ দিল ও, তারপর ডয়েসের উল্টোদিকে রওনা হলো।

পানিতে সোঁদা একটা গন্ধ, তবে বেশ ঠাণ্ডা, ঘামে ভেজা গরম শরীরে আরাম লাগল। নলখাগড়ার ফাঁক দিয়ে সরু একটা গলি তৈরি হয়েছে, সেটা ধরে কয়েক গজ এগোল ও। সামনে কানাগলি, দেখেও থামল না, নলখাগড়া সরিয়ে পথ করে নিচ্ছে। এগোতে তেমন সমস্যা হচ্ছে না। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ছোট একটা লেগুনে পৌঁছাল ও। মনটা নেচে উঠতে চাইলেও, হতাশায় ছেয়ে গেল। পানি এখানে মাত্র কয়েক ফুট গভীর, একটা লঞ্চকে লুকিয়ে রাখার জন্যে যথেষ্ট নয়। ঘুরে নলখাগড়ার ভেতর ফিরে আসতে হলো। আরেক দিকে যাচ্ছে রানা।

মাঝে মধ্যে হাঁক ছাড়ছে ও। শুনতে পেয়ে সাড়া দিচ্ছে লিমা। দূর থেকে ভেসে আসা ডয়েসের হাঁকও রানা শুনতে পাচ্ছে। দু'জনের কারও ভাগ্যেই শিকে ছিঁড়ছে না।

আধ ঘণ্টা পর দু'জনই ফিরে এল বোটে। ডয়েস আগে ফিরেছে, রানাকে বোটে উঠতে সাহায্য করল সে। সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ টানল কিছুক্ষণ। তারপর পানিতে ফেলে দিয়ে ওটার পিছু নিল। এবার নতুন একটা দিক ধরে সাঁতার কাটছে।

রানাও আলাদা একটা দিক বেছে নিল। লেগুনের দূর প্রান্তে প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে নলখাগড়ার বন, সেটার ভেতর ঢুকে পঞ্চাশ ফুটের মত এগোল। জঙ্গলের শেষ কোথায় বুঝতে পারছে না। সিদ্ধান্ত নিল ফিরে আসবে। কিন্তু কেন যে আরও একটু এগিয়ে দেখার ইচ্ছে হলো বলতে পারবে না। বেশি নয়, মাত্র পাঁচ ফুট এগোতেই সামনে প্রকাশিত হলো ছোট একটা গভীর লেগুন, আকারে প্রায় গোল, ডায়ামিটারে একশো ফুট হবে। পানি স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, তলায় সাদা বালি। তলাটা চারদিক থেকে ঢালু হয়ে নেমেছে, মাঝখানটা অনেক বেশি গভীর। রানা ধীরে ধীরে সাঁতার কাটছে। কেন যেন ভয় ভয় করছে ওর। জলাভূমির অন্যান্য অংশে বিভিন্ন জ্যান্ত প্রাণীর কলকাকলিতে মুখর হয়ে আছে

চারপাশ, অথচ এখানে এমন কি একটা ঝিঁঝি পোকাও ডাকছে না।

রানা'র মনে হলো, সেই আদিম যুগ থেকে কেউ এ জায়গা খুঁজে পায়নি, সে-ই প্রথম মানুষ এখানে ঢুকেছে। কিন্তু তা সত্যি নয়। হাত-পা না ছুঁড়ে ধীরে লেগুনের মাঝখানে চলে এল ও। নিচে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না। অগত্যা ডাইভ দিতে হলো।

কত দূর নেমেছে বলতে পারবে না রানা, লঞ্চের ডেক রেইলটা দেখতে পেয়ে উল্লাস অনুভব করল। যেন নিশ্চিত হবার জন্যে রেইলটা একবার ছুঁলো ও। তারপর উঠে এল পানির ওপর।

পানির ওপর মাথা তুলেই ক্যানুটা দেখতে পেল রানা। স্থানীয় একজন আদিবাসী জেলে আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে দেখছে ওকে। ক্যানুর কিনারা ধরে হাসল রানা। 'ভয় পেয়ো না, আমিও তোমার মতই একজন মানুষ।' জানে ইংরেজি বা চীনা কোন ভাষাই বুঝবে না, তবু চীনা ভাষাতেই বলল।

লোকটা থাই ভাষায় বলে উঠল, 'আমি তো ভাবলাম তুমি জলদৈত্য, আমাকে খেতে এসেছ!'

'আমি বড় একটা বোট থেকে এসেছি,' বলল রানা, ভাঙা ভাঙা থাই ভাষায়। 'বোটটা ওদিকে,' হাত তুলে দেখাল। 'আমাকে পৌঁছে দেবে?'

হাত লম্বা করে লেগুনের নিচেটা দেখাল জেলে। 'ওটা একটা অভিশপ্ত লঞ্চ, ওখানে শয়তানরা বাস করে। এখানে ডুব দিলে মানুষ আর উঠে আসে না।' রানা উঠে বসতে ক্যানু ছেড়ে দিল সে।

'কিন্তু কই, আমার তো কিছু হলো না।'

চিন্তায় পড়ে গেল লোকটা। তারপর বলল, 'তাহলে শয়তানরা এখন ঘুমাচ্ছে।'

নলখাগড়ার কিনারায় একবার থামল ক্যানু। 'এটা যদি খারাপ জায়গাই হয়, তুমি এসেছ কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

শোকে কাতর দেখাল লোকটাকে। ঘটনাটা ধীরে ধীরে বর্ণনা করল সে। লঞ্চটা তার ভাই প্রথমে দেখতে পায়। বারণ করা সত্ত্বেও ডুব দেয় সে। সম্ভবত একটা শেলফের কিনারায় ঝুলে ছিল লঞ্চটা। তার ভাই ভেতরে, কেবিনে ঢোকে। এই সময় কাত হয়ে উল্টে যায় লঞ্চ, কেবিনের দরজা বন্ধ হয়ে আটকে যায়। ওখানেই তার মৃত্যু হয়।

নলখাগড়ার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল ওরা। রানা বলল, 'আমি আবার ওখানে ডুব দেব। তোমার ভাইয়ের লাশটা তুলে আনব।'

'ফেমা লিয়েন খুব খুশি হবে, তোমার জন্যে প্রার্থনা করবে মন্দিরে।'

'ফেমা লিয়েন কে?'

নিজের বুকে আঙুল তাক করল লোকটা।

বোটের গায়ে ভিড়ল ক্যানু। লিয়েন ও লিমা পরস্পরকে দেখে হতভম্ব। পরিচয় না থাকলেও একজন আরেকজনকে চেনে। 'লঞ্চ পেয়েছি,' লিমাকে জানাল রানা। ডয়েসকে ডেকে নেয়া হলো। 'লেগুনের তলায় উল্টে আছে ওটা।'

ডেকে বসে লিয়েনকে অনেক প্রশ্ন করল রানা ও লিমা। হ্যাঁ, বিদেশী লোকজন সে আগেও দেখেছে। তারা বেশিরভাগই থাই, তবে সাদা চামড়ার লোকজনও দেখেছে। থাইরা আদিবাসী জেলেদের কাছ থেকে মাছ কিনে নিয়ে যায়। আর সাদারা আসে অস্ত্র বেচতে। ডয়েস থাই ভাষা বোঝে না, ফলে মাঝে মধ্যেই বাধা দিল। তার কথায় কান না দিয়ে লিয়েনকে রানা জিজ্ঞেস করল, গত কয়েক দিনের মধ্যে কোন বিদেশী লোকজনকে তারা দেখেছে কিনা। মাথা নাড়ল লিয়েন। তেমন কেউ আসেনি, এলে তারা দেখতে পেত। লিমা তাকে নিজের আত্মীয়স্বজনদের কথা জিজ্ঞেস করল। সবাই তারা ভাল আছে। খেমাররুজ গেরিলারা গ্রামবাসীদের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে পালিয়ে গেছে।

দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল রানা। তারপর হুইলহাউসে ঢুকে

স্টার্ট দিল এঞ্জিন। প্রথমে নলখাগড়ার জঙ্গলটাকে দুর্ভেদ্য মনে হলো, যদিও ফাঁক হয়ে গেল ধীরে ধীরে। ছোট লেগুনে চলে এল বোট। এঞ্জিন বন্ধ করল রানা। সবাই ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। ডয়েস জানতে চাইল, 'তুমি ঠিক কি করতে চাইছ, বলবে?'

তার কথার উত্তর না দিয়ে লিয়েনকে রানা বলল, 'সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত থাকো তুমি। লাশটা তুলে আনি, গ্রামে নিয়ে যেতে পারবে।' কেবিনে ঢুকে আবার বেরিয়ে এল, টেনে আনল একটা বাক্স, তাতে ডাইভিং ইকুইপমেন্ট আছে।

'সূর্য ডুবতে আর এক কি দেড় ঘণ্টা বাকি, আপনি রাতে ডাইভ দিতে চান?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল লিমা। কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল রানা, বাক্স খুলে জিনিস-পত্র বের করছে। 'ওকে থামাও, ডয়েস!' ডয়েসের হাত ধরে ঝাঁকাল লিমা।

'এত তাড়া কিসের, রানা?' জানতে চাইল ডয়েস। 'লঞ্চটা ওখানেই থাকবে, কেউ নিয়ে পালাবে না। কাল সকাল থেকে কাজ শুরু করলেই তো হয়।'

পায়ে রাবার ফ্লিপার পরা শেষ করে পিঠে অ্যাকুয়া-লাঙ তুলল রানা, হেগেন সেটার স্ট্র্যাপ আটকাল। 'তোমরা দেখছি ম্যাট হিথের কথা ভুলে গেছ,' বলল ও। 'তার চেয়ে এগিয়ে আছি আমরা, আজ রাতে কিছু কাজ সেরে না রাখলে পিছিয়ে পড়ব। লঞ্চের কেবিনে একটা লাশ আটকে আছে। লঞ্চটাও উল্টে আছে। হেগেনের দিকে ঘুরল ও। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্লক ও ট্যাকল ফিট করো। রাতেই ওটা দরকার হতে পারে।' ডাইভিং মাস্ক অ্যাডজাস্ট করে ব্রীদিং টিউবের মাউথপীসটা দু'সারি দাঁতের মাঝখানে আটকাল। ওর পানিতে নেমে যাওয়া নিঃশব্দে দেখল ওরা।

পনেরো মিনিট পর উঠে এল রানা। বলল, 'লঞ্চ সিধে করা সম্ভব নয়, বালির ভেতর অনেকটা ডেবে গেছে। ছাদ ভাঙা, সেটারই

আবর্জনার ভেতর ঢাকা পড়ে আছে কেবিনের দরজা।'

মাথা ঝাঁকাল লিমা। 'হ্যাঁ, ছাদটা ভাঙারই কথা। কামানের গোলা লেগেছিল।'

'এখন তাহলে কি করা?' জিজ্ঞেস করল ডয়েস।

'ওয়াটারপ্রুফ প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ আছে, চিন্তার কিছু নেই,' বলল রানা। নোঙর তুলে ফেলার নির্দেশ দিল ও। ডয়েসকে বলল ব্লাস্টিং ইকুইপমেন্ট আনতে। এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বোটটাকে লেগুনের কিনারায় নিয়ে এল হেগেন।

তৈরি করা চার্জ নিয়ে, ডিটোনেটর ও তার সহ, আবার ডাইভ দিল রানা। ফিরে এল কয়েক মিনিটের মধ্যেই। ওর ইঙ্গিত পেয়ে ডিটোনেটিং বক্সের প্লাঞ্জারে চাপ দিল হেগেন। উথলে উঠল পানি, ভোঁতা একটা আওয়াজ হলো, সারফেসে আলোড়ন ওঠায় বোট দুলছে।

ইতিমধ্যে সন্ধে হয়ে এসেছে। লিমা বলল, 'আপনার আর আজ ডাইভ দেয়ার দরকার নেই। নিচে কিছুই দেখতে পাবেন না।'

হেসে উঠে হেগেনকে রানা বলল, 'ল্যাম্পটা নিয়ে এসো।'

হুইলহাউস থেকে ল্যাম্পটা আনল হেগেন, লম্বা কেবলের শেষ প্রান্তে আটকানো। ওয়াটারপ্রুফ ল্যাম্প, বোটের লাইটিং সিস্টেমের সঙ্গে প্লাগ-এর সংযোগ দেয়া হলো। এক হাতে ল্যাম্প, আরেক হাতে ক্রো-বার নিয়ে পানির নিচে তলিয়ে গেল রানা।

ল্যাম্পের আলোয় এত তেজ, ডুব দিতেই অনেক নিচে দেখা গেল লঞ্চটা। কি কারণে ওটাকে কেমন যেন অশুভ আর ভৌতিক লাগছে। একে তো ভাঙাচোরা ও পুরোপুরি ওল্টানো, তার ওপর বিস্ফোরক ব্যবহার করায় অদ্ভুত ধ্বংসস্তূপের চেহারা পেয়েছে। বিস্ফোরণে বড় ও কালো গর্ত তৈরি হলেও, ভেতরে ঢুকতে ভয়-ভয় করছে রানার। সাহস করে খানিকটা এগোল ও, কেবিনের ভেতর আলো তাক করল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

কেবিনে ঢুকে কোণগুলোয় আলো ফেলল রানা। অস্বাভাবিক

কিছুই চোখে পড়ল না। সিলিং পায়ের নিচের দিকে, মেঝে মাথার দিকে; ভেসে থাকার সময় অদ্ভুত অনুভূতি হলো। ওর সামনে আরও একটা দরজা, আরেক কেবিনে যাবার পথ। সেদিকে এগোল ও। সিলিঙের ওপর কয়েকটা কাঠের বাক্স দেখা গেল, বেশিরভাগই ভাঙা, ভেতর থেকে সোনালি মূর্তি বেরিয়ে এসেছে। সোনা! সেদিকে অপলক তাকিয়ে আছে রানা, চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল। ঝট করে ওপর দিকে আলো তাক করল ও। পুরো কেবিন আলোকিত হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে আতঙ্কে অবশ হয়ে এল শরীর–ওর দিকে অনায়াস ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে এক লোক, বাহু দুটো প্রসারিত। নিঃশব্দে চিৎকার করে উঠল রানা, ক্রোবার দিয়ে আঘাত করল লোকটাকে। ছিটকে এক কোণে সরে গেল লোকটা, ভেসে থাকল ওখানে।

লিয়েনের ভাই! হঠাৎ করে ক্লান্ত ও দুর্বল বোধ করল রানা। প্রকৃতির কোন অদ্ভুত খেয়ালই বলতে হবে, জ্যান্ত মানুষের মত সিধে হয়ে আছে লাশটা। বীভৎস একটা দৃশ্য। লাশের গায়ে চামড়া বলতে কিছুই নেই। সরাসরি না তাকিয়ে সেদিকে এগোল রানা, লাশের চুল ধরে বেরিয়ে এল লঞ্চ থেকে।

লাশটা ছেড়ে দিল রানা। আপনা থেকেই সারফেসের দিকে উঠে যাচ্ছে ওটা। লঞ্চে আবার ঢুকল ও, বেরিয়ে এল ছোট একটা বুদ্ধমূর্তি নিয়ে। সারফেসের ওপর, বীস্টের পাশে মাথা তুলল। ব্যস্ত একজোড়া হাত ধরল ওকে, তুলে নিল ডেকে। 'ওটা ভেসে উঠছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ওর ওপর ঝুঁকে রয়েছে লিমা। মাথা ঝাঁকাল সে।

'ভেসে উঠেছে মানে!' বলল ডয়েস। 'পানির ওপর রীতিমত লাফ দিল। আমি তো একটুর জন্যে জ্ঞান হারাইনি!'

হেগেন বলল, 'ওই চলে যাচ্ছে।' ডেকের ওপর সিধে হয়ে রানা দেখল ক্যানু নিয়ে নলখাগড়ার জঙ্গলে ঢুকছে লিয়েন, ক্যানুর পিছু নিয়ে ভেসে যাচ্ছে তার ভাইয়ের লাশ, রশির সঙ্গে বাঁধা।

ওদের দিকে ফিরে হাত নাড়ল লিয়েন. বলল, 'কাল আবার

আসব আমি, লিমা।'

মূর্তিটা ডয়েসের হাতে। নেড়েচেড়ে দেখছে। 'কত দাম হবে এটার? এরকম ক'টা আছে?'

তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কেবিনের দিকে চলে গেল রানা।

সকালে ঘুম ভাঙার পর ডেকে বেরিয়ে এসে রানা দেখল, লিমা ও ডয়েস পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করছে। ওকে দেখে লিমা তাড়াতাড়ি বলল, 'আপনাকেও কফি দিই!' বলেই চলে গেল গ্যালির দিকে।

'লিমার সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, সে তোমার কুমতলবের কথা জানে না,' বলল ডয়েস। 'সে বিশ্বাস করে না যে তার সোনা তুমি মেরে দেয়ার প্ল্যান করেছ।'

তার দিকে পিছন ফিরল রানা, সকালের সৌন্দর্য উপভোগ করছে। মাথার ওপর বুনো পাখিরা ঝাঁক বেঁধে উড়ছে। নলখাগড়ার বন বাতাসে হেলে পড়ছে একদিকে। স্বচ্ছ পানিতে রংবেরঙের মাছ।

'তবে, এই সোনার ওপর তোমার অধিকার আমি অস্বীকার করি না,' বলল ডয়েস। 'লিমাকে বাঁচানোর জন্যে নিজের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়েছ তুমি। সত্যিকার বীরত্ব দেখিয়েছ। লিমা তো দেখছি তোমাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে। আমিও সামান্য হলেও সংক্রমিত হয়েছি।' নিজের কথায় নিজেই হেসে উঠল। 'তবে তার মানে এই নয় যে তোমাকে একা সব হজম করতে দেব।' '

হেগেন হুইলহাউসে ছিল, তাকে ডেকে রানা বলল, 'তোমার বোটে এত সোনা ধরবে না। হোল্ডে শুধু সোনা ভরব আমরা, বাক্স ছাড়াই। তাতে কম জায়গা লাগবে। হাতলঅলা বড় সাইজের চটের বস্তা আছে, নিচে নেমে ওই বস্তায় মূর্তিগুলো ভরব আমি, তোমরা কপিকলের সাহায্যে তুলে নেবে।'

কফি নিয়ে ফিরে এল লিমা, জানতে চাইল, 'লেদার ব্যাগ দুটো দেখেছেন? ওগুলোয় পাথর আছে।'

'হোল্ডে ঢুকলাম কখন যে দেখব?' বলল রানা।

সকাল আটটায় প্রথম ডাইভ দিল ও। পানিতে রোদ লাগায় লেগুনের তলাটা আলোকিত, সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। লঞ্চের ভেতরও আলোর অভাব নেই। হোল্ডের ছাদে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে বাক্সগুলো। প্রায় প্রতিটি বাক্সই অক্ষত। এগুলো ভেঙে সোনা বের করা, তারপর বাইরে নিয়ে গিয়ে বস্তায় ভরা, অত্যন্ত কঠিন ও সময়সাপেক্ষ কাজ। কাজটায় হাত দেয়ার আগে নিজেকে সাহস যোগাতে হলো।

প্রথম বস্তা ভরে বোটে তুলতে আধ ঘণ্টা লেগে গেল। প্রতি বস্তায় বারো থেকে পনেরো মণ সোনা ধরছে। এক সঙ্গে দুটো করে বস্তা বোটে তোলা হলো, প্রথম দিকে বস্তাগুলোর সঙ্গে রানাও পানির ওপর উঠল। 'হোল্ডে শুধু ভরলেই হবে না,' হেগেনকে বলল ও। 'রশি দিয়ে ভাল করে বাঁধতেও হবে। তা না হলে বোট ঝাঁকি খেলে ক্ষতি হবে ওগুলোর।'

'এত সোনা আমার চৌদ্দগোষ্ঠির কেউ কখনও দেখেনি!' ডয়েসের চোখ জোড়া চকচক করছে। 'ভাই রানা, তুমি যদি সত্যি আমাকে বঞ্চিত করো, আমি নির্ঘাত পাগল হয়ে যাব!'

সাড়ে এগারোটার মধ্যে বিশ বস্তা সোনা তোলা সম্ভব হলো। কাজটা অনেকখানি সহজ করে নিয়েছে রানা—লঞ্চের মেঝে বিস্ফোরকের সাহায্যে ভেঙে ফেলেছে ও, ফলে হোল্ডে বসেই বস্তায় সোনা তোলা সম্ভব হচ্ছে। বস্তাগুলো ভরছেও বাক্সসহ, বোটে তোলার পর ডয়েস আর হেগেন বাক্স ভেঙে ভেতরের কার্গো রেখে আসছে হোল্ডে, ভাঙা বাক্স ফেলে দিচ্ছে পানিতে।

বিশ বস্তা তোলার পর বীস্টের ডেকে উঠে এল রানা। তোয়ালে দিয়ে ওর গা মুছিয়ে দিল লিমা। একটা শার্ট পরল ও, দু'হাতে গরম মগ ধরে ঠক-ঠক করে কাঁপছে।

এই সময় ক্যানু নিয়ে হাজির হলো লিয়েন। বারবার মাথা নত করে রানাকে সম্মান জানাল সে, বলল, 'আমাদের পুরো পরিবার আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। ওদের খুব ইচ্ছে আপনাকে একবার দেখে।'

'এখানে আমাদের অনেক কাজ, লিয়েন,' বলল রানা। 'আর সন্ধের দিকে সাগরে ফিরে যেতে হবে। সময় পেলে সত্যি তোমাদের গ্রাম থেকে বেড়িয়ে আসতাম।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'গ্রামের লোকজন বিদেশী কাউকে দেখেছে? বিশেষ করে সাদা চামড়ার কাউকে?'

মাথা নেড়ে লিয়েন বলল, 'জ্বী-না। জলাভূমির চারদিকে আমরা মাছ ধরি। কেউ এসে থাকলে ঠিকই আমাদের চোখে ধরা পড়ত।'

মনে মনে হতাশ বোধ করল রানা। তাহলে কি হিসাবে ভুল হয়ে গেল? ফাঁদে পড়ার ভয়ে না আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেড ড্রাগন? 'তোমাদের গ্রামে টাটকা ফল আর তরি-তরকারি পাওয়া যাবে? আমাদের দরকার।'

প্রবল উৎসাহে মাথা ঝাঁকাল লিয়েন। 'দু'ঘণ্টার মধ্যে নিয়ে আসছি, স্যার!'

রানা ক্লান্ত, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার জন্যে কেবিনে ঢুকল।

আধ ঘণ্টা পর ডাইভ দেয়ার জন্যে আবার যখন ডেকে বেরুল ও, লিমাকে কোথাও দেখতে না পেলেও মনে কোন প্রশ্ন জাগল না বা সন্দেহও সৃষ্টি হলো না। তৈরি হয়ে ডাইভ দিল ও। এদিকে ডয়েস আর হেগেনও প্রস্তুত, কপিকলের সাহায্যে বস্তাগুলো তুলে নেবে।

কিছুক্ষণ পর পর বিশ্রাম নিয়ে বেলা তিনটে পর্যন্ত একটানা কাজ করল রানা। আরও ত্রিশ বস্তা কার্গো ভরা হলো বীস্টের হোল্ডে।

তিনটের সময় এক হাতে দুটো ব্যাগ নিয়ে বীস্টের ডেকে উঠল রানা, ভয়ানক ক্লান্ত। লিমার অনুপস্থিতি এবার অস্বাভাবিক লাগল ওর। 'লিমা কোথায়?'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল হেগেন। 'লিমা কোথায় মানে? তুমি যখন প্রথম দফা বিশ্রাম নেয়ার জন্যে কেবিনে ঢুকলে তখনই তো সে লিয়েনের সঙ্গে চলে গেল!'

'হোয়াট!' রানার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। 'কি বলছ তুমি!'

'কেন, তুমি জানো না?'

ডয়েস বলল, 'লিমা বলল, লিয়েনদের গ্রাম সে চেনে। ওখানে তার অনেক পরিচিত মানুষ আছে।'

'কিন্তু লিয়েনের তো দু'ঘণ্টা পর ফিরে আসার কথা!'

ডয়েস বলল, 'এ নিয়ে আমরাও আলোচনা করছিলাম। হেগেন বলল, বেড়াতে গেছে, একটু দেরি হতেই তো পারে।'

'এই তোমার বুদ্ধি? দু'জনেই তোমরা জানো, আমাদের পিছু নিয়ে রেড ড্রাগন আসবে। সব জেনেও লিয়েনের সঙ্গে ওকে যেতে দিলে তোমরা?'

'তুমি লীডার, তুমি কেন বাধা দাওনি?' রেগে যাচ্ছে ডয়েস।

'আমি জানতামই না যে লিয়েনের সঙ্গে যাচ্ছে লিমা!'

ভয়ে ভয়ে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছিল হেগেন, হঠাৎ বিড়বিড় করে বলল, 'ব্যাপারটা আমার কিন্তু ভাল ঠেকছে না!'

ঝট করে তার দিকে ফিরল ডয়েস। 'কি ভাল ঠেকছে না?'

'পাখিদের আচরণ,' বলল হেগেন। 'এখানে আসার পর থেকে ওদের চেঁচামেচিতে কান পাতা যাচ্ছিল না। কিন্তু এখন ওদের একটারও কোন সাড়া-শব্দ নেই।'

এক মুহূর্তের জন্যে সবাই ওরা কান পাতল। তলপেটে ভয়ের ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করল রানা। 'হ্যাঁ,' ফিসফিস করল ও। 'পাখিরা থেমে গেছে।' রেইলের কাছে এসে ডাইভিং গিয়ার পরতে শুরু করল। লেদার ব্যাগ দুটো ডেকের ওপর ফেলে দিয়েছে।

'কি করছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল ডয়েস।

'চোখ-কান খোলা রাখো,' বলল রানা। 'বাকি সোনা তুলতে যাচ্ছি আমি।'

'লিমার কি হবে?'

'আগে হাতের কাজ শেষ করি, তারপর চিন্তা করব। হেগেন, ব্যাগ দুটো সরিয়ে রাখো,' বলে ডাইভ দিল রানা।

দু'বারে চার বস্তা উঠল, প্রতিবার ওগুলোর সঙ্গে উঠে এল

রানা। মনে একটা ভয় ছিল, বিপদ হতে পারে। তবে না, কিছুই ঘটেনি। লঞ্চের হোল্ড অর্ধেকের বেশি খালি হয়ে আসায় নড়াচড়ার বেশি জায়গা পাওয়া যাচ্ছে, এখনকার বাক্সগুলোও আকারে বড়, কাজ আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়ে এসেছে। দুটো বাক্স, প্রায় একশো মণ ওজন হবে, বস্তায় না ভরে সরাসরি তোলা সম্ভব হলো। সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করল রানা। আর সাত-আটটা বাক্স তুলতে পারলেই হয়। কিন্তু শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে, বিশ্রাম না নিলেই নয়। একজোড়া বাক্সের সঙ্গে নিজেও এবার উঠতে শুরু করল সারফেসের দিকে।

খানিকদূর উঠেছে, মাথার ওপর সারফেসে একটা ক্যানুর তলা দেখতে পেল রানা। লিমা ফিরে এসেছে ভেবে পরম স্বস্তি বোধ করল ও। ক্যানুর কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে পানির ওপর মাথা তুলল। সঙ্গে সঙ্গে আবার ডুব দিল ও। ক্যানুতে দু'জন চীনা রয়েছে, মাথায় ক্যাপ, ক্যাপের কপালে রেড ড্রাগনের নকশা। একজন চীনা ক্যানুর বোতে দাঁড়িয়ে আছে, হাতের মেশিন-পিস্তল ডয়েস আর হেগেনের দিকে তাক করা। রানা ডুব দিচ্ছে, লোকটা ঘুরে পানিতে গুলি করল। দ্রুত নিচে নেমে আসছে ও, অলস ভঙ্গিতে পাশ কাটাতে দেখল বুলেটগুলোকে।

গুলিবর্ষণ থামতে আবার উঠতে শুরু করল রানা, সরাসরি ক্যানুর খোল লক্ষ্য করে। পায়ে রাবার ফ্লিপার থাকায় বাড়তি গতি পেয়েছে ও। খোলটা মাথায় হালকাভাবে ঠেকতেই দু'হাতে ক্যানুর কিনারা ধরে টান দিল। হালকা ক্যানু উল্টে গেল পুরোপুরি।

একজন চীনা ওর গায়ের ওপর পড়ল, পানিতে এলোপাতাড়ি পা ছুঁড়ছে। তার বেল্ট ধরে লেগুনের তলায় টেনে আনল রানা, একটা পা লঞ্চের রেইলে ঠেকিয়ে ভাঁজ করল, এক হাতে জড়িয়ে ধরল গলাটা। প্রথমে ধস্তাধস্তি করলেও, একটু পরই অক্সিজেনের অভাবে নিস্তেজ হয়ে গেল লোকটা। নাক দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। ছেড়ে দিতে তলিয়ে গেল লাশ।

আবার ওপরে উঠছে রানা। মাথার ওপর পানিতে তীব্র

আলোড়ন। দ্বিতীয় চীনা আর ডয়েস পানিতে ধস্তাধস্তি করছে, কেউ কাউকে ছাড়ছে না। সম্ভবত এই প্রথম বার সুবিধে করতে পারছে না ডয়েস। ওপরে ওঠার সময় খাপ থেকে ছুরিটা বের করে হাতে নিল রানা। পানির ওপর মাথা তুলল না, তার আগেই ফলাটা গেঁথে দিল চীনা শত্রুর পিঠে। পাঁজরের ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকল ওটা, হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিয়েছে।

পানির ওপর মাথা তুলে রানা দেখল, আহত চীনার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বোটের দিকে এগোচ্ছে ডয়েস। পিছন ফিরে তাকাতে রানাকে দেখতে পেল, মুখ থেকে ব্রিদিং-টিউব খুলছে। 'দিয়েছি শালাকে শেষ করে!'

'তুমি না!' বলে ডয়েসকে পাশ কাটাল রানা, উঠে পড়ল বীস্টের ডেকে।

ডেকে উঠে ভাসমান লাশটার দিকে তাকিয়ে থাকল ডয়েস। লাশের চারপাশের পানি লাল হয়ে উঠেছে। রানার দিকে ফিরল সে। কি ঘটেছে বুঝতে পারলেও ধন্যবাদ দিল না। জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি হবে?'

'এখনও ঘণ্টাখানেক দিনের আলো পাব,' বলল রানা। 'আর মাত্র সাত-আটটা বাক্স বাকি আছে।'

'তুমি পাগল নাকি?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ডয়েস। 'এতই তোমার সোনার লোভ যে...'

'শাট আপ!' চাপা গলায় গর্জে উঠল রানা। তারপর হেগেনের দিকে ফিরে বলল, 'কপিকল খালি করো!'

বাকি বাক্সগুলো তুলে আনতে আধ ঘণ্টা লাগল। এবার রানার সঙ্গে ডাইভ দিল ডয়েসও। কাজটা শেষ হতে হেগেন বলল, 'হ্যাঁ, বাবা, সাহস বটে!'

'থাক, আর প্রশংসা করতে হবে না।' গা থেকে ডাইভিং গিয়ার খুলে ফেলল রানা। 'তৈরি হও। এখুনি আমরা রওনা হব।' কেবিনে চলে এল ও।

দরজায় দাঁড়িয়ে হেগেন জিজ্ঞেস করল, 'রওনা হব মানে,

রানা?'

'মেয়েটাকে আনতে যাব।'

হেগেনকে পাশ কাটিয়ে কেবিনে ঢুকল ডয়েস। 'আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

'আমি শুনতে চাই না,' বলল রানা।

'সোনা যখন উদ্ধার করা গেছে, আর কোন ঝুঁকি নেয়া উচিত নয় আমাদের,' বলল ডয়েস। 'আমি বলতে চাইছি এমন কিছু করা উচিত হবে না যাতে এই সোনা হাতছাড়া হয়ে যায়।'

'মানে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হেগেন সোনা নিয়ে সাগরের মুখে চলে যাক,' বলল ডয়েস। 'ওখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে ও। আমি আর তুমি লিমার খোঁজে বেরুই। ওকে পেলে একটা ক্যানু নিয়ে সাগরের মুখে পৌঁছাব।'

'হেগেন একা সামলাতে পারবে না,' বলল রানা। 'রেড ড্রাগন আমাদেরকে ছেড়ে বোটের পিছু নিতে পারে—তখন কি হবে?'

'সেক্ষেত্রে কোথাও কারও যাবার দরকার নেই,' বলল ডয়েস। 'এখানেই আমরা লিমার জন্যে অপেক্ষা করি।'

রানা মাথা নাড়ল। 'না। রেড ড্রাগন তার দলবল নিয়ে পৌঁছে গেছে। লিয়েন ভুল করেছে। আমার ধারণা, সেই ভুলেরই খেসারত দিচ্ছে সে এখন।'

'তুমি বলতে চাইছ লিমা আর লিয়েনকে আটকে রেখেছে কর্নেল?' হেগেন জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, তাই আমার ধারণা,' বলল রানা। 'কাজেই আমাদের প্রথম কাজ লিমাকে উদ্ধার করা।'

'কিন্তু চাইলেই কি ওকে আমরা উদ্ধার করতে পারব?' জিজ্ঞেস করল ডয়েস। 'রেড ড্রাগনের সঙ্গে ক'জন আছে আমরা জানি না। সংখ্যায় ওরা নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে অনেক বেশি হবে। বোকার মত ওদের ফাঁদে পা দিতে যাই কেন?'

'ডয়েসের কথায় যুক্তি আছে, রানা,' বলল হেগেন। 'শত্রুর

শক্তি সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই নেই। অপেক্ষা করে দেখা যাক কি ঘটে।'

অগত্যা ওদের কথা মেনে নিতে হলো রানাকে। হেগেন বলল, 'তুমি ক্লান্ত, রানা। ঘুমোবার চেষ্টা করো। আমরা দু'জন মিলে পাহারা দিই। সকাল হোক, তারপর দেখা যাবে।'

বাঙ্কে শুয়ে রয়েছে রানা। হেগেনের কথা শেষ হবার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

সাত

ঘুম ভাঙার পর এক চুল নড়ল না। সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে, ফিরে পাওয়া শক্তি নতুন করে অনুভব করল, ইন্দ্রিয়গুলো ক্ষুরের মত ধারাল। ওপরের বাঙ্ক থেকে ডয়েসের নাক ডাকার আওয়াজ আসছে। হেগেনকে দেখা যাচ্ছে না, তার কোন সাড়া-শব্দই নেই। দিনটা গরম, পরিবেশে অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা। রানা জানে, কোনও একটা কারণে ঘুমটা ভেঙেছে। ডয়েসের মুখে হাতচাপা দিয়ে তাকে জাগাল ও। তারপর টেবিল থেকে কারবাইনটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল ডেকে। ওর পিছু নিয়ে ডয়েসও।

হুইলহাউসের দেয়ালে গা ঠেকিয়ে রোদের মধ্যে মড়ার মত ঘুমাচ্ছে হেগেন। সাবধানে তার ঘুম ভাঙাল রানা, ঠোঁটে আঙুল রেখে শব্দ করতে নিষেধ করল। চোখ জোড়া বড় বড় করে রানাকে দেখল হেগেন, তারপর মণি ঘুরিয়ে নলখাগড়ার দিকে তাকাল। পানিতে থেমে থেমে একটা আওয়াজ হচ্ছে। সবাই ওরা আড়ষ্ট। অপেক্ষা করছে।

নলখাগড়ার জঙ্গলে থেকে বেরিয়ে এল একটা ক্যানু। বোর

কাছে কুঁকড়ে ছোট হয়ে রয়েছে একটা কাঠামো।

লোকটা লিয়েন। কাছাকাছি আসতে দেখা গেল লিয়েনের কাপড়চোপড় সব ছেঁড়া, মুখে রক্ত। গালের এক পাশের মাংস লম্বা ফালি হয়ে ঝুলছে, ক্ষতটায় রাজ্যের মাছি ভন ভন করছে। ধরাধরি করে বোটে তোলা হলো তাকে, আলতোভাবে নামানো হলো ডেকে। ছুটে গিয়ে খানিকটা হুইস্কি নিয়ে এল হেগেন, লিয়েনের গলায় ঢেলে দিল। খক্-খক্ করে কাশল লিয়েন। তাকে পরীক্ষা করতে গিয়ে ভয় পেয়ে গেল রানা। শরীরের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যাবে না। এই লোক কিভাবে বৈঠা চালিয়ে এসেছে সেটাই আশ্চর্য। হুইস্কি খাওয়ার পর কি ঘটেছে ধীরে ধীরে বলতে পারল লিয়েন।

লিমাকে নিয়ে নিরাপদেই গ্রামে পৌঁছায় সে। গ্রামের লোকজন জাল মেরামত করছিল। সবাইকে চুপচাপ দেখে তার মনে কোন সন্দেহ জাগেনি। ক্যানু থেকে তারা মাটিতে পা দিতেই আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একদল চীনা, প্রত্যেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। বৃথাই, বোকার মত, ধস্তাধস্তি শুরু করে লিয়েন। রাইফেলের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড মার দিয়েছে ওরা। জ্ঞান ফেরার পর দেখে একটা ঘরে শুয়ে আছে সে। দরজায় কোন পাহারা ছিল না। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসে সে। কেউ ওকে দেখতে পায়নি, একটা ক্যানু নিয়ে খবরটা দিতে এসেছে।

লিয়েনের কথা ভাষান্তর করে ডয়েস আর হেগেনকে শোনাল রানা। তারপর নিজের প্ল্যানটাও ব্যাখ্যা করল। 'লিয়েন কোন শ্বেতাঙ্গকে দেখেনি, শুধু একদল চীনাকে দেখেছে। তবে চীনাদের সঙ্গে রেড ড্রাগন থাক বা না থাক, সারপ্রাইজ অ্যাটাকের এই সুযোগ আমরা ছাড়তে পারি না। এত তাড়াতাড়ি ওরা কোন হামলা আশা করছে না।' ডয়েসের দিকে তাকাল ও। 'তুমি আর আমি যাচ্ছি। একটা থম্পসন আর কয়েকটা গ্রেনেড নাও।' ডয়েস চলে যেতে হেগেনের দিকে তাকাল। 'তুমি থাকছ, হেগেন। সন্ধের মধ্যে আমরা যদি না ফিরি, তোমার প্রথম কাজ হবে আত্মরক্ষার

জন্যে পালানো। সুযোগ পেলে সব সোনা জলাভূমিতে কোথাও ফেলে যেয়ো। ফেলার সুযোগ একান্তই যদি না পাও, এই সোনা নিজের কোন কাজে ব্যবহার কোরো না। আরেকটা কথা। হার্ডি বা অন্য কাউকে বিশ্বাস করা উচিত হবে না।'

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল হেগেন, রানা থামতে বোকার মত মাথা ঝাঁকাল। সাব-মেশিনগান নিয়ে বেরিয়ে এল ডয়েস, বেল্টে কয়েকটা গ্রেনেড নিয়েছে। রেইল থেকে লাফ দিয়ে ক্যানুতে নামল রানা। ক্যানুর পিছনে বসল ডয়েস। বোর কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকল লিয়েন। ডয়েস বৈঠা চালাতে শুরু করল। বোট থেকে দূরে সরে আসছে ওরা, ওদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল হেগেন। একটা কথাও বলেনি সে, এমন কি বিদায় জানাবার জন্যে হাতও নাড়েনি। নলখাগড়ার জঙ্গলে ঢুকল ক্যানু। বোট অদৃশ্য হয়ে গেল। রানা জানে, হেগেন ভাবছে ওরা আর ফিরে আসবে না। তার দৃষ্টিতে মারা গেছে ওরা।

শিউরে উঠল রানা।

আধ ঘণ্টা বৈঠা চালাতেই ঘেমে উঠল ওরা। সিধে হয়ে বসল লিয়েন, চারদিকে চোখ বুলিয়ে জানাল, ওদের গ্রাম আর মাত্র কয়েকশো গজ দূরে। লম্বা ও খোলা একটা জলপথে চলে এল ওরা, সবুজ শ্যাওলা আর শাপলা পাতায় পুরোপুরি ঢাকা। জলপথের অর্ধেকটা পেরিয়েছে ক্যানু, সামনের নলখাগড়ার শেল্টার থেকে গর্জে উঠল একটা অটোমেটিক উইপন। কাতর একটা শব্দ করে রানার গায়ে আছাড় খেলো লিয়েন, তার বুক আর পেটে এক লাইনে এক পশলা বুলেট ঢুকেছে।

বৈঠা আগেই ছেড়ে দিয়েছিল রানা, কারবাইন দিয়ে নলখাগড়ার বনে বুলেট স্প্রে করছে, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল থম্পসনের স্লিংটা মাথার ওপর দিয়ে তুলে আনছে ডয়েস। ঝাঁক ঝাঁক বুলেট রানার মুখে পানি ছিটাচ্ছে, তবু কোন বিরতি না নিয়ে নলখাগড়ার জঙ্গলে ম্যাগাজিনটা খালি করল ও। থম্পসনে আরেকটা ক্লিপ পরাচ্ছে, তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার দিয়ে সিধে হলো

ডয়েস, হাত দিয়ে মুখ ঢাকল, আঙুলের ফাঁক গলে রক্ত বেরুচ্ছে। এক মুহূর্ত টলমল করল সে, তারপরই কাত হয়ে পড়ে গেল পানিতে, উল্টে যাওয়া ক্যানুটাও তার পিছু নিল।

রানার হাত থেকে খসে পড়ল কারবাইন, পানির ওপরে মাথা তুলে ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খেতে শুরু করল। এদিকের পানি নোংরা, দুর্গন্ধে বমি পাচ্ছে, কাশছে খক খক করে। চোখ মেলে তাকাতেই ডয়েসের মুখটা দেখতে পেল ও, ম্লান ও রক্তাক্ত। ঝট্ করে হাত বাড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করল তাকে, কিন্তু তার আগেই তলিয়ে গেল সে।

সেই মুহূর্তে ওর পিঠে ধাক্কা খেলো ক্যানুটা। মাথা ঘুরিয়ে তাকাতে কয়েকটা চীনা মুখ দেখতে পেল রানা, সবাই ওর দিকে অস্ত্র তাক করে হাসছে। আঘাতটা দেখতে পেল ও, কিন্তু ঠেকাবার জন্যে কিছুই করতে পারল না। রাইফেলের উল্টোপিঠ দিয়ে দড়াম করে বাড়ি মারল এক চীনা ওর ঘাড়ে। চোখের সামনে রঙিন আলো বিস্ফোরিত হলো।

আধ বোজা চোখে বুট জোড়ার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। ওর মুখের সামনে স্থির হয়ে আছে ওগুলো। খানিক পর একটা পায়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল। রানার পাঁজরে লাথি মারল লোকটা। প্রচণ্ড ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল রানা, ভয় পেল আবার না জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ঠাণ্ডা মাটির মেঝেতে শুয়ে কাতরাচ্ছে, দেখল ঘুরে গেল বুট জোড়া, লাথি মেরে দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর দম ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে বসল রানা।

মাটির একটা ঘরে, এক কোণে রয়েছে ও। বাতাসে অসহ্য দুর্গন্ধ। আবছা অন্ধকার চোখে সয়ে আসতে ঘরের আরেক কোণে তাকাতে দেখল মানুষের বিষ্ঠা স্তূপ হয়ে রয়েছে, কাছাকাছি মেঝেতে পড়ে রয়েছে দু'জন লোক। ওর পিছন দিকের মাটির দেয়ালে ফাটল ধরেছে, ক্ষীণ আলো ঢুকছে ভেতরে, সরে এসে সেই আলোয় নিজেকে পরীক্ষা করল ও।

খুলির একটা দিক ফুলে বেঢপ আকৃতি পেয়েছে, জমাট রক্তের সঙ্গে আটকে গেছে চুল। অনুসন্ধানী হাতের আঙুল একঝাঁক মাছির গা স্পর্শ করতে শিউরে উঠল সারা শরীর। ধীরে ধীরে দাঁড়াল রানা, সাবধানে হাত ও পা নাড়ল। কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়েছে ও, হাত-পায়ের কোন হাড় না ভাঙলেও পাঁজরে খুব ব্যথা। কয়েক পা এগিয়ে লোক দু'জনকে পরীক্ষা করল।

দু'জনই কম্বোডিয়ান, মারা গেছে। অমানুষিক নির্যাতন করার পর এই ঘরে ফেলে যাওয়া হয়েছে ওদেরকে, ওরা মারা গেছে চিকিৎসার অভাবে। লাশগুলো থেকে মাছির মেঘ উঠল। ঘুরে দেয়াল ধরে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করল রানা, হড়হড় করে বেরিয়ে এল পেটে যা কিছু ছিল।

টলতে টলতে আগের জায়গায় ফিরে এসে বসল রানা। দরজার কবাট অর্ধেক খোলা। ওর অবস্থা দেখে চীনারা সম্ভবত ধরে নিয়েছে আরও বহুক্ষণ নড়াচড়া করতে পারবে না ও। দাঁড়াতে ভয় করছে, মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারে। ক্রল করে দরজার পাশে চলে এল। এখানকার বাতাস তাজা, কিছুক্ষণ পর সুস্থ বোধ করল। বাইরে তাকাতে ধাঁধিয়ে গেল চোখ। বিকেলের তীব্র রোদে গোটা গ্রাম যেন ঘুমাচ্ছে। লেখাগড়ায় ঘেরা ছোট্ট একটা দ্বীপে ত্রিশটার মত ঘর, গায়ে গায়ে ঠেকে আছে। পেটমোটা একটা মোটর লঞ্চ, চল্লিশ ফুট লম্বা হবে, কাঠের জেটির পাশে বাঁধা। জেটিটা লম্বা হয়ে আছে পানির ওপর। মোটর লঞ্চের ডেকে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বাতাস নেই, পতাকাটা উড়ছে না। ওটা কোন্ দেশের পতাকা, আদৌ কোনও দেশের কিনা বোঝা গেল না। জমাট নিস্তব্ধতা অকস্মাৎ চুরমার হয়ে গেল আদিবাসি একটা মেয়ের আর্তচিৎকারে। চিৎকারটা আশপাশের কোনও ঘর থেকে বেরিয়েছে। তারপর রানা মেয়েটিকে দেখতে পেল। একটা ঘর থেকে বেরিয়ে উঠান ধরে প্রাণপণে ছুটছে। বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে বয়েস, পরনে কিছুই নেই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠানে বেরিয়ে এল দু'জন চীনা। একজন মেয়েটির কব্জি ধরে ঘোরাল, তারপর

ঠাস করে চড় মারল নাকে-মুখে। অবশ মেয়েটা নেতিয়ে পড়ল উঠানে। হাসতে হাসতে চীনা দু'জন তুলল তাকে, ধরাধরি করে ফিরিয়ে নিয়ে গেল ঘরের ভেতর।

ঘরের ভেতর দিকে, আবছা অন্ধকারে সরে এল রানা। অসুস্থ বোধ করছে আবার। মেয়েটিকে ভাল করে দেখতে পায়নি ও। বয়েস, কাঠামো, গায়ের রঙ—সবই তো লিমার সঙ্গে মিলে যায়!

দেয়াল ধরে সিধে হলো রানা, তারপর টলতে টলতে ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল। থেমে চারদিকে তাকাচ্ছে, ভাবছে কি করবে। উত্তেজিত একটা গলা ভেসে এল। চীনাদের কেউ একজন চিৎকার করছে। কোত্থেকে কে জানে তিনজন চীনা ছুটে এল। লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠল তারা, হাতে বাগিয়ে ধরা রাইফেল।

বেয়োনেটের খোঁচা খেয়ে বারান্দা থেকে নামল রানা। আরও বড় ও ভাল করে লেপা একটা মাটির ঘরের সামনে আনা হলো ওকে। ওর সামনে ছ'টা ধাপ। ইতস্তত করছিল, পিছন থেকে লাথি খেলো নিতম্বে। উঁচু বারান্দায় ওঠার পর আরেকটা লাথি। ঘরের ভেতর ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়েছে, শুনতে পেল ওর পিছনে কেউ জোরে দম নিচ্ছে, অর্থাৎ আবার লাথি খেতে হবে।

প্রচণ্ড রাগে অন্ধ হয়ে গেল রানা। শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে পিছন দিকে বুট চালাল ও। ওর পায়ের গোড়ালি কারও হাঁটুর ওপর আঘাত করল। পিছনে গুঙিয়ে উঠল একজন চীনা। আধ পাক ঘুরেই লোকটার মাথা দু'হাতে ধরে পাশের দেয়ালে ঠুকে দিল রানা।

মৃত্যু এগিয়ে এল, একজোড়া বেয়োনেট। দুই চীনার চোখে প্রতিহিংসার আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে। ঠিক যখন রানার পেটে বেয়োনেটগুলো ঢুকবে, চীনা ভাষায় কেউ একজন কথা বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র নিচু করল চীনারা। অজ্ঞান সঙ্গীকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। ওই একই কণ্ঠ থেকে ইংরেজিতে বলা হলো, 'ভেতরে এসো, মাসুদ রানা। সত্যি তুমি ভয়ঙ্কর

লোক!' গলাটা কর্নেল ম্যাট হিথের।

ঘরটা বিরাট। নিচু একটা টেবিলের ওপাশে বেতের চেয়ারে বসে রয়েছে রেড ড্রাগন। তার উল্টোদিকে একটা কাঠের চেয়ার, এগিয়ে এসে তাতে বসল রানা। টেবিলের ওপর জিন-এর একটা বোতল দেখে তুলে নিল, গলায় ঢালল খানিকটা। ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে কর্নেল। দম নিয়ে আরও খানিকটা জিন খেলো রানা। জিনিসটা টনিক হিসেবে কাজ করবে। চেয়ারে হেলান দিল ও, বলল, 'বেশ আরামেই আছ দেখছি।'

'দুনিয়াটা কাড়াকাড়ির জায়গা, রানা,' হেসে উঠে বলল কর্নেল হিথ। 'যারা কেড়ে নিতে জানে তারা ভোগ করে, যারা কেড়ে নিতে দেয় তারা ঠকে। আমরা ভোগী, তুমি আর আমি। আমরা যদি একসঙ্গে কাজ করি, ভাগাভাগিটা সহজ হয়ে যায়।'

রানা কথা বলল না।

পাইপে আগুন ধরিয়ে সরু করে ধোঁয়া ছাড়ছে রেড ড্রাগন। 'আমি জানতাম, লিমার জন্যে অবশ্যই আসবে তুমি। তোমার মনটা সত্যি খুব নরম। জানি না এই মন নিয়ে এসপিওনাজ জগতে আজও তুমি সারভাইভ করছ কিভাবে।' হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকল সে। 'সে যাক। মিস লিমার রূপ-যৌবন সত্যি আমাকেও পাগল করে তুলেছে। এরকম একটা নোংরা নরকে তার মত পদ্ম ফুটল কিভাবে তাই ভাবছি।'

রানা অপেক্ষা করছে।

'তবে, দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, সাংঘাতিক গোঁয়ার,' বলল কর্নেল। রানার চেহারা কঠিন হয়ে উঠতে দেখে হাত নাড়ল সে। 'না না, ব্যস্ত হয়ো না, তার গায়ে হাত তোলা হয়নি। আমি তার কোন ক্ষতি করতে চাই না—এখুনি।'

'আমার বন্ধুর খবর বলো,' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তাকে তোমার লোকজন তুলে এনেছে?'

'ওরা তাকে খোঁজেওনি,' বলল কর্নেল। একটু পর বলল, 'ব্যাপারটা সত্যি দুঃখজনক, রানা।'

'কোনটা?'

'এই যে, আমরা একদলে নেই।' হেসে উঠল কর্নেল। 'আমি সুযোগ-সন্ধানী, তুমিও তাই, অথচ দু'জনের মধ্যে অনেক অমিল। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার অনেক জিনিসই আমার বোধগম্য হয়নি।'

পিছনে পায়ের শব্দ পেল রানা। চীনা উচ্চারণ, তবে ইংরেজিতে কথা বলছে কেউ, 'এ স্রেফ সময়ের অপচয়, কর্নেল। ইন্টারোগেশনে কোন লাভ হচ্ছে না।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। খাকি ইউনিফর্ম পরা একজন চীনা, মাথায় টাক, শরীরটা রশির মত পাকানো। কপাল থেকে ঘাম মুছল সে। হিথ বলল, 'মেজর ইয়াং চ্যাঙ, রানা। এই মিশনে ওই আমার ডান হাত।'

হিথের দিকে ফিরে রানা বলল, 'কথাটা ঠিক। আমরা শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি।'

পাইপে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল কর্নেল। 'তোমার বোট, রানা। নলখাগড়ার জঙ্গলের ভেতর কোথাও আছে ওটা। ধরে নিচ্ছি, সোনাও তুমি উদ্ধার করেছ। কাজেই, একটা চুক্তিতে আসার এটাই আদর্শ সময়।' হঠাৎ আবার হাসল সে। 'আগেই বলেছি, তোমার অনেক জিনিসই আমি বুঝি না। তবে আমার একটা থিওরি আছে। পরীক্ষা করে দেখা যাক।' ইয়াং চ্যাঙের দিকে তাকাল সে, বলল, 'মিস লিমাকে নিয়ে এসো।'

দ্বিতীয় দরজাটা ঘরের অন্ধকার এক কোণে। সেটা খুলে পাশের ঘর থেকে বের করে আনা হলো লিমাকে। ধীর পায়ে, ভয়ে ভয়ে, হেঁটে এল সে। চোখে ইতস্তত ভাব, রানাকে চিনতে পেরে চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। হোঁচট খেলো, ছুটে এসে রানার গায়ে পড়ল। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে তাকে ধরে ফেলল রানা। 'সব ঠিক হয়ে যাবে, লিমা! তুমি স্থির হও।'

হেসে উঠে কর্নেল বলল, 'এরকম প্রেম সাধারণত দেখা যায় না। প্রেমিকার জন্যে এত বড় ত্যাগ, সত্যি তোমার তুলনা হয় না,

রানা!'

লিমার কাঁধের ওপর দিয়ে তার দিকে তাকাল রানা। 'কি চাইছ তুমি?'

দ্রুত এগিয়ে এসে রানার পাশ থেকে হ্যাঁচকা টানে লিমাকে সরিয়ে নিল চ্যাঙ, সেই সঙ্গে কষে একটা চড় মারল রানার গালে। 'তুমি শালা দেখিয়ে দেবে বোটটা কোথায়!'

চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখল, কর্নেলের হাতে একটা অটোমেটিক বেরিয়ে এসেছে। 'কেন দেখাব? তোমরা তো এমনিতেই খুন করবে আমাদের।'

মেজর চ্যাঙ পা তুলে লাথি মারল রানার পাঁজরে।

চেয়ার সহ মেঝেতে পড়ে গেল রানা। ব্যথায় মোচড় খাচ্ছে শরীরটা, ম্যাট হিথের গর্জন শুনতে পেল। 'ইউ ফুল! ওকে আমাদের দরকার! এই লোককে রাজি করানো এত সহজ ভেবেছ? সোনার ভাগ চাইলে গোটা ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

পিছিয়ে গেল চ্যাঙ।

'মিস লিমা,' জিজ্ঞেস করল কর্নেল, 'তুমি কি জানো, তোমার সমস্ত সোনা মাসুদ রানা মেরে দেয়ার তালে আছে?'

ধীরে ধীরে, ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লিমা। 'ওনার সম্পর্কে আমাকে কিছু বলতে হবে না। আমি জানি উনি কেমন মানুষ। যদি ভেবে থাকেন আমরা আপনাকে সাহায্য করব, ভুলে যান।'

লিমা থামতেই রানা বলল, 'গোটা জলা চষে ফেললেও বোটটা তুমি খুঁজে পাবে না, হিথ।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল কর্নেল। হাত দিয়ে ইশারা করল মেজর চ্যাঙকে। চ্যাঙ কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে রানা ও লিমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এসো, রানা, বারান্দায় বেরোই। ওখানে আমাদের জন্যে একটা শিক্ষামূলক নাটকের দৃশ্য অপেক্ষা করছে।'

বারান্দায় বেরিয়ে এল সবাই ওরা।

উঠানে, ওদের কাছ থেকে বিশ ফুট দূরে, চারজন সশস্ত্র চীনা

টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আদিবাসী একজন জেলেকে উঠানে ব্যাঙের আকৃতিতে বসিয়ে রাখা হয়েছে—ভাঁজ করা পা জোড়া শরীরের দু'পাশে, মুখটা মাটির সঙ্গে সাঁটা। লোকটা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। দু'জন চীনা শক্ত করে মাটির সঙ্গে চেপে রেখেছে তাকে। তার কয়েক হাত পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেজর চ্যাঙ, তার হাতে তিন ফুট লম্বা একটা বাঁশ, ডগাটা চেঁছে সুইয়ের মত চোখা করা হয়েছে। হতভাগ্য জেলের পাশে হাঁটু গাড়ল সে।

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল লিমা। ছুটে ঘরের ভেতর ঢুকতে যাবে, তার পথ আটকাল কর্নেল। রানার দিকে ফিরল মেয়েটা, ওর কাঁধে মুখ লুকাল।

চিৎকারটা রোমহর্ষক। দৃশ্যটা দেখে প্রচণ্ড ঘৃণা ও আতঙ্কে থরথর করে কেঁপে উঠল রানা, তারপর হিথের দিকে তাকাল। উঠানের ঘটনাটা নির্লিপ্ত একটা ভাব নিয়ে চাক্ষুষ করছে হিথ। চেহারায় বা চোখে কোন নৃশংসতা বা বিকৃত আনন্দ নেই। ধমকের সুরে নির্দেশ দিল সে। দু'জন সৈনিক দ্রুত এগিয়ে এল বারান্দার দিকে। মুহূর্তের জন্যে রানার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। হিথ বলল, 'আমার সঙ্গে এসো, রানা।'

বারান্দা থেকে নেমে এল ওরা। উঠানের কিনারা ঘেঁষে সেই আগের ঘরটার দিকে এগোচ্ছে, যেখানে রানার জ্ঞান ফিরেছিল।

বারান্দায় উঠে রানা জিজ্ঞেস করল, 'এবার কি?'

কর্নেলের চেহারা থমথম করছে। 'তোমাদের আধ ঘণ্টা সময় দেয়া হলো,' বলল সে। 'মিস লিমা তোমার সঙ্গেই থাকুক। তোমার প্রতি তার আকর্ষণ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক হতে পারে। আধ ঘণ্টা পর কি ঘটবে বুঝে নাও। বিশ্বাস করো, রানা, কাজটা আমি করতে চাই না। দয়া করে আমাকে বাধ্য কোরো না। ঠিক আধ ঘণ্টা পর আমার লোকজন তোমাদের একজনকে উঠানে নামিয়ে আনবে। তারপর ধরা হবে অপরজনকে।' বারান্দা থেকে নেমে গেল সে। দু'জন চীনা রানা আর লিমাকে ঠেলে ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দিল। বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

লিমাকে নিয়ে লাশ দুটোর কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে এল রানা। ওকে ধরে প্রায় ঝুলে পড়েছে লিমা, কাঁধে আর বুকে মুখ ঘষছে, আতঙ্কে ফোঁপাচ্ছে সারাক্ষণ। ঘরের কোণে তাকে বসাল ও। 'ভয় পেয়ো না, লিমা,' অভয় দিয়ে বলল। 'তোমার কিছু হবে না। আমি কথা দিচ্ছি।'

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল লিমা। 'বোট কোথায় আপনি বলে দেবেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'রেড ড্রাগন মিথ্যে হুমকি দেয়নি। যা বলেছে তা সে করবে।'

আবার রানাকে জড়িয়ে ধরল লিমা। থরথর করে কাঁপছে সে। রানার পিছনে কোথাও থেকে আঁচড়ানোর একটা শব্দ আসছে। অস্পষ্ট, তবে শোনা যাচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত নড়ল না রানা। তারপর মুখ নামিয়ে লিমার কানে ফিসফিস করল, 'নড়ো না।' ঘাড় ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকাল ও। মাটির দেয়ালের নিচে মেঝের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। শব্দটা বাড়েনি, তবে থামেওনি। মেঝেতে হঠাৎ খুদে একটা গর্ত তৈরি হলো, গর্ত থেকে বেরিয়ে এল ছুরির ফলা, এক পাশে ছিটকে পড়ল মাটির বড় একটা খণ্ড। গর্তটা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। এক সময় সেখানে একটা মুখ দেখতে পেল রানা।

এক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। নিস্তব্ধতা ভাঙল ডয়েসই। 'সারপ্রাইজ! সারপ্রাইজ!' রক্তে ভেজা ছেঁড়া শার্ট জড়ানো রয়েছে তার মাথায়, গভীর ব্যথায় চোখে কাতর দৃষ্টি। 'বুলেট শুধু ছুঁয়ে গেছে আমাকে,' আবার বলল সে। 'নলখাগড়ার আড়াল থেকে হিথ শুয়োরের বাচ্চার কাণ্ডটা দেখলাম। দেখলাম ওরা তোমাদেরকে এখানে রেখে গেল।'

কাউকে দেখে এত খুশি জীবনে কখনও হয়নি রানা। 'দরজায় দু'জন বাঁদর আছে, তবে এখুনি তারা আমাদেরকে বিরক্ত করবে না,' বলল ও। 'তোমার সঙ্গে অস্ত্র আছে?'

গর্ত দিয়ে একটা সাব-মেশিন-গান ঢোকাল ডয়েস। 'একটু

ভেজা, তবে কাজ করবে। দুটো গ্রেনেডও আছে। বাকিগুলো পানিতে হারিয়ে ফেলেছি।'

রানাকে পাশ কাটিয়ে গর্তের দিকে ঝুঁকল লিমা। 'এটাই তোমার সত্যিকার পরিচয়, ডয়েস। তোমাকে লোকে চিনতে ভুল করে, সেজন্যে তোমার উল্টোপাল্টা আচরণই দায়ী। এখন আমি রানাকে গর্বের সঙ্গে বলতে পারব, তুমি সত্যি লোক খারাপ নও। তুমি কি এখনও বিশ্বাস করো, রানা আমাদের প্যাগোডার সোনা মেরে দিতে চাইছেন?'

'এখন, এই পরিস্থিতিতে, এ প্রসঙ্গ?' চাপা গলায় হেসে উঠল ডয়েস। 'এসো, আগে তোমরা বাইরে বেরোও।'

রানা ও ডয়েস হাত দিয়ে মাটি খুঁড়ে সুড়ঙ্গটাকে আরও বড় করল। ক্রল করে প্রথমে বেরোল লিমা, তার পিছু নিয়ে বেরিয়ে এল রানা। ঘরের গায়ে গা ঠেকিয়ে কয়েক সেকেন্ড বসে থাকল ওরা, কান পেতে আছে। ঘরের সামনে দু'জন চীনা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, অন্য কোন শব্দ নেই। হাত তুলে একটা বাঁশ ঝাড় দেখাল ডয়েস, বিশ গজ দূরে। সেদিকে দ্রুত এগোল ওরা, সবার পিছনে সাব-মেশিন-গান নিয়ে রানা। বাঁশ ঝাড় থেকে কয়েক ফুট দূরে ওরা, এই সময় পিছন থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল। দ্রুত ঘুরে এক পশলা গুলি করল রানা, স্রেফ রিফ্লেক্স অ্যাকশন। গার্ডদের একজন গর্ত থেকে অর্ধেক বেরিয়ে এসেছে। চারপাশে বুলেট বৃষ্টি হতে আবার ভেতরে সেঁধিয়ে গেল। দ্বিতীয় লোকটা ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে চিৎকার জুড়ে দিল। বাঁশ ঝাড়ের দিকে রাইফেল তুলছে, আরও এক পশলা গুলি করল রানা। শূন্যে উঠে পড়ল লোকটা, ঝাঁকি খেতে খেতে ফিরে গেল খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর।

দু'হাতে গাছ সরিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা। রানা জিজ্ঞেস করল, 'কোনদিকে যাব?'

'ওরা আমাকে ফেলে আসার পর ক্যানুটা আবার ভাসিয়েছি। নলখাগড়ার জঙ্গলে আছে। এসো!'

ছুটছে ওরা। কেউ কথা বলছে না। চীনারা ওদের পিছু নিয়েছে, হৈ-চৈ শুনে বোঝা গেল। একবার হোঁচট খেলো লিমা, রানা তাকে ধরতে গেল। ওর হাত সরিয়ে দিয়ে আবার ছুটল সে। হঠাৎ করেই বাঁশ ঝাড় থেকে বেরিয়ে এল ওরা। সামনে খোলা জায়গা, লম্বা ঘাসে ঢাকা, পায়ের নিচে নরম কাদা হয়ে আছে মাটি। ছোটার গতি কমে এল। পা ডেবে যাচ্ছে। তবে খুব বেশি দূর যেতে হবে না। নলখাগড়ার নিরাপদ আড়াল মাত্র চল্লিশ কি পঞ্চাশ গজ দূরে।

ঝপ্-ঝপ্ করে পানিতে পড়ল ওরা, কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল। এতক্ষণে আশার আলো দেখতে পাচ্ছে রানা, শেষ পর্যন্ত হয়তো পালাতে পারবে। তারপর মনে পড়ল, ড্রাগ সম্রাট রেড ড্রাগনকে খতম করার জন্যে ঢাকা থেকে পাঠানো হয়েছে ওকে। সোনা উদ্ধার করা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার, আসল উদ্দেশ্য রেড ড্রাগনের জন্যে ফাঁদ পাতা। চীনারা ধাওয়া করছে, কাজেই ফাঁদ পাতার সময় ও সুযোগ আরও পাওয়া যাবে।

এই সময় হোঁচট খেলো লিমা, পানিতে পড়ে গেল। তাকে তোলার জন্যে ঘুরল ডয়েস, অকস্মাৎ ভেসে এল একটা উল্লাস ধ্বনি। লিমা আর ডয়েসের মাথার মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেল রাইফেলের একটা বুলেট। ঝট করে ঘুরল রানা, এক পশলা গুলি করল বাঁশ ঝাড় থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা চীনাদের লক্ষ্য করে। দু'জন চীনা ঝাঁকি খেয়ে পড়ে গেল, বাকি সবাই আড়াল নিল।

ঘুরে ডয়েস আর লিমাকে অনুসরণ করল রানা। পানির গভীরতা বাড়ছে। তবে ওদের চারপাশে এখন নলখাগড়ার নিশ্ছিদ্র প্রাচীর।

আট

গলা পর্যন্ত উঠেছিল, নলখাগড়ার গভীর জঙ্গলে ঢোকার পর ক্রমশ কমে কোমর পর্যন্ত নেমে এল পানি। আঠাল পলিতে আটকে যাচ্ছে পা, কোথাও কোথাও দেবে যাচ্ছে হাঁটু পর্যন্ত। পিছন থেকে চীনাদের রক্ত হিম করা চিৎকার ভেসে আসছে। হাতের অস্ত্র আরও শক্ত করে ধরল রানা।

হঠাৎ করে পানির গভীরতা বাড়ল, এক নিমেষে তলিয়ে গেল লিমা। ঝাঁপিয়ে পড়ে তার পিছু নিল ডয়েস। পানির নিচে ধস্তাধস্তি শুরু হলো। ঝাপটে ধরে লিমাকে তুলে আনল ডয়েস। কাদা-পানি খেয়ে খকখক করে কাশতে শুরু করল মেয়েটা। চোখ বুজে ডয়েসের কাঁধে মাথা রাখল সে, তার পিঠটা ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে। সেই পিঠে হাত বোলাচ্ছে ডয়েস, কর্কশ গলা যতটুকু সম্ভব মোলায়েম করে অভয় আর সান্ত্বনা দিচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে নতুন একটা দায়িত্ব অনুভব করল রানা। এক জোড়া কপোত-কপোতীকে যেভাবে হোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে পরস্পরকে ভালবেসে ফেলেছে ওরা। রানা ওদের এই ভালবাসার সফল পরিণতি দেখতে চায়।

ডয়েসের কাঁধ থেকে মুখ তুলে কপাল থেকে ভেজা চুল সরাল লিমা। রানার সঙ্গে চোখাচোখি হতে এত কষ্ট ও বিপদের মধ্যেও রাঙা বেদানা হয়ে উঠল তার চেহারা। 'ছাড়ো আমাকে,' বিড়বিড় করল সে, ঠেলে সরিয়ে দিল ডয়েসকে। 'আমার কিছু হয়নি, সত্যি বলছি! চলো, এগোই।'

আবার ওরা এগোচ্ছে। নলখাগড়ার জঙ্গল হালকা হয়ে

আসছে। এদিকের আড়াল নিশ্ছিদ্র নয়। কিছুক্ষণ পর একটা হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে পড়ল ডয়েস। চারদিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি বোলাল সে, চোখে সংশয় ও দ্বিধা।

'কোথায় তোমার ক্যানু?' জিজ্ঞেস করল রানা, গলার আওয়াজ নিজের অজান্তেই কর্কশ হয়ে গেল।

ক্ষীণ হলেও, ডয়েসের গলায় আতঙ্কের ছোঁয়া। 'ঠিক বুঝতে পারছি না। ভেবেছিলাম সহজেই খুঁজে পাব। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে জায়গাটা গ্রাম থেকে এত দূরে হবার কথা নয়।'

কাকে যেন অভিশাপ দিল রানা, হাত তুলে কপালের ঘাম মুছল। কাছাকাছি কোথাও থেকে মট মট আওয়াজ ভেসে এল, নলখাগড়া ভেঙে ছুটে আসছে চীনারা। 'চলো এখান থেকে সরে যাই,' হিসহিস করল ডয়েস। 'ওরা একেবারে কাছে চলে এসেছে!'

কখনও সাঁতরে, কখনও কাদা ভেঙে এগোচ্ছে ওরা। ধাওয়ার শব্দ থামছে না। প্রত্যেকে ওরা বারবার হোঁচট খাচ্ছে, পায়ের নিচে জমিন সিঁড়ির ধাপের মত, কখনও নেমে গেছে, কখনও উঁচু হয়েছে। একবার একটা কুয়ার ভেতর তলিয়ে গেল রানা, হাতড়ে নিজের চারপাশে দেয়াল ছাড়া কিছুই পেল না। কুয়া থেকে বেরুবার পর দেখল লিমাকে নিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে ডয়েস। রানাকে দেখেও থামল না ওরা। আবার যখন মিলিত হলো, ডয়েস বলল, 'আমি তো ভাবলাম তোমাকে হারিয়ে ফেলেছি!'

'কোন কথা নয়!' ধমক দিল রানা। কারণটা বলে দিতে হয় না। চীনারা এখন এত কাছে, ওদের কথা শুনে ফেলতে পারে। আর মিনিট পাঁচেক পর হঠাৎ চওড়া একটা অগভীর জলপথে বেরিয়ে এল ওরা। মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করতে দেখা গেল ডয়েসকে। চাপা গলায় রানা বলল, 'ফর গড'স সেক, ম্যান, থেমো না!' শিরদাঁড়ায় হাতের তালু ঠেকিয়ে এত জোরে ধাক্কা দিল, প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে ছিটকে পড়তে যাচ্ছিল ডয়েস। ফাঁকা জায়গাটার ওপারে নলখাগড়ার ঘন জঙ্গল। সেদিকেই যাচ্ছে ওরা। পঞ্চাশ গজের মধ্যে ওটাই একমাত্র নিরাপদ আড়াল হতে পারে।

পঁচিশ গজ এগিয়ে ওরা, চারপাশে বুলেট বৃষ্টি শুরু হলো। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল ওরা। চারজন চীনা কাদার ওপর হাঁটু গেড়ে রাইফেল তাক করে আছে, মুখে তৃপ্তির হাসি। গ্রেনেডের জন্যে বেল্টে হাত দিয়ে গুঙিয়ে উঠল ডয়েস। 'মাত্র একটা। দ্বিতীয়টা কোথায় পড়ে গেছে জানি না।'

'একটাতেই যেন কাজ হয়,' বলল রানা। 'ছোঁড়ো!' কারবাইন তুলে গুলি শুরু করল ও, পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে চীনাদের দিকে এগোচ্ছে। ডয়েসের ছুঁড়ে দেয়া গ্রেনেডটা ওর মাথার ওপর দিয়ে ছুটল। অনেক ওপরে উঠল ওটা, তারপর নামতে শুরু করল। চীনারা দেখতে পেয়ে তাকিয়ে আছে, নীরব হয়ে গেছে হাতের রাইফেল। ওদের একজন অকস্মাৎ চিৎকার করে উঠল। কিন্তু ইতিমধ্যে দেরি হয়ে গেছে। ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল চীনারা, আর ঠিক তখনই গ্রেনেডটা ওদের মাঝখানে পানিতে পড়ে বিস্ফোরিত হলো। চোখ-ধাঁধানো আগুন দেখা গেল, লাল চাদর ঢেকে ফেলল চীনাদের। কয়েক মুহূর্ত আকাশ থেকে আবর্জনা বৃষ্টি হলো। তারপর ঝাঁক ঝাঁক বুনো হাঁস গোটা আকাশ ঢেকে দিল, তাদের কর্কশ কোরাসে চাপা পড়ে গেল চার মৃত্যুপথযাত্রীর আর্তনাদ।

ডয়েস আর লিমার কাছে ফিরে এল রানা। 'ক্যানুর খোঁজে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।' লিমাকে ধরে ঘুরিয়ে দিল ও। 'পুব দিকে চলো। চেষ্টা করে দেখি বোটে পৌঁছাতে পারি কিনা।'

আবার রওনা হলো ওরা, তবে সবাই জানে ক্যানু ছাড়া লঞ্চে পৌঁছানো সম্ভব নয়। ইঙ্গিতে ডয়েসকে পিছিয়ে আসতে বলল রানা, লিমাকে ঠেলে দেয়া হলো সবার সামনে—হামলার আশঙ্কা পিছন থেকে, ফলে নিরাপদ একটা আড়াল পেল লিমা; সবার সামনে থাকায় বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে দ্রুত এগোবার একটা তাগাদাও কাজ করবে। লিমার পিছনে ঘন ঘন হোঁচট খাচ্ছে ডয়েস। এক সময় দেখা গেল রানা সাহায্য না করলে সিধে হতে পারছে না। তার মাথার ব্যান্ডেজে তাজা রক্ত দেখতে পেল ও। 'অসুস্থ লাগছে?'

জোর করে হাসল ডয়েস। 'দুর্বল,' বিড়বিড় করল। 'মাথাটা মাঝে মধ্যে ঘুরে উঠছে। মনে হচ্ছে নক-আউট পাঞ্চ খেয়ে পড়ে গেছি, দশ গোনার আগে উঠতে পারব না।'

কারণটা পরিষ্কার, মাথার ক্ষত থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে।

বিশ্রামের জন্যে তবু থামল না ওরা। একটু পর এঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে এল। লিমার গায়ে ধাক্কা খেলো ডয়েস। চাপা গলায় নির্দেশ দিল রানা। তিনজনই মাথা নিচু করে অপেক্ষা করছে।

'ওরা লঞ্চ নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছে,' বলল রানা। হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত নিল ও। 'ওটার আওয়াজ অনুসরণ করব আমরা।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হলো?' কর্কশ গলায় বলল ডয়েস। 'সরাসরি কর্নেলের হাতে পড়তে চাও?'

ধৈর্য ধরে ব্যাখ্যা করল রানা, 'লঞ্চটা নিশ্চয়ই গভীর পানিতে রয়েছে। ওটার পিছু নিয়ে আমরা যদি মেইন চ্যানেলে পৌঁছাতে পারি, বীস্টকে খুঁজে বের করা অসম্ভব হবে না।'

'খুঁজব কিভাবে? সাঁতরে?'

উত্তর না দিয়ে এগোল রানা। পানির লেভেল ক্রমশ ওপরে উঠছে। আওয়াজ শুনে মনে হলো লঞ্চটা বেশি দূরে নয়। গলা পর্যন্ত ডুবে আছে রানা, হাতের কারবাইন মাথার ওপর তোলা। ওদের সামনে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে নলখাগড়ার বন। পানির সরু একটা বিস্তৃতি পড়ল সামনে। কিনারায় দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। পানির ওপরটা শ্যাওলা আর শাপলাপাতায় ঢাকা। জায়গাটা অস্পষ্টভাবে চেনা চেনা লাগল। তারপর দাঁত বের করে হাসল ডয়েস। তার গলায় আশার ছোঁয়া। 'আরে, এখানেই তো চীনারা অ্যামবুশ পেতে ছিল!'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ।'

'পথটা এখন চিনতে পারবে তুমি?' জিজ্ঞেস করল ডয়েস।

'আমি বোধহয় পারব,' বলল লিমা। কিন্তু পরমুহূর্তে লঞ্চের আওয়াজ বেড়ে গেল।

'পিছিয়ে এসো,' সাবধান করে দিল রানা।

পিছিয়ে নলখাগড়ার ভেতর ঢুকল ওরা আবার। ধীর গতিতে গ্রামের দিকে ফিরে যাচ্ছে লঞ্চ। পানির ওপর শুধু মাথা তুলে রেখেছে ওরা, লঞ্চের ঢেউ ডুবিয়ে দিল ওদেরকে। জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে বোতে কর্নেলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। রাগে দিশেহারা দেখাচ্ছে তাকে। একটু পরেই অদৃশ্য হয়ে গেল লঞ্চ, ধীরে ধীরে এঞ্জিনের আওয়াজ মিলিয়ে গেল দূরে। ডয়েস জানতে চাইল, 'তোমার কি মনে হয় ওরা হাল ছেড়ে দিয়েছে?'

'এতগুলো সোনা...হাল ছাড়বে রেড ড্রাগন?' তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে, মাথা নাড়ল। 'মারা যাওয়ার আগে নয়।'

হঠাৎ কাশতে শুরু করল লিমা। তারই ফাঁকে বলল, 'দুঃখিত, ডয়েস। আমি আর পারব না।'

লিমাকে জড়িয়ে ধরে কাছে টানল ডয়েস। ফিসফিস করছে কানে। সাহস যোগাবার চেষ্টা।

কি করা যায় ভাবছে রানা, এই সময় শেষ বিকেলের নিস্তব্ধ পরিবেশে ছপ্ ছপ্ আওয়াজ ভেসে এল, তার সঙ্গে কয়েকজন লোকের ফিসফিসে গলা। পাখির মত কিচিরমিচির করছে চীনারা। নলখাগড়া সরিয়ে সাবধানে উঁকি দিল রানা। একজোড়া ক্যানু সরাসরি ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে। সামনের ক্যানুতে তিনজন, পিছনের ক্যানুতে দু'জন—দু'জনের মধ্যে একজন মেজর ইয়াং চ্যাঙ। হিংস্র হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল রানার, হাত বাড়িয়ে লিমার কাঁধ ছুঁলো ও, নিচু গলায় বলল, 'আর কয়েক মিনিট টিকে থাকো, লিমা। কথা দিচ্ছি, এই নরক থেকে ঠিকই তোমাকে উদ্ধার করব আমরা।'

'জেসাস খ্রিস্ট, ওরা পাঁচজন!' বিড়বিড় করল ডয়েস।

সাব-মেশিন-গানে হাত বোলাল রানা। 'সিটিং ডাকস।'

শব্দ বলতে ওদের নিঃশ্বাস আর চীনাদের ফিসফাস। ধীরে ধীরে ক্যানু দুটো কাছে চলে আসছে। জঙ্গলের একেবারে কিনারায় সরে এসেছে রানা ও ডয়েস। রানা সম্পূর্ণ শান্ত। জানে লক্ষ্যভেদে

ব্যর্থ হওয়া চলবে না। কারবাইন ওপরে তুলে শক্তভাবে কাঁধে ঠেকাল স্টক। বাম চোখ বন্ধ হয়ে গেল, ডান চোখ কুঁচকে ব্যারেল বরাবর তাকিয়ে আছে। বলতে গেলে উপলব্ধি করার আগেই ওর দৃষ্টিপথ পাড়ি দিতে শুরু করল প্রথম ক্যানুটা। ট্রিগারে টান দিল ও।

এক ঝাঁক বুলেট বিঁধল তিনজনের গায়ে। ব্যারেল ঘুরিয়ে আবার ট্রিগার টানল রানা। কিন্তু এবার কোন গুলিই বেরুল না।

বিস্ময়ের ধাক্কায় পাথর হয়ে গেল রানা। আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি বলে দিল জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে মাত্র এক চুল ফারাক। বৃথা ট্রিগার টানার পর এক সেকেন্ডও পেরোয়নি, অকেজো অস্ত্রটা দ্বিতীয় ক্যানুর দ্বিতীয় লোকটার মুখে ছুঁড়ে মারল ও। লোকটা চ্যাঙের সামনে বসে ছিল, চেঁচিয়ে উঠে চিৎ হলো। পিস্তল বের করেই গুলি করল চ্যাঙ, লক্ষ্যস্থির করেনি। নলখাগড়ার জঙ্গল বিস্ফোরিত হলো, ক্যানুর কিনারা ধরে ঝুলে পড়ল ডয়েস। ক্যানু উল্টে যাচ্ছে, ডয়েসের কপালে পিস্তল ঠেকাবার চেষ্টা করছে চ্যাঙ। ক্যানু ছেড়ে পানিতে ডুব দিলে ডয়েস বাঁচতে পারে, কিন্তু তার সারা শরীর অবশ হয়ে গেছে, বোকার মত তাকিয়ে আছে চ্যাঙের মুখের দিকে।

হাত বাড়িয়ে নাগাল পেয়ে গেল রানা। ডয়েসের কপাল বরাবর পিস্তল তাক করেছে চ্যাঙ, চিলের মত ছোঁ দিয়ে সেটা কেড়ে নিল রানা, শুনতে পেল ওর পিছনে ফোঁপাচ্ছে লিমা।

চ্যাঙের সঙ্গী পানিতে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, তাকে পরপর দুটো গুলি করল রানা। ডয়েস সংবিৎ ফিরে পেয়ে চ্যাঙের গলাটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে বারবার চোবাচ্ছে পানিতে। আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল চ্যাঙের চোখ দুটো। 'সরো,' বলে ডয়েসকে ঠেলে সরিয়ে দিল রানা, চ্যাঙের কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করল।

আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল পরিবেশ। সেই নিস্তব্ধতার ভেতর ধীরে ধীরে ফিরে এল আওয়াজটা। 'লঞ্চ!' বিড়বিড় করল ডয়েস।

'জলদি! আড়াল নাও!' খপ করে একটা ক্যানু ধরে ফেলল রানা।

নলখাগড়ার ভেতর ঢুকল ওরা, ঠিক তখুনি খোলা জলপথে বেরিয়ে এল লঞ্চটা। অস্পষ্ট একটা চিৎকার ভেসে এল। এঞ্জিন থেমে গেল। আরও কয়েকটা উত্তেজিত গলা ভেসে এল। অবশেষে কর্নেল ম্যাট হিথের গলা শুনতে পেল ওরা। রানা বুঝতে পারছে, অন্তত কয়েকটা লাশ ওদের চোখে পড়েছে।

লিমাকে দু'হাতে ধরে উঁচু করল রানা, ক্যানুর মাঝখানে বসিয়ে দিল। ওর ইঙ্গিতে সামনে চলে গেল ডয়েস, ক্যানুটাকে টানছে। পিছনে গার্ড দিচ্ছে রানা। একটু পর ক্যানুটাকে অনুসরণ করল ও।

আকাশ কালো হয়ে আসছে। দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া সূর্যের উল্টোদিকে যাচ্ছে ওরা। বিশ মিনিট বিরতি না নিয়ে এগোল। কয়েকবার বাঁক ঘুরল, কাদার বিস্তৃতি পেরোল। অবশেষে বড় একটা লেগুনে পৌঁছে চেনা চেনা লাগল। ডয়েস উঠে বসল ক্যানুতে, টেনে তুলল রানাকে। আড়ষ্ট ভঙ্গি, দু'জনেই বৈঠা চালাচ্ছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শব্দ বলতে শুধু ঝিঁঝি পোকার ডাক। হঠাৎ লিমা আর ডয়েসকে চমকে দিয়ে হাঁক ছাড়ল রানা, 'হে-গে-ন!'

কান পাতল ওরা। সন্ধের নিস্তব্ধতা অটুট হয়ে থাকল। তারপর যেন অন্য এক রাজ্য থেকে ভেসে এল আওয়াজটা, 'এদিকে, ফ্রেন্ড, এদিকে!' হেগেনের গলা।

ছপ্-ছপ্ দ্রুত পানিতে পড়ছে জোড়া বৈঠা, ওরা যেন হারানো শক্তি সবটুকু ফিরে পেয়েছে। নলখাগড়ার জঙ্গল নুয়ে নুয়ে পড়ল ক্যানুর সামনে। এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, নলখাগড়া ধরে টানছে। কিছুক্ষণ পরই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল ওরা। সামনে খোলা পানি। পানির ওপারের কিনারায় বীস্ট।

ঝুঁকে হাত বাড়াল হেগেন, লিমাকে ধরে তার হাতে তুলে দিল ডয়েস। ক্লান্ত, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে রেইল টপকে ডেকে দাঁড়াল রানা,

সামান্য টলছে। 'হেগেন, তোমার সাব-মেশিন-গান নিয়ে পাহারায় থাকো,' বলল। 'রেড ড্রাগন আমাদের খুঁজছে। আমি ঘুমাতে গেলাম, মাঝরাতে তুলে দিয়ো। ডয়েস, লিমার শুশ্রূষা দরকার।'

কেবিনের দিকে এগোচ্ছে রানা, ওর দিকে টকটকে লাল চোখে তাকিয়ে থাকল লিমা ও ডয়েস।

ঘুম ভাঙার পর কয়েক মিনিট অন্ধকারে তাকিয়ে থাকল রানা। বাঙ্কের কিনারা থেকে পা নামাতে যাবে, অকস্মাৎ গুঙিয়ে উঠল—টান পড়া পেশী থেকে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল তীব্র ব্যথা। মাথাটা তিন মণ ভারী মনে হচ্ছে। বাঙ্কের কিনারায় দু'মিনিট বসে থাকার পর ধীরে ধীরে মনে পড়ল সব। টেবিল ধরে সিধে হলো ও, মনে সতর্ক হবার তাগাদা। হেগেন ওর ঘুম ভাঙায়নি কেন? ঘড়িতে একটা বেজে দশ মিনিট।

ডেকে বেরিয়ে এল রানা। চাঁদ নেই, তবে প্রচুর তারা আছে, অবশ্য পুব দিকের প্রায় গোটা আকাশই মেঘে ঢাকা। রেইলের সামনে দাঁড়িয়ে চারপাশে চোখ বোলাল রানা, কান পাতল। পানির ওপর হালকা কুয়াশা মোচড় খাচ্ছে। পোকারাই শুধু ডাকছে, অন্য কোন শব্দ নেই। না, আছে। খুব জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে কেউ।

ধীরে ধীরে নিচু হলো রানা, হাঁটু গাড়ল ডেকে, দেখল হুইলহাউসের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে ঘুমাচ্ছে হেগেন। পাশে পড়ে আছে খালি একটা বোতল।

রাগ চেপে গ্যালিতে চলে এল রানা। স্টোভ জ্বেলে কফির জন্যে পানি গরম করতে দিল, তারপর পোর্টহোলগুলো ঢেকে আলো জ্বালল। নিঃশব্দে কাজ করছে, কেবিন থেকে সবগুলো অস্ত্র এনে জড়ো করল এক জায়গায়। প্রথমে অতিরিক্ত সাব-মেশিন-গানটা রিলোড করল। খুট করে একটা শব্দ হলো। দরজায় লিমা এসে দাঁড়িয়েছে। অস্ত্র রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'এসো, বসো এখানে,' একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল রানা।

ওর হাত থেকে ধূমায়িত কফির মগ নিয়ে লিমা বলল, 'ডয়েস

জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।'

দেরাজ খুলে ছোট একটা বাক্স বের করল রানা। লিমার হাতে একজোড়া ক্যাপসুল ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'কফির সঙ্গে এগুলো খাইয়ে দাও। জ্বর ছেড়ে যাবে, ব্যথাও থাকবে না।'

'ও প্রলাপ বকছে,' নিচু গলায় বলল লিমা। 'বলছে…না, থাক।'

'চলো, ওকে দেখে আসি,' বলে গ্যালি থেকে বেরিয়ে দ্বিতীয় কেবিনটায় ঢুকল রানা, ওর পিছু নিয়ে লিমাও।

চোখ বুজে হাঁপাচ্ছে ডয়েস। ঠোঁট জোড়া নড়ছে দেখে তার দিকে ঝুঁকল রানা। 'খুব কষ্ট হচ্ছে, ডয়েস?' লক্ষ করল, ডয়েসের মাথায় ছেঁড়া শার্টটা নেই, তার বদলে ধবধবে সাদা ব্যান্ডেজ বাঁধা। মনে মনে লিমার প্রশংসা করল ও। তারপর শুনতে পেল ডয়েস বলছে, 'ইউ বাস্টার্ড! আমি প্রথম থেকেই জানতাম এই রোগটা তোমার আছে।'

সিধে হলো রানা, লিমাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি বলছে ও?'

হাসি চেপে লিমা বলল, 'আমি কি জানি! একটু ধৈর্য ধরুন, নিজেই বুঝতে পারবেন।'

আবার নিচু হলো রানা। ডয়েস বলছে, '…তুমি শালা সবাইকে টেক্কা দিতে চাও!'

রেগে গেল রানা, সিধে হয়ে লিমাকে বলল, 'ওর স্বভাব বদলাবার নয়; শুধু শুধু গাল দিচ্ছে আমাকে।' কেবিন থেকে বেরিয়ে আসছে ও।

পিছন থেকে লিমা বলল, 'গাল দিচ্ছে, তা ঠিক। কিন্তু আপনি ওর সম্পর্কে ভুল একটা ধারণা নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন।'

'মানে?' দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়াল রানা।

'ও বলছে, ও প্রথম থেকেই জানত সবার ভাল করার একটা কঠিন রোগ আছে…'

সবটুকু না শুনেই গ্যালিতে পালিয়ে এল রানা। রেখে যাওয়া গ্রেনেডগুলো গুনল ও, আটটা। এক অর্থে রেড ড্রাগন ওর ফাঁদে

ঠিকই পা দিয়েছে। ম্যাকাও থেকে এই দুর্গম জলাভূমিতে তাকে টেনে এনেছে ওরা। সে এখন সহজে হাল না ছাড়লেই হয়। পাঁচ মিনিট পর আবার এল লিমা। 'ক্যাপসুল খাওয়াবার পর জ্বর কমছে, ঘুমাচ্ছে ডয়েস। হেগেন কোথায়?'

'মদ খেয়ে পড়ে আছে,' বলল রানা। অস্ত্রগুলো দেখিয়ে বলল, 'এগুলো আমি হুইলহাউসে নিয়ে যাচ্ছি। ফিরে এসে রান্না চড়াব, তুমি ডয়েসের কাছে থাকো।'

এগিয়ে এসে স্টোভের সামনে বসল লিমা। 'আমি রান্না চড়াচ্ছি। হেগেনকে আপনি আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। কড়া এক মগ কফি খেলে ওর নেশা ছুটে যাবে।

হুইলহাউসে অস্ত্রগুলো রেখে ডেকে বেরিয়ে এল রানা। হেগেনের কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়েও কোন লাভ হচ্ছে না। প্রকাণ্ড মাংসল মুখে চড় কষাল রানা। ঘুম ভাঙতে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল সে। রানা তাকে শক্ত করে ধরে গ্যালিতে টেনে আনল, প্রায় হিঁচড়ে। গরম মগটা তার হাতে ধরিয়ে দিল লিমা। 'এটা খান, ভাল লাগবে।'

'তোমাকে নিয়ে আসাই আমার ভুল হয়েছে,' বলল রানা। 'কেমন লোক তুমি যাকে পাঁচ মিনিটের জন্যেও বিশ্বাস করা যায় না?'

হাসি পেলেও, রানার ভয়ে মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে রাখল লিমা। হেগেন মাথা নিচু করে আছে, বিড়বিড় করে বলল, 'এবারের মত মাফ করে দাও, ফ্রেন্ড।'

কথা না বলে হুইলহাউসে ফিরে এল রানা। চার্ট টেবিলের ওপর ছোট্ট আলোটা জ্বালল, মন দিয়ে ক্যালকুলেশন করছে। ঘড়িতে দুটো পনেরো মিনিট, ছ'টার মধ্যে পৌঁছুতে পারলে চ্যানেলের মুখে দেখা পাওয়া যাবে হার্ডি আর তার জাহাজের। সাগরের দিকেই যাবে রানা, এই যাওয়াটাই হবে রেড ড্রাগনের জন্যে ওর পাতা ফাঁদ। চার্টটা আরেকবার দেখে নিয়ে ডেকে বেরিয়ে এল ও, রেইলিং ধরে পানির দিকে তাকিয়ে আছে। কুয়াশা

আরও গাঢ় হয়েছে। আকাশে কমে গেছে তারা, কালো মেঘটা উঠে আসছে মাথার ওপর।

গ্যালিতে ঢুকতেই ওর হাতে একটা প্লেট ধরিয়ে দিল লিমা, তাতে সেদ্ধ ডিম আর মটরশুঁটি। 'আপনাকে বেশ খুশি খুশি লাগছে। কি ব্যাপার?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কুয়াশা বাড়ছে। আমাদের জন্যে সুবিধে হবে।'

'সুবিধে হবে? কুয়াশায় পথ চিনবেন কিভাবে?' লিমা অবাক।

'গভীর চ্যানেল হয়ে বেরিয়ে যেতে হবে আমাদের,' বলল রানা। 'চার্ট ধরে ঠিকই খুঁজে নিতে পারব।'

'সেটা খুব বিপজ্জনক হবে,' বলল হেগেন। 'ওরা কাস কং নদীর মুখে আমাদের জন্যে ওত পেতে থাকবে।'

সব কথা ওদেরকে বলতে রাজি নয় রানা। 'হ্যাঁ, বিপজ্জনক। কিন্তু আর কোন উপায়ও তো নেই।'

'এলাকায় খেমাররুজদের আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে,' বলল লিমা। 'ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের রেড ড্রাগনকে আমরা যদি এখানেই কাবু করতে পারতাম, ঝামেলা অনেক কম হত না? আমি বলতে চাইছি, এত সোনা নিয়ে উল্টোদিকে যাবার কি দরকার?'

'দরকার আছে বলেই যাচ্ছি,' বলল রানা। 'তোমরা ভুলে যাচ্ছ কেন, শুধু সোনা উদ্ধার করতে আসিনি আমরা।'

এরপর লিমা বা হেগেন কিছু বলল না।

এই সময় নক হলো ছাদে। আতঙ্কে সাদা হয়ে গেল লিমা। নক হতেই থাকল, যেন এক হাজার আঙুল টোকা মারছে। লাফ দিয়ে সিধে হলো হেগেন, ছুটে বেরিয়ে এল ডেকে। তার পিছু নিয়ে রানা ও লিমাও বেরিয়ে এল। রানার কাঁধে একটা হাত রেখে খিলখিল করে হেসে উঠল লিমা। 'বৃষ্টি!'

'হ্যাঁ, আমাদের সাহায্য করবে,' বলল রানা।

নয়

চার্টগুলো নিয়ে আরও আধ ঘণ্টা কাজ করল রানা, মেইন চ্যানেল হয়ে নদীতে পৌঁছানোর রুটটা ভাল করে বুঝে নিল। সিদ্ধান্ত নিল, তিনটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে রওনা হবে ওরা। ইতিমধ্যে হাতজোড় করে আরেকবার ক্ষমা চাইতে এসেছিল গরিলাটা। রানা তাকে এঞ্জিন রুমে পাঠিয়ে দিয়েছে।

সেই যে শুরু হয়েছে, তুমুল বৃষ্টি চলছেই। সত্যি উপকার হবে, বেশি দূর পৌঁছাবে না এঞ্জিনের আওয়াজ।

গ্যালিতে এসে লিমাকে পেল রানা, জায়গাটা পরিষ্কার করছে। তার হাতে রেইনকোট আর শক্তিশালী একটা ইলেকট্রিক টর্চ ধরিয়ে দিল রানা, বলল, 'তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। তার আগে চলো ডয়েসকে একবার দেখে আসি।'

ডয়েস অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

ডেকে বেরিয়ে এসে লিমাকে টর্চ জ্বালতে বলল রানা। টর্চের আলোয় কুয়াশা ও বৃষ্টি দেখল ওরা, লেগুনের দূর প্রান্তের নলখাগড়ার পাঁচিলও স্পষ্ট হয়ে উঠল। 'কি কাজ?' জিজ্ঞেস করল লিমা।

'এখানে, বোর কাছে থাকবে তুমি,' বলল রানা। 'বোট খুব ধীরে ধীরে এগোবে। আমি যখন বলব, সাইড চ্যানেলগুলো খুঁজবে তুমি। চ্যানেলগুলো খুবই সরু, তবে টর্চের আলোয় দেখতে পাবে। ঠিক আছে?'

'ব্যস, এইটুকু?'

'শক্ত হয়ে দাঁড়াবে, পড়ে যেয়ো না,' সাবধান করল রানা।

তখন প্রায় চারটে বাজে, জ্যান্ত হয়ে উঠল এঞ্জিন নলখাগড়ার পাঁচিল লক্ষ্য করে এগোচ্ছে ওরা। জঙ্গল পার হয়ে বড় লেগুনে চলে এল বোট। বাঁক ঘুরে সাগরের দিকে মুখ করল ওরা কুয়াশা এদিকে আরও গাঢ়।

হুইলহাউসের জানালা খুলে দিল রানা, মুখে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। একটু পর সাগরের দিক থেকে বাতাস শুরু হলো নলখাগড়ার বন কাত হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন আকৃতি পাচ্ছে কুয়াশা বোটের গতি মন্থর, যেন অত্যন্ত সাবধানে অন্ধকারে নাক গলাচ্ছে। এঞ্জিনের আওয়াজ ভোঁতা। কিছুক্ষণ পর পর চার্টে চোখ বুলাচ্ছে রানা। সামনে এবার একটা সাইড চ্যানেল পড়ার কথা। জানালার দিকে ঝুঁকে গলা চড়িয়ে বলল, 'বাম দিকে নজর রাখো, লিমা।'

কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল। টর্চের আলোয় লিমার চোখে কিছু ধরা পড়ছে না। তারপর রানাকে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল লিমা, 'বাঁয়ে!'

দ্রুত হুইল ঘোরাল রানা, বোটের বো নলখাগড়ার পাঁচিলে ঘষা খেলো। একটু পরই বোট সিধে করে নিল ও। নতুন কোর্স ধরে আবার এগোচ্ছে বীস্ট।

বড় ধরনের কোন অঘটন ছাড়াই এভাবে আরও তিনবার বাঁক ঘুরল ওরা। একবার অবশ্য নলখাগড়ার ভেতর নাক গুঁজে দিল বোট, বাধ্য হয়ে এঞ্জিন রিভার্স করতে হলো হেগেনকে। সময় কিছুটা নষ্ট হলো, তবে তাতে কিছু আসে যায় না। ধীরে ধীরে ম্লান আলো ফুটল আকাশে। কুয়াশা আর বৃষ্টি চেনা যাচ্ছে। জানালার দিকে ঝুঁকে লিমাকে বলল রানা, 'আমি এখন দেখতে পাচ্ছি। তুমি ডয়েসের কাছে ফিরে যাও।'

বৃষ্টি আর কুয়াশা বাধা সৃষ্টি করায় বিশ গজের বেশি দেখা যাচ্ছে না। তবে নলখাগড়ার বন পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে, দ্রুত চওড়া হচ্ছে চ্যানেল। চ্যানেলের পানিতে এখন ঢেউ দেখা যাচ্ছে বাতাসের গতিও বাড়ছে। রানার মনে কোন সন্দেহ নেই, মেইন চ্যানেলে পৌঁছেছে ওরা। ওদের এক মাইল সামনে খোলা সাগর।

এঞ্জিন বন্ধ করল রানা। খানিক দূর ভেসে এসে থেমে গেল বোট। জানালা বন্ধ করছে, এই সময় হাতে মগ নিয়ে ভেতরে ঢুকল লিমা। 'কেমন দেখলে ডয়েসকে?' মগটা নিয়ে জানতে চাইল রানা।

'জ্বর কমে গেছে তো, ঘুমটা তাই খুব ভাল হচ্ছে।'

'ওর কিছু খাওয়া দরকার।'

'রোদ উঠুক, তারপর,' বলল লিমা। 'বোট থেমে আছে কেন?'

চার্টটা লিমাকে দেখাল রানা। 'নলখাগড়ার বন পিছনে ফেলে এসেছি আমরা, এটা মেইন চ্যানেল। চ্যানেলের মুখে সারি সারি স্যান্ডবাঙ্ক আছে। নদীতে বেরুবার শেষ পথটুকু অত্যন্ত সরু। হিথ যদি আমাদের সামনে চলে গিয়ে থাকে, ওখানে অপেক্ষা করছে সে।'

'তাহলে আমরা সাগরে বেরুব কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল লিমা। 'বেরুতেই তো চাইছেন আপনি, তাই না?'

'হ্যাঁ, যদি সম্ভব হয়,' বলল রানা। 'হিথের মোটর বোটের চেয়ে বীস্টের স্পীড বেশি। আমি চাই হিথ আমাদেরকে ধাওয়া করুক।'

'কিন্তু সে যদি এরই মধ্যে সামনে চলে গিয়ে থাকে...'

'সেক্ষেত্রে অন্য পথ ধরতে হবে আমাদের,' বলল রানা। 'সে কোথায় আছে জানার জন্যে বোট থামিয়েছি।' কয়েক সেকেন্ড পর লিমার দিকে তাকাল ও। 'এখানে আমার কাছে না থেকে, তুমি বরং ডয়েসের কাছে যাও।'

ঠোঁট ফোলাল লিমা। 'আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন!' তারপরই হেসে ফেলল, ছুটে বেরিয়ে গেল হুইলহাউস থেকে।

ঘড়ির ওপর চোখ রেখে অপেক্ষা করছে রানা। আরও মিনিট পনেরো কান পেতে থাকল। মোটর বোটের কোন সাড়া নেই। এঞ্জিন স্টার্ট দিল ও।

খক্ খক্ করে কেশে উঠে জ্যান্ত হলো এঞ্জিন, তারপরই থেমে গেল। নিস্তব্ধতা রীতিমত আতঙ্কিত করে তুলল ওকে। ছুটে

বেরিয়ে এল ডেকে। দ্বিতীয় কেবিনটাকে পাশ কাটাচ্ছে, ভেতর থেকে গলা বের করে লিমা জানতে চাইল, 'কি হলো?'

'কি করে বলি!' হাত নেড়ে তাকে কেবিন থেকে বেরুতে নিষেধ করল রানা, তারপর মই বেয়ে নেমে এল এঞ্জিনরূমে।

এক কোণে হাঁটু গেড়েছে হেগেন। তার পাশে এসে ঝুঁকল রানা। বিড়বিড় করল হেগেন, 'ফুয়েল পাইপের একটা।'

রানাও দেখতে পেল। পাইপটা কয়েক ইঞ্চি ফেটে গেছে। 'টেপ দিয়ে বাঁধো,' নির্দেশ দিয়ে ডেকে উঠে এল ও।

মুখ থেকে বৃষ্টির পানি সরিয়ে লিমা জিজ্ঞেস করল, 'খারাপ কিছু?'

জবাব দেয়ার আগেই রানা লক্ষ করল, বোট নিজে থেকেই ঘুরে যাচ্ছে। শুধু ঘুরছে না, স্রোতের টানে কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা একটা বালির চর লক্ষ্য করে এগোচ্ছে। ছুটে হুইলহাউসে ঢুকল রানা, হুইল ঘুরিয়ে বোট সিধে করল। একটু পরই মৃদু ঝাঁকি খেলো বোট, তারপর স্থির হয়ে গেল। কোন সন্দেহ নেই, বালিতে ঢুকে গেছে বো।

ডেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'চিন্তা কোরো না, এঞ্জিন স্টার্ট নিলে বেরিয়ে আসতে কোন সমস্যা হবে না। স্রোতের টানে ভেসে যাওয়ার চেয়ে এখানে আটকে থাকা তবু ভাল।'

ঘুরে এঞ্জিনরূম হ্যাচের দিকে এগোল রানা। মইয়ে একটা পা রেখেছে, পিছন থেকে লিমা বলল, 'স্টপ!' অবাক হয়ে ঘাড় ফেরাল ও।

লিমা বলল, 'মনে হলো কি যেন শুনলাম।'

রেইল ধরে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, কান পেতে আছে। ধীরে ধীরে ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো রানার কাছে। কুয়াশা আর বৃষ্টি ভেদ করে অস্পষ্ট ভাবে ভেসে আসছে আওয়াজটা। অস্পষ্ট, তবে চিনতে ভুল করল না। ওর দিকে ফিরে কিছু বলতে গেল লিমা, ইশারায় কথা বলতে নিষেধ করল ও। এঞ্জিনের আওয়াজ ক্রমশ কাছে চলে আসছে। এক সময় মনে হলো ওদের একেবারে মাথার

ওপর উঠে আসছে শব্দটা। তারপর কমতে শুরু করল, সম্ভবত অন্য দিকে ঘুরে যাচ্ছে মোটর লঞ্চ। কুয়াশা ভেদ করে ছুটে এল কয়েকটা ঢেউ, হালকাভাবে ধাক্কা খেলো বীস্টের খোলে। আটকে রাখা দম ছেড়ে রানা বলল, 'বড় বাঁচা বেঁচে গেছি! আরেকটু হলেই গায়ের ওপর উঠে আসত।' জবাবে লিমা কিছু বলার আগেই মোটর লঞ্চের এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। আকস্মিক নিস্তব্ধতা স্নায়ুর ওপর চেপে বসছে।

লিমা বলল, 'এর মানে কি? ওরা থামল কেন?'

ওখানে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা, তারপর হুইলহাউসে ঢুকে চার্টগুলো আরেকবার পরীক্ষা করল। কিছুক্ষণ পর গা থেকে জ্যাকেট খুলল, বলল, 'ভেবেছিলাম আউটলেটের একবারে কাছে চলে এসেছি, কিন্তু না, তা আসলে আসিনি।'

পিছন থেকে লিমা জিজ্ঞেস করল, 'জ্যাকেট খুললেন কেন? কি করতে চান?' জুতো খুলে লিমাকে পাশ কাটিয়ে ডেকে বেরিয়ে এল রানা। 'কি ব্যাপার, কথা বলছেন না কেন!'

ডেক বরফের মত ঠাণ্ডা। কাঁপুনি ধরে গেল রানার। 'একটু সাঁতরে আসি,' বলল ও। 'চিন্তা কোরো না। যা করছি বুঝেই করছি।' রেইল টপকে পানিতে নামল। ঠাণ্ডা ছ্যাঁকা লাগল গায়ে। পায়ে বালির স্পর্শ পাচ্ছে। লিমার দিকে মুখ তুলে হাসল ও, তারপর ঘুরে গেল।

পানি কেটে স্যান্ডবাঙ্কের দিকে এগোচ্ছে রানা। ওটার পুরোটা দৈর্ঘ্য পার হয়ে এল। পিছন ফিরে তাকিয়ে আর বীস্টকে দেখতে পেল না, কুয়াশায় সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেছে। এরপর দৌড়াতে শুরু করল। একটু পরই গরম হয়ে উঠল শরীর। দু'বার পানির গভীরতা বেড়ে যাওয়ায় সাঁতরাতে হলো। কখনও হেঁটে, কখনও সাঁতরে ছয় কি সাত মিনিট এগোল রানা, তারপর চীনাদের গলা শুনতে পেল। শুধু আওয়াজই পাওয়া যাচ্ছে, কি বলছে বোঝা যাচ্ছে না। এবার আরও সাবধানে এগোল ও। আওয়াজ হলে এগোচ্ছে, না হলে নড়ছে না। কুয়াশার ভেতর এখনও কিছু দেখা

যাচ্ছে না। একটু বাঁ দিকে ঘুরে গেল ও। ওদিক থেকেই আসছে আওয়াজটা। আবার গভীর পানিতে নামতে হলো। সাঁতরে এগোচ্ছে।

ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছে রানা। স্রোতও বেশ জোরাল, অসতর্ক হলে আরেক দিকে টেনে নিয়ে যাবে। বড় বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে। ফেরার জন্যে ঘুরতে যাবে, সামনের কুয়াশায় ঝুলে থাকতে দেখল একটা আকৃতি। রেড ড্রাগনের মোটর লঞ্চ। কয়েক মুহূর্ত ভেসে থাকল রানা, খুঁটিয়ে দেখল, তারপর ঘুরে ফিরতি পথ ধরল।

স্রোতের টান উপেক্ষা করে সাঁতার কাটতে দম ফুরিয়ে আসছে রানার। একবার মনে হলো দিক নির্ণয়ে ভুল করে বসেছে। তবে একটু পরই অগভীর পানিতে চলে এল, ওর সামনে উঁচু হলো স্যান্ডবাঙ্ক। ছুটতে শুরু করল ও। কয়েক মিনিট পর ফেলে যাওয়া নিজের পায়ের ছাপ খুঁজে পেল। বিশ্রামের জন্যে থেমেছে, অকস্মাৎ সগর্জনে জ্যান্ত হলো মোটর লঞ্চ। এঞ্জিনের আওয়াজ ধীরে ধীরে সাগরের দিকে সরে গেল। আবার ছুটল রানা, পা দুটো পানি ছিটাচ্ছে, জোয়ার শুরু হওয়ায় ডুবে যাচ্ছে স্যান্ডবাঙ্ক।

বোটে ফিরে আসতে হিসেবের চেয়ে বেশি সময় লেগে গেল। কুয়াশা আগের চেয়ে একটু গাঢ় হয়েছে। আশপাশেই কোথাও আছে বোট, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না। একবার ভাবল চিৎকার করে। তবে ঝুঁকিটা নিল না। একটু পর হেগেন আর লিমার গলা পেল। সেদিকে দশ গজ এগোতেই কুয়াশার ভেতর দেখতে পেল বোট। ওরা দু'একজন মূর্তির মত স্থির হয়ে আছে ডেকে।

ওদেরকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে হুইলহাউসে ঢুকল রানা, চার্টের ভাঁজ খুলে ঝুঁকে পড়ল। হঠাৎ কাঁধ দুটো ঢাকা পড়ল একটা কম্বলে। ঘাড় ফিরিয়ে লিমাকে দেখে হাসল একটু। 'উফ, পানি যে কি ঠাণ্ডা!'

'ওদের বোটটা দেখতে পেলেন?'

'হ্যাঁ। তবে কেন থেমেছিল বুঝতে পারিনি।'

'কোথায় গেল?'

'এখন ও আমাদের জন্যে নদীর মুখে অপেক্ষা করবে।'

'আমাদের জন্যে দুঃসংবাদ,' হুইলহাউসের দরজা থেকে বলল হেগেন।

ইঙ্গিতে তাকে কাছে ডাকল রানা। তারপর চার্টে একটা আঙুল রেখে বলল, 'এখানে একটা চ্যানেল আছে। কোথাও কোথাও পানি খুব কম, তবে জোয়ার শুরু হওয়ায় অসুবিধে হবে না। আরও একবার পানির ওপর দিয়ে হাঁটতে হবে আমাকে।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল লিমা। 'আপনার তো নিউমোনিয়া হয়ে যাবে!'

'পানিতে নেমে গভীরতা মাপতে হবে,' বলল রানা। 'এই চার্টের ওপর বিশ্বাস রাখা যায় না। তাছাড়া, বালির চর প্রায়ই জায়গা বদল করে।'

'নতুন এই চ্যানেল ধরে গেলে আমরা কি কর্নেলকে পুরোপুরি এড়াতে পারব?' জানতে চাইল হেগেন।

'সাগরের যেখানে আমরা বেরুব, মেইন চ্যানেল সেখান থেকে বেশি দূরে নয়,' বলল রানা। ঘুরিয়ে উত্তর দিচ্ছে, ওদেরকে জানাতে চাইছে না যে ম্যাট হিথকে এড়াবার কোন ইচ্ছেই ওর নেই।

হেগেন বলল, 'পাইপটা জোড়া লাগিয়েছি। কিন্তু কতক্ষণ টিকবে বলা কঠিন। যেখানেই যেতে চাই, তাড়াতাড়ি রওনা হওয়াই ভাল।'

'হুইল ধরো, হেগেন,' তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলল রানা। 'আমি পানিতে থাকছি, তুমি আমাকে অনুসরণ করবে। যাই ঘটুক, স্পীড যতটা সম্ভব কমিয়ে রাখবে, আর আমার ওপর থেকে চোখ সরাবে না। স্যান্ডবাঙ্কের এই গোলকধাঁধায় আমরা যদি আটকা পড়ি, কুয়াশা সরে গেলে হিথের জন্যে সহজ টার্গেট হয়ে যাব।'

লিমাকে নিয়ে গ্যালি হয়ে দ্বিতীয় কেবিনে ঢুকল রানা। ডয়েসের ঘুম ভেঙেছে দেখে তাড়াতাড়ি কফি করতে চলে গেল

লিমা। ফিরে এল একটা ট্রে নিয়ে। ডিম আর মটরশুঁটি খেলো ডয়েস। কফির সঙ্গে তাকে আরও দুটো ট্যাবলেট খেতে দিল রানা।

'আমরা কি সাগরের দিকে যাচ্ছি?' সরাসরি রানাকে প্রশ্ন করল ডয়েস।

'হ্যাঁ।'

মুচকি একটু হাসল ডয়েস, ঠোঁটের কোণে আবার সেই পুরানো শ্লেষাত্মক ভঙ্গিটা ফিরে এল। 'আমি জানতাম, তোমার উদ্দেশ্য ভাল নয়। জ্বর নিয়ে বিছানায় পড়ে আছি, সুযোগটা ভালই কাজে লাগাচ্ছ। লিমাকে নিশ্চয়ই নয়-ছয় কিছু একটা বুঝিয়ে বোকা বানিয়ে রেখেছ, তাই না?'

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে অসহায় ভঙ্গি করল রানা। লিমা তাড়াতাড়ি রানাকে বলল, 'আপনি কিছু মনে করবেন না। ও ঠাট্টা করছে।' ডয়েসের দিকে ফিরল সে, কৃত্রিম চোখ রাঙিয়ে বলল, 'এই বাজে স্বভাবটা তুমি কি ছাড়তে পারবে না? মিছিমিছি মানুষকে খোঁচা মারো কেন?'

'মিছিমিছি?' ডয়েস কপালে তুলল চোখ। 'তুমি দেখো, লিমা, তোমার সব সোনা নিয়ে কেটে পড়বে রানা।'

লিমা হেসে ফেলল।

'তুমি হাসছ?' ডয়েসকে আহত মনে হলো।

'তাহলে বলি জ্বরের মধ্যে কি বলছিলে?' জিজ্ঞেস করল লিমা। 'বলছিলে মাসুদ রানা মহৎপ্রাণ, শুরু থেকেই জানি, সবার ভাল করার একটা কঠিন রোগ আছে ওর...'

'এ-সব কথা আমি বলেছি? অসম্ভব!' প্রতিবাদ করল ডয়েস। 'আর যদি বলেও থাকি, নিশ্চয়ই বেহুঁশ অবস্থায় প্রলাপ বকেছি। আমার সন্দেহ যে মিথ্যে, রানাকে তুমি প্রমাণ করতে বলো। আমার প্রশ্নের জবাব দিক। কি কারণে সাগরের দিকে যাচ্ছে ও?'

রানা জবাব দিল, 'হিথকে মারার সুযোগ করে দেব তোমাকে, তাই সাগরের দিকে যাচ্ছি।'

শরীর দুর্বল, তা সত্ত্বেও হেসে উঠল ডয়েস। 'বাহ্, ভালই গল্প ফেঁদেছ দেখা যাচ্ছে! কিন্তু এ গল্প লিমাকে বিশ্বাস করাতে পারলেও, আমাকে বিশ্বাস করাতে পারবে না। লিমা, আমার হাত খালি, যে-কোন একটা অস্ত্র এনে দাও। সত্যি কথা বলতে কি, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমি বিশ্বাস করি না।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে এল রানা। ওর পিছু নিয়ে লিমাও, ব্যাকুল ভঙ্গিতে বলছে, 'আপনি কিছু মনে করবেন না, প্লীজ! ও এইরকমই! বিশ্বাস করুন, আসলে সত্যি ঠাট্টা করছিল...'

'ওকে একটা রিভলভার এনে দাও,' বলল রানা। 'হুইলহাউসে পাবে।' কাঁধ থেকে কম্বলটা ফেলে রেইল টপকে পানিতে নেমে গেল ও।

যে স্যান্ডবাঙ্কের ওপর হেঁটেছিল, চ্যানেলটা সেখান থেকে একশো গজ পিছনে। খুঁজে বের করার পর বোটের কাছে আবার ফিরে এল রানা। এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বালি থেকে বীস্টকে বের করে আনল হেগেন, ধনুকের মত বাঁক নিয়ে রানার সঙ্গে সমান্তরাল একটা কোর্স ধরল। পানির নিচে তলিয়ে আছে স্যান্ডবাঙ্ক, সারফেসের নিচে বুক পর্যন্ত না ডোবা পর্যন্ত সাবধানে হাঁটল ও। হাত তুলে নাড়ল, দিক নির্দেশনা পেয়ে ধীরে ধীরে চ্যানেলে ঢুকল বোট।

বোটের সামনে সাঁতরাচ্ছে রানা, কয়েক গজ এগিয়েই পরীক্ষা করছে পায়ের নিচে তল পায় কিনা। এঁকেবেঁকে এগিয়েছে চ্যানেল, ওর পিছু নিয়ে সাবধানে আসছে বোট। বিশ মিনিট পর ঠাণ্ডায় সারা শরীর অবশ হয়ে এল। এক সময় মনে হলো, ওর মাথা আর চোখও কাজ করছে না। প্রবল ইচ্ছাশক্তি এগিয়ে নিচ্ছে ওকে, জানে এখানে আটকে পড়ার অর্থ বেঘোরে প্রাণ হারানো। অকস্মাৎ বাঁক ঘুরতে গিয়ে একবার একটা স্যান্ডবাঙ্কে উঠে পড়ল বোট। তবে হেগেন নিজের চেষ্টাতেই আবার ভাসতে পারল। এটাই ওদের জন্যে শেষ ঝামেলা ছিল। চ্যানেলের বাকি অংশ যথেষ্ট গভীর। বোটে উঠে পড়ল রানা।

'ফুল স্পীড অ্যাহেড!' নির্দেশ দিল ও, ওর কাঁধে কম্বলটা আবার জড়িয়ে দিচ্ছে লিমা। 'শব্দ হয় হোক, গ্রাহ্য করার দরকার নেই।'

'ইয়েস, বস্–থুড়ি, ফ্রেন্ড!' বলে স্যালুট করল হেগেন।

কেবিনে ফিরে কাপড় পাল্টাল রানা, গায়ে সোয়েটার চড়াল। 'নিন, ধরুন,' ভেতরে ঢুকে ওর হাতে কফির মগ ধরিয়ে দিল লিমা। 'কিভাবে যে এখনও বেঁচে আছেন, সেটাই আশ্চর্য!'

গোটা বোট থরথর করে কেঁপে উঠল। ফুল পাওয়ারে ছুটছে। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা, ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসির রেখা।

এঞ্জিন রূমে নেমে এসে হেগেনকে এক কোণে হাঁটু গেড়ে থাকতে দেখল রানা। বাতাসে তেল পোড়ার গন্ধ। হেগেনের প্রকাণ্ড মুখ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ভয়ে। 'কি ঘটল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

তেল চিটচিটে ন্যাকড়া দিয়ে কপালের ঘাম মুছল হেগেন। 'ফাটলটা আরও লম্বা হয়েছে,' ম্লান গলায় বলল সে। 'এঞ্জিনের ভাইব্রেশনের কারণে। আমি জানতাম এরকম ঘটবে।'

ন্যাকড়া দিয়ে পাইপটা পরিষ্কার করল রানা, উদ্দেশ্য ফাটলটা পরীক্ষা করা। ডেকের ওপর বসে পড়ল ও। 'এ তো দেখছি সিরিয়াস অবস্থা!'

হেগেনকে দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে। 'তুমিই বলে দাও কি করব এখন।'

হ্যাচের ভেতর মাথা গলিয়ে লিমা বলল, 'ডয়েস জিজ্ঞেস করছে, ত্রুটিটা কি তাড়াতাড়ি মেরামত করা সম্ভব?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'এখুনি বলা যাচ্ছে না। আশপাশে কিছু ঘটছে?'

মাথা নাড়ল লিমা। 'নাহ্। মোটর লঞ্চের শব্দও শুনছি না।'

দ্রুত একটা সিদ্ধান্তে এল রানা। 'পাইপ খুলে ঝালাই করতে কতক্ষণ লাগবে?'

ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়ল হেগেন। 'খুলতেই তো বেরিয়ে যাবে দশ মিনিট। ঝালাই করি বা জোড়া লাগাই, আরও বিশ মিনিট। দশ মিনিট লাগবে ফিট করতে।'

'চল্লিশ মিনিট। ঠিক আছে, তাই করো।'

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল হেগেন, থামিয়ে দিল রানা। 'সময় নষ্ট কোরো না, হেগেন। হাত চালাও।'

হ্যাচ গলে ডেকে উঠে এল ও। লিমা বলল, 'শুনুন! মনে হলো কি যেন শুনলাম!'

ঢেউয়ের মাথায় চড়ল বোট, বো থেকে পানির কলকল আওয়াজ আসছে। রেইল ধরে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, কান খাড়া। আওয়াজটা অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে, এখনও অস্পষ্ট। সন্দেহ নেই, এঞ্জিনেরই শব্দ।

হুইলহাউসের দিকে এগোল রানা! 'হেগেনকে যতটা সম্ভব কম শব্দ করতে বলো।' হুইলহাউসে ঢুকে সাব-মেশিন-গানটা বের করল। আবার ডেকে ফিরে এসে রেইলের সামনে দাঁড়াল। এঞ্জিনের আওয়াজ ক্রমশ কাছে সরে আসছে।

হ্যাচ গলে ডেকে উঠে এল লিমা। 'ম্যাট হিথ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সম্ভবত। নিশ্চয়ই আমাদের আওয়াজ পেয়েছে।'

'না পাবার তো কোন কারণ নেই,' বলল লিমা। 'কি করবে সে?'

চিন্তা করল রানা, তারপর বলল, 'ও জানে দুটোর একটা ঘটেছে—হয় আমরা অচল হয়ে পড়েছি, নয়তো কারও জন্যে অপেক্ষা করছি। তবে আমরা কোথায় আছি সে-সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই তার। কুয়াশার ভেতর বারবার আসা-যাওয়া করতে হবে, তা না হলে আমাদেরকে দেখতে পাবে না।'

ঘাড় ফিরিয়ে কুয়াশায় ঢাকা সাগর দেখার চেষ্টা করল লিমা। মোটর লঞ্চের আওয়াজ বাড়ছে তো বাড়ছেই। উত্তেজিত রানা ভাবল, হিথকে রেঞ্জের মধ্যে পাওয়া যাবে। এঞ্জিনের আওয়াজ

পাল্টে গেল। স্পীড বেড়েছে। কুয়াশা ভেদ করে সোজা ছুটে আসছে ওটা। রেইলের সামনে নিচু হলো রানা, লিমার হাত ধরে টান দিল।

লঞ্চটা সোজা ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে দিক বদলে বীস্টের পিছন দিকটাকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করল। মাথা সামান্য উঁচু করে লক্ষ্যস্থির করল রানা, দ্রুত এক পশলা গুলি করে শুয়ে পড়ল ডেকে। লঞ্চের পিছন দিকে একটা মেশিন গান ফিট করা হয়েছে, অপারেট করছে দু'জন লোক। রানা ও লিমার মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছুটে গেল। মাথা তুলে আরেক পশলা গুলি করল রানা। ভোঁতা একটা আওয়াজ হলো, যেন বিষম খেয়েছে কেউ। কুয়াশার ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে লঞ্চ, পিছনের পানিতে আলোড়ন দেখা গেল। মেশিন গান অপারেটরদের একজন গুলি খেয়ে পড়ে গেছে সাগরে। রানার ঠোঁটে হাসি।

লঞ্চের আওয়াজ মিলিয়ে গেল দূরে। 'নিচে যাও!' লিমাকে বলল রানা। 'এরপর ওরা আরও কাছে চলে আসবে।' ছুটে হুইলহাউসে ঢুকল ও, গ্রেনেডের বাক্সটা বের করে আনল।

চওড়া একটা বৃত্ত তৈরি করে চক্কর দিচ্ছে লঞ্চ। অধৈর্য রানা অপেক্ষা করছে, সচেতন ওর পাশে হাতে কারবাইন নিয়ে উবু হয়ে বসে আছে লিমা। তাকে কেবিনে ঢোকাতে হলে তর্ক করতে হবে, সুযোগটা পাওয়া গেল না–কুয়াশার ভেতর থেকে ছুটে এল লঞ্চ, আবার সরাসরি ওদের দিকেই আসছে। মেশিন গানের পিছনে এখন অন্য দু'জন লোক দেখা গেল। এবারও রানাই প্রথমে গুলি করল, টার্গেট হুইলহাউস, অন্ধ প্রত্যাশা, ওখানে রেড ড্রাগন আছে। এক পশলা গুলি করেই ডাইভ দিয়ে ডেকে শুয়ে পড়ল ও। মেশিন গান গর্জে উঠল, বীস্টের রেইল ছিন্নভিন্ন করে দিল এক ঝাঁক বুলেট। এবারও শেষ মুহূর্তে দিক বদলে-ফিরে যাচ্ছে লঞ্চ, তবে বোর সামনে দিয়ে। এই সুযোগের অপেক্ষাতেই যেন ছিল রানা। ডেকে হাঁটু গেড়ে একটা গ্রেনেড ছুঁড়ল ও, লঞ্চের রেইল

টপকে হুইলহাউসের কাছাকাছি পড়ল। লঞ্চ কাত হতে শুরু করায় গড়িয়ে রেইলের কাছে ফিরে এল সেটা, তবে রেইল গলে পানিতে পড়ার আগেই বিস্ফোরিত হলো। লঞ্চের পিছন থেকে বিশাল এক ঢেউ উঠল, সেটা মাথা নত করার পর দেখা গেল মেশিনগান ও অপারেটররা গায়েব হয়ে গেছে। কুয়াশার ভেতর হারিয়ে গেল লঞ্চ। আবার জমাট নিস্তব্ধতা নেমে এল মোহনায়।

মুখ থেকে রক্ত মুছল লিমা, বলল, 'সম্ভবত স্প্লিন্টার লেগেছে।'

ঝট করে ঘুলল রানা। 'কই, দেখতে দাও আমাকে।' ঠোঁটের কোণ থেকে এক ইঞ্চি দূরে ক্ষতটা। 'হুইলহাউসে এসো, প্লাস্টার লাগিয়ে দিই।'

এঞ্জিন রূমের হ্যাচ আর কেবিনের দরজা থেকে একযোগে মাথা বের করল ডয়েস ও হেগেন। হেগেনই প্রথম কথা বলল, 'আমরা অক্ষত আছি তো, ফ্রেন্ড?'

'নিজের কাজ করো, যাও,' ধমক দিল রানা। হ্যাচের ভেতর নেমে গেল প্রকাণ্ড মাথাটা। 'এই যে, তুমি,' ডয়েসকে বলল রানা, 'কে তোমাকে বাঙ্ক থেকে নামতে বলেছে?'

'কি হয়েছে ওর?' ডয়েসের চোখে উদ্বেগ।

'তেমন কিছু না, স্প্লিন্টার লেগেছে।' ডয়েসের দিকে ভাল করে তাকাল রানা। 'প্লাস্টার লাগাতে হবে, পারবে?'

টলতে টলতে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল ডয়েস। তিনজনই হুইলহাউসে ঢুকল ওরা। সদ্য ভাঙা একটা দেরাজ থেকে সার্জিকাল টেপ-এর বাক্সটা বের করে ডয়েসের হাতে ধরিয়ে দিল রানা। একটা স্ট্রিপ কেটে লিমার ক্ষতটায় লাগিয়ে দিল ডয়েস। তার হাত কাঁপছে দেখে শঙ্কিত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল লিমা।

'তোমরা দু'জনেই কেবিনে থাকো,' বলল রানা। 'আমি একাই সামলাতে পারব।'

মাথা নাড়ল ডয়েস। 'তা হয় না।' কোমরে গোঁজা

রিভলভারটা বের করল সে। 'লিমা, কারবাইনটা আমাকে দাও, তুমি এটা রাখো।'

ডয়েসের কপালে একটা হাত রাখল লিমা। 'তুমি প্রলাপ বকছ। আবার তো জ্বর এসে গেছে।'

ওদেরকে হুইলহাউসে রেখে ডেকে বেরিয়ে এল রানা। দু'মিনিট পর ডয়েস আর লিমাও বেরুল। 'আবার ওরা হামলা করবে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ডয়েস।

'তা করবে, তবে এবার সরাসরি আসবে বলে মনে হয় না,' জবাব দিল রানা। 'প্রথম কারণ, গ্রেনেডটা নিশ্চয়ই ভয় পাইয়ে দিয়েছে। আরও বড় কারণ, বীস্টকে ডুবিয়ে দেয়ার ঝুঁকি সে নেবে না। বীস্ট নেই তো সোনাও নেই।'

'এতক্ষণে বোঝা গেল, সাগরে কেন আপনি বেরুলেন!' হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল লিমার মুখটা। 'আপনি রেড ড্রাগনের জন্যে একটা ফাঁদ তৈরি করেছেন!' ডয়েসের দিকে তাকাল সে। 'কি বলছি, বুঝতে পারছ? রেড ড্রাগনকে উনি উভয় সঙ্কটে ফেলে দিয়েছেন।'

'ওর মাথায় আরও কত কুমতলব আছে, সে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না,' বলে লিমার হাত ধরে টান দিল ডয়েস। 'চলো, আমরা কেবিনে যাই।'

'হ্যাঁ, তাই যাও, দূর হও আমার চোখের সামনে থেকে,' বলল রানা, শেষাংশ নিচু গলায়। 'হিথের পরবর্তী মুভ কি হয় দেখি। আশা করছি তার আগেই পাইপটা মেরামত করতে পারবে হেগেন।'

কেবিনে ঢুকল ডয়েস, লিমা তার হাত ধরে আছে।

দৃষ্টিসীমা এখনও ত্রিশ গজের মত। বৃষ্টি একটু ধরে এসেছিল, আবার বাড়ল। চমকে দেয়ার জন্যে পরিবেশটা আদর্শই বলতে হবে। নিজের নাম শুনে রীতিমত ঝাঁকি খেলো রানা। চিৎকারটা কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। 'মেজর রানা! তুমি বোকা নাকি? এখনও হার মানছ না কেন? পালাতে যে পারবে না, সে

তো বোঝাই যাচ্ছে।'

ডয়েস নয়, একা লিমা বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। রানা বলল, 'হিথ লাউড হেইলার ব্যবহার করছে।' নিঃশব্দে হাসছে ও। 'সম্ভবত কোন ফন্দি আঁটছে।' একহাত দিয়ে মুখের সামনে চোঙ বানাল ও। 'তুমি বোকার স্বর্গে বাস করছ, হিথ!'

কয়েকটা মুহূর্ত নিস্তব্ধতার ভেতর কাটল। রানার সন্দেহ হলো, ওর জবাব হয়তো শুনতে পায়নি হিথ। তারপর হঠাৎ তার গলা ভেসে এল। 'বোকামি করে নিজে মরতে চাও, মরো। কিন্তু তোমার বোকামির জন্যে অল্প বয়েসী মেয়েটা কেন ভুগবে?'

লিমাকে রানা বলল, 'খারাপ কিছু একটা ঘটছে। কি কারণে জানি না সময় পাবার চেষ্টা করছে হিথ।'

একটু পর আবার শুনতে পেল ওরা, 'মাথা খাটাও, রানা!' গলার সুরে অসহিষ্ণুতা। 'এসো, বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করি। তোমাদেরকে আমার দরকার নেই। আমার শুধু সোনা দরকার। তোমরা যদি জান নিয়ে পালাতে চাও, আমি আপত্তিও করব না, বাধাও দেব না।'

বীস্টের খোলে হালকাভাবে কিছু একটা বাড়ি খেলো। বন করে আধ পাক ঘুরেই চেঁচিয়ে উঠল লিমা। 'আপনার পিছনে!'

পায়ের ওপর ভর দিয়ে ঘুরল রানা, গুলি করল নিতম্ব থেকে। লোকটা ডেকে উঠে এসেছিল, তপ্ত এক ঝাঁক সীসা শূন্যে তুলে নিল তাকে, রেইলের ওপর দিয়ে ফেরত পাঠাল পানিতে। হাতের অস্ত্র হঠাৎ নীরব হয়ে গেল, দাঁতে দাঁত চেপে সেটা ফেলে দিল রানা, ছুটল দ্বিতীয় চীনার দিকে–রেইল টপকে ডেকে নামতে গিয়ে ডিগবাজি খাচ্ছে। ডিগবাজি পুরো করে ডেকে পড়ল লোকটা, ঝুঁকে দু'হাতে ধরে তুলল রানা, রেইলের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল সাগরে। পানিতে দোল খাচ্ছে ছোট একটা ডিঙ্গি, এক প্রস্থ রশি দিয়ে সেটাকে রেইলের সঙ্গে বাঁধল।

সিধে হচ্ছে, কুয়াশার ভেতর আবার গর্জে উঠল লঞ্চের এঞ্জিন। ছুটে এসে লিমার হাত ধরে টানল রানা, দু'জন একসঙ্গে

ডেকে পড়ল। বীস্টের বোর সামনে দিয়ে আড়াআড়িভাবে চলে যাচ্ছে লঞ্চ, আড়াল থেকে স্মল আর্মস দিয়ে গুলি করছে চীনারা। লঞ্চের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যেতে লিমাকে নিয়ে সিধে হলো ও। 'কোথাও লাগেনি তো?'

'না। কিন্তু আমার সাংঘাতিক ভয় করছে!'

সাব-মেশিন-গান রিলোড করার জন্যে হুইলহাউসে ঢুকল রানা। ভেতরের সব কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে দেখে বিহ্বল হয়ে পড়ল। দেয়ালে বুলেটের গর্ত। হুইলটা ফেটে গেছে। ইনস্ট্রুমেন্টাল প্যানেল বিধ্বস্ত। এত ভয় পেয়েছে, নড়তে পারছে না। দোরগোড়া থেকে লিমার গলা শুনে সংবিৎ ফিরল। 'সব ঠিক আছে তো?'

কন্ট্রোল পরীক্ষা করল রানা। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'স্টিয়ার মেকানিজম এখনও কাজ করছে। আর কিছুর দরকার নেই।'

রিলোড করে ডেকে বেরিয়ে এল ও। লিমা বলল, 'এভাবে কতক্ষণ?'

কিছু বলতে যাবে রানা, লাউড হেইলার আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল। 'এখনও কি তুমি গোয়াতুর্মি করবে, রানা?' রানা জবাব দিচ্ছে না। 'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, অচল হয়ে পড়েছ তোমরা। তবে আমি উদারতার পরিচয় দিতে চাই। চিন্তা করার জন্যে পনেরো মিনিট সময় পাচ্ছ, রানা। মাত্র পনেরো মিনিট সময়, মাই ফ্রেন্ড। তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নাও।'

সাগরে শুধু তুমুল বৃষ্টিপাতের শব্দ।

হ্যাচের কাছে এসে গলা চড়াল রানা, 'আর কতক্ষণ?'

সিধে হলো হেগেন, হাতে একটা ফ্লেয়ারিং টর্চ। খালি হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। 'এখনও ঝালাই করছি,' বলল সে। 'প্রায় শেষ করে এনেছি। পনেরো কি বিশ মিনিট।'

ধীরে ধীরে রেইলের দিকে ঘুরল রানা। মাথার ভেতর দ্রুত চিন্তা চলছে। 'এখন একটাই উপায়,' আপন মনে বিড়বিড় করল।

লিমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হেগেনের কাছ থেকে স্পেয়ার ওয়ায়্যার কেবলের কয়েলটা চাও।'

লিমা কিছু বলার আগেই ছুটে কেবিনে ঢুকল রানা, ফিরে এল একটা বাক্স নিয়ে, ভেতরে ডাইভিং গিয়ার আছে। বাক্সটা খুলছে, কেবল নিয়ে এঞ্জিন রুম থেকে বেরিয়ে এল লিমা। 'এটা?' মাথা ঝাঁকিয়ে সোয়েটারটা খুলে ফেলল রানা। 'কি করছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল লিমা। 'আপনি কি সত্যি মরতে চান?'

হাতে অ্যাকুয়া-লাঙের স্ট্র্যাপ গলাল রানা। 'আর কোন উপায় নেই, লিমা।'

রানার মনে হলো, তর্ক করবে লিমা। দেখল, ঢিল পড়ল পেশীতে। 'ঠিক আছে। আপনার যা ভাল বোঝেন তাই করুন।' স্ট্র্যাপগুলো বাঁধতে শুরু করল লিমা।

তৈরি হবার পর রানা বলল, 'কি করতে হবে বলে দিচ্ছি। সময় নেই, রিপিট করতে পারব না। কেবলের একটা প্রান্ত কব্জিতে বাঁধব, আমি রওনা হলে ধীরে ধীরে ছাড়বে। আমার সঙ্গে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ আছে, রেড ড্রাগনকে চিরকালের জন্যে ঘুম পাড়াতে যাচ্ছি।'

'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন,' বিড়বিড় করল লিমা।

কেবলে ডিটোনেটর আটকে কব্জিতে জড়াল রানা, এক্সপ্লোসিভ সহ বেল্টটা কোমরে পরল। পানিতে নেমে লিমার দিকে তাকাল একবার। শিউরে উঠল লিমা, জোর করে হাসল একটু। ভাল্‌ভ্ অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে পানির নিচে তলিয়ে গেল রানা।

লঞ্চটা কোনদিকে সঠিক জানা নেই, শুধু জানে বেশি দূরে নয়। সম্ভবত দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে। পানির তলায় ঘন ঘন রাবার ফ্লিপার আছড়ে দ্রুত সাঁতার কাটছে রানা। দু'মিনিট পর পানির ওপর মাথা তুলল। কিন্তু কুয়াশার ভেতর লঞ্চটা কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ভাগ্যটা হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে উঠল। খুব কাছ থেকে ভেসে এল ম্যাট হিথের গলা। 'আর মাত্র আট মিনিট, রানা। মাত্র আট

মিনিট।'

আবার ডুব দিল রানা, দিক বদলে সাঁতরাচ্ছে। একটু পরই লঞ্চের খোল দেখতে পেল, নাক বরাবর সামনে ঝুলে আছে। ওটার পাশ ঘেঁষে স্টার্ন-এর দিকে চলে এল ও। অ্যাঢেসিভ প্লাস্টিক ফিট করল খোলের গায়ে, প্রপেলারের ঠিক নিচে। রাডার-এর চারধারে কেবল জড়াল, তারপর এক্সপ্লোসিভের ভেতর ঢুকিয়ে দিল ডিটোনেটর। কাজটা শেষ করতে দুই কি আড়াই মিনিট লাগল। কেবল অনুসরণ করে বীস্টে ফিরছে।

বীস্টের গায়ে ধাক্কা খেলো রানা, কেবল নাগালের বাইরে উঠে গেছে। রেইলের ওপর দিয়ে ঝুঁকে ওকে ধরার চেষ্টা করল লিমা, রানা বলল, 'না! আগে ডিটোনেট করো!'

রেইল টপকে ডেকে নামছে রানা, দ্রুত হাতে কেবল কেটে শেষ প্রান্তগুলো ডিটোনেটিং বক্সে ঢোকাচ্ছে লিমা। এই সময় আবার হিথের গলা ভেসে এল। 'সত্যি আমি দুঃখিত, রানা। আমার ধৈর্যে আর কুলাল না।'

অকস্মাৎ জ্যান্ত হলো লঞ্চের এঞ্জিন। সেই মুহূর্তে প্লাঞ্জারে চাপ দিল লিমা। বৃষ্টির ভেতর প্রতিধ্বনি তুলল বিস্ফোরণের আওয়াজ, চীনাদের আর্তচিৎকার বেশিরভাগই চাপা পড়ে গেল। দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত ধরে জঞ্জাল বৃষ্টি হলো। তারপর আর কোন নড়াচড়া বা শব্দ নেই। হ্যাচ গলে ডেকে বেরিয়ে এল হেগেন। চোখ কপালে তুলে বলল, 'মাই গড, ফ্রেন্ড! নিশ্চয়ই তুমি লঞ্চটাকে ডুবিয়ে দিয়েছ!'

অ্যাকুয়া-লাঙের স্ট্র্যাপগুলো খুলল রানা। 'অন্তত স্টার্ন বলে কিছু না থাকারই কথা,' বলল ও। ফ্লিপার খুলে হেগেনের দিকে তাকাল। 'নিচের খবর বলো।'

নিঃশব্দে প্রসারিত হলো হেগেনের কালো, মোটা ঠোঁট। 'আমার কাজ শেষ।'

ক্লান্ত রানা। মাথাটা তুলোর মত হালকা লাগছে। নিচে নেমে সোয়েটার পরল। হঠাৎ লিমার গলা শোনা গেল। 'তাড়াতাড়ি

আসুন!'

ডেকে উঠে এসেছে রানা, শুনতে পেল অস্পষ্ট ভাবে কেউ একজন ওর নাম উচ্চারণ করছে। রেইলের সামনে এসে দাঁড়াতে দেখতে পেল ম্যাট হিথকে, কুয়াশা থেকে বেরিয়ে আসছে। সবাই ওরা রেইল ধরে দাঁড়িয়ে থাকল, হিথকে দেখছে। ভাসতে ভাসতে কাছে চলে এল সে, ধাক্কা খেলো বীস্টের খোলে। ভেজা মুখ হলদেটে দেখাচ্ছে। ঠাণ্ডায় যেন অর্ধেক জমে গেছে সে। রানার দিকে তাকিয়ে জোর করে হাসল। 'কোথায় ভুল করেছি জানো? শত্রুকে আমি ছোট করে দেখেছি।'

মাথা নাড়ল রানা। 'বড় করে দেখলেও এই একই পরিণতি হত তোমার, রেড ড্রাগন। দুনিয়া জুড়ে অশুভশক্তি, তোমরা পাল্লায় ভারী; কিন্তু তারপরও চিরন্তন সত্য মিথ্যে হয়ে যায়নি–শেষ পর্যন্ত শুভশক্তিই জিতবে।'

মুখ খুলে খানিকটা পানি খেলো কর্নেল হিথ। কথা বলতে দম বেরিয়ে যাচ্ছে তার। 'রানা, প্লীজ, তুমি এভাবে আমাকে ডুবিয়ে দিতে পারো না!'

'তুমিও তোমার অবৈধ ব্যবসার গোপন তথ্যগুলো না বলে মরতে পারো না।'

'কি জানতে চাও বলো, প্লীজ...'

'তোমার অবর্তমানে ড্রাগ ব্যবসাটা কে সামলাবে? আমদানী করা হেরোইন কোথায় জমা করা হয়? বাংলাদেশের কারা তোমাকে অ্যাডভান্স করেছে?'

'সব বলব, আগে তুমি আমাকে বোটে তুলে নাও, প্লীজ...'

মাথা নাড়ছে রানা, ওর বাহু স্পর্শ করল লিমা। 'লোকটা মারা যাচ্ছে, তাই না? জেরা যদি করতেই হয়, আগে ওকে বোটে তুলে নিন!' তার চোখে মিনতি।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঝুঁকল রানা, হিথের বাড়ানো হাতটা ধরে টেনে নিল বোটে।

ডেকে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকল কর্নেল, খকখক করে

কাশছে, বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে। 'ধন্যবাদ,' কোন রকমে বলতে পারল। 'এই উপকারের জন্যে তোমাকে পস্তাতে হবে না।'

তিক্ত হেসে ঘুরে দাঁড়াল রানা। হুইলহাউসের দিকে যাচ্ছে।

ওর পিছনে আকস্মিক নড়াচড়ার শব্দ হলো, সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে লিমা চেঁচিয়ে উঠল, 'সাবধান!' চিৎকার দিয়েই রানার গায়ে ধাক্কা দিয়েছে সে, ও যাতে ডেকের ওপর ছিটকে পড়ে।

পড়েই সিধে হলো রানা, ঝট্ করে ঘুরে গেছে। লিমা দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর আর হিথের মাঝখানে। টলছে। হেলে পড়ছে পিছন দিকে। লাফ দিয়ে এগোল রানা, দু'হাত বাড়িয়ে ঠেকাল পতনটা। তার বুকে রক্ত দেখল ও। হিথ দাঁড়িয়ে আছে, ডান হাতে ছুরি, পিছিয়ে গেল দু'পা। শান্ত গলায় বলল, 'আমার কপালটাই খারাপ, রানা। এত চেষ্টা করেও তোমার নাগাল পেলাম না!'

রানার বুকে নেতিয়ে পড়েছে লিমা। ও নড়ার আগেই কেবিনের দরজায় দেখা গেল ডয়েসকে। জ্বরে ঠক ঠক করে কাঁপছে সে, লক্ষ্যস্থির করার জন্যে হাতের রিভলভারটা তুলল। 'এদিকে তাকা, শুয়োরের বাচ্চা!' হিসহিস করে বলল সে। হিথ তাকাতেই ট্রিগার টেনে দিল। একটা বুলেট হিথের হাঁ করা মুখে ঢুকল, দ্বিতীয়টা কপালে। দড়াম করে রেইলিঙে বাড়ি খেলো সে।

হ্যাচ গলে ডেকে উঠে এল হেগেন। 'দেখো দেখি কাণ্ড, বেজন্মা কুত্তাটা আমার বোট নোংরা করে ফেলছে!' ঝুঁকল সে, লাশটা দু'হাতে ধরে তুলল, ফেলে দিল সাগরে।

লিমাকে বুকে তুলে নিয়ে কেবিনের দিকে হাঁটছে রানা, ওকে অনুসরণ করল ডয়েস আর হেগেন। বাঙ্কে শোয়ানো হলো লিমাকে। ডয়েস একটা বালিশ গুঁজে দিল মাথার পিছনে। রানা বলল, 'হেগেন, ফার্স্ট-এইড বক্স!'

কেবিন থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল হেগেন। হঠাৎ বালিশের এক দিকে কাত হয়ে গেল লিমার মাথা। পিছন থেকে রানার কাঁধ খামচে ধরল ডয়েস।

'এত উতলা হয়ো না তো!' ধমক দিল রানা। 'ও জ্ঞান হারিয়ে

ফেলেছে।' কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে নিল ডয়েস, বাঙ্কের শেষ প্রান্তে এসে হাঁটু গেড়ে বসল, লিমার পা দুটোয় হাত বোলাচ্ছে।

সার্জিকাল কাঁচি দিয়ে লিমার সোয়েটার কেটে ফেলল রানা। শার্টটাও কাটতে হলো, অত্যন্ত সাবধানে। ধীরে ধীরে রক্ত ভেজা কাপড়ের আবরণ সরানো হলো। ক্ষতটা উন্মোচিত হতেই আঁতকে উঠল হেগেন। তুলো দিয়ে রক্ত মুছে ক্ষতটা পরীক্ষা করল রানা। 'ও আসলে লাকি,' ঘাড় ফিরিয়ে ডয়েসকে বলল। 'ছুরিটা কলার-বোনে লেগে সরে গেছে অন্যদিকে।' ক্ষতটা লম্বা, বাম কাঁধ থেকে স্তন পর্যন্ত।

লিমার পা ছেড়ে রানার পাশে চলে এল ডয়েস। ক্ষতটা দেখে চোখ বন্ধ করল, দরদর করে ঘামছে।

'হেগেন, এঞ্জিন স্টার্ট দাও,' বলল রানা। 'আমি আসছি।' হেগেন ছুটল। ব্যস্ত হাতে ক্ষতটায় ব্যান্ডেজ বাঁধল রানা, লূপটা বগলের তলা দিয়ে ঘাড়ে পরাল। অনড় পড়ে আছে লিমা, একচুল নড়ছে না। 'নজর রাখো,' ডয়েসকে আদেশ দিয়েই কেবিন থেকে বেরিয়ে এল রানা।

ডেকে পা দিয়েছে, বীস্টের এঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে উঠল। সাগরে প্রবল বাতাস, ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা দেখা যাচ্ছে। প্রবল আলোড়ন উঠেছে ঘন কুয়াশায়, প্রতি মুহূর্তে প্রসারিত হচ্ছে দৃষ্টিসীমা। তবে বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ নেই।

হুইলহাউসে ঢুকে হেগেনকে সরিয়ে নিজের হাতে হুইল নিল রানা। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোথাও নোঙর ফেলতে হবে,' বলল ও। 'নাহলে রক্তক্ষরণে মারা যাবে মেয়েটা।'

'কি করতে চাও তুমি?'

থ্রটল খুলে ফুল স্পীড দিল রানা, ঝাঁকি খেয়ে ছুটল বীস্ট। 'সিকি মাইল দূরে একটা পাথুরে দ্বীপ আছে। নিরাপদ ইনলেট। ওখানে নোঙর ফেলে লিমার চিকিৎসা করতে হবে।'

দিক সামান্য বদলাতে দূরে দেখা গেল দ্বীপটা, হালকা কুয়াশা আর তুমুল বৃষ্টির ভেতর অস্পষ্ট। এঞ্জিন বন্ধ করল রানা। ধীর

গতিতে ভাসতে ভাসতে দ্বীপের গায়ে ঠেকল বোট। লাফিয়ে তীরে নামল হেগেন, বড় একটা বোল্ডারে লাইন জড়াল। হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে নিচে নামল রানা।

গ্যালিতে এসে চুলোয় পানি গরম করতে দিল ও। তারপর লিমাকে দেখতে এল। ব্যান্ডেজটা এরই মধ্যে রক্তে ভিজে গেছে দেখে মুখ শুকিয়ে গেল ওর। তাড়াতাড়ি আবার ফিরে এল গ্যালিতে—বলা যায়, ডয়েসের সামনে থেকে পালিয়ে এল। এক সময় ফুটতে শুরু করল কেটলির পানি।

গরম পানি নিয়ে আবার কেবিনে ঢুকল রানা। হাত দুটো দু'বার ধুলো, একবার গরম পানি দিয়ে, আরেকবার ডিজইনফেকট্যান্ট দিয়ে। লিমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে হেগেন, পায়ের কাছে ডয়েস। 'কি করবে তুমি?' জিজ্ঞেস করল ডয়েস।

'সেলাই,' সংক্ষেপে জবাব দিল রানা। বাঙ্কের কিনারায় বসে ব্যান্ডেজ কাটতে শুরু করল। ধীরে ধীরে চোখ মেলল লিমা, দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ডয়েস কোথায়?'

'তুমি ওকে চিনতে ভুল করেছ,' বলল রানা। 'ওটা একটা কাপুরুষ। কাঁদছে।'

মাথা নাড়ল লিমা। 'আপনিও ওর মত শুরু করলেন?' হাসতে চেষ্টা করল লিমা। 'আপনি খুব ভাল করেই জানেন ডয়েস কাপুরুষ নয়। ও আমার জন্যে কাঁদছে।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'কাঁদার কি প্রয়োজন আছে? কি হয়েছে আমার? সত্যি কথা বলুন। আমি বাঁচব না?'

লিমার হাতটা ধরে রেখা পরীক্ষা করার ভান করল রানা। 'এখানে দেখতে পাচ্ছি এক ডজন ছেলেপুলে হবে তোমাদের...' তারপর চোখ রাঙাল। 'একটুও নার্ভাস হবে না। সব আমার ওপর ছেড়ে দাও। ঠিক আছে?'

হেগেন বলল, 'খানিকটা দাগ অবশ্য থেকেই যাবে।' ডয়েসের দিকে তাকাল সে। 'এই ছোকরা, মন খারাপ করে না! জানোই তো. চাঁদেরও কলঙ্ক থাকে।'

ডয়েস দু'হাতে মুখ ঢেকে বাঙ্কের গোড়ায় কপাল ঠেকিয়ে রেখেছে।

লিমা বলল, 'সেলাই করার সময় ওকে সরিয়ে দেবেন।'

হেগেন জানতে চাইল, 'এই গরিলারই বা কি কাজ এখানে?'

রানা বলল, 'হাত ধোও, তারপর আমার পাশে দাঁড়াও। আমি যখন সেলাই শুরু করব, তুমি রক্ত মুছবে।'

'ডয়েসকে ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়নি,' মনে করিয়ে দিল লিমা।

'হয়েছে,' বলল রানা। 'ডয়েস, যাও, তুমি পাশের কেবিনে গিয়ে শুয়ে থাকো।'

কিন্তু ডয়েস নড়ল না, কথাও বলল না।

ব্যান্ডেজ সবটুকু খুলে ক্ষতটা পরিষ্কার করল রানা। গ্লাস অ্যামপুল ভেঙে ডিসপজিবল সিরিঞ্জ বের করল। একটা ইঞ্জেকশন দিল রানা। ক্ষত থেকে দর দর করে রক্ত বেরুচ্ছে। 'মোছো।'

দ্রুত হাতে রক্ত মুছল হেগেন।

কপাল থেকে ঘাম মুছে কাজ শুরু করল রানা। সুই বিঁধতেই আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলল লিমা। হাঁ করা ক্ষতটা জোড়া লাগাতে পনেরোটা সেলাই লাগল। কাজটা শেষ হতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল রানা। সেলাইয়ের ওপর আবার ব্যান্ডেজ বাঁধতে হলো।

'সত্যি সেরে উঠবে তো?' এতক্ষণে এই প্রথম কথা বলল ডয়েস।

'অবশ্যই,' বলল রানা। 'তবে প্রচুর রক্ত গেছে, হাঁটাচলা করতে সময় নেবে।' নিজের বিনকিউলার বের করল ও, বেরিয়ে এল ডেকে।

বীস্টের বো থেকে লাফ দিয়ে বোল্ডারে নামল রানা, ছড়িয়ে থাকা পাথরের মাঝখান দিয়ে বেশ উঁচু একটা জায়গায় চলে এল। সাগর আর উপকূল রেখার ওপর চোখ বোলাচ্ছে। ইতিমধ্যে কুয়াশা প্রায় পুরোটাই কেটে গেছে। জেমস হার্ডির জাহাজটাকে বহু দূর থেকে আসতে দেখল রানা। ম্যাট হিথের মোটর লঞ্চ যেখানে ডুবেছে, ধীর গতিতে ঠিক সেই পজিশনটার দিকে আসছে

ওটা। রানার বিনকিউলারে রাশি রাশি আবর্জনা ধরা পড়ল, মোটর লঞ্চের অবশিষ্টাংশ। জাহাজের রেইলিঙে নাবিকরা দাঁড়িয়ে আছে, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা, সবাই তারা তাকিয়ে আছে সাগরে ছড়ানো আবর্জনার দিকে। দিক না বদলে বা না থেমে চলে যাচ্ছে জাহাজ, থামবে একেবারে সেই ম্যাকাওয়ে পৌঁছে। দৃষ্টিসীমার মধ্যে যতক্ষণ থাকল ওটা, তাকিয়ে থাকল রানা। কিছুক্ষণ পর খুক করে কাশল কেউ। 'ওটা কি জেমস হার্ডির জাহাজ ছিল?' হেগেনের গলা।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। বোল্ডার থেকে নামল ও। ওর পিছু নিল হেগেন।

'ফ্রেন্ড, একটা প্রশ্ন,' বলল সে।

'বলো।'

'আমরা কি ম্যাকাওয়ে ফিরে যাচ্ছি?'

'ম্যাকাওয়ে? হ্যাঁ। আমি আর তুমি। ম্যাকাওয়ে আরও কিছু কাজ আছে আমার।'

'আর ওরা?' জিজ্ঞেস করল হেগেন। 'লিমা আর ডয়েস?'

'ওদেরকে লিয়েনের গ্রামে পৌঁছে দিতে হবে,' বলল রানা। 'ওখানে কয়েক দিন থাকলে সুস্থ হয়ে উঠবে লিমা, তারপর ডয়েসকে নিয়ে নিজের গ্রামে ফিরে যাবে।'

কিছুক্ষণ পর আবার মুখ খুলল হেগেন। 'আর সোনা?'

'ওগুলো লিয়েনদের গ্রামে নামিয়ে দেব আমরা,' বলল রানা। 'পুরোহিতদের ডেকে সব বুঝিয়ে দেবে লিমা।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল হেগেন। 'ভেরি গুড, ফ্রেন্ড। থ্যাঙ্ক ইউ।'

'তোমার জন্যে একটা সুখবর আছে, হেগেন,' বলল রানা। 'ম্যাকাওয়ে রেড ড্রাগনের অনেকগুলো জাহাজ আর স্টীমার আছে। একটু হয়তো সময় লাগবে, তবে আশা করছি সবগুলোই গভর্নরকে দিয়ে দখল করাতে পারব। আমি সুপারিশ করব ওরা যেন অন্তত একটা জাহাজ পুরস্কার হিসেবে দেয় তোমাকে।'

'পুরস্কার?'

'রেড ড্রাগনকে খতম করার পিছনে তোমার অবদানও কম নয়, হেগেন,' বলল রানা। 'যতই তুমি মদ খাও!'

কিছুক্ষণ কল্পনায় দেখল হেগেল জাহাজটা। আবার ফিরে পেয়েছে সে নিজের জাহাজ! তারপর বিব্রত সুরে বলল, 'আমি কিন্তু টাকা বা পুরস্কারের লোভে তোমার সঙ্গে আসিনি, ফ্রেন্ড। মিসেস পাটনায়েক বললেন, তুমি একজন সৎ লোক, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে চাও, সাহায্য দরকার, অমনি আমি রাজি হয়ে গেলাম...'

'ধন্যবাদ, হেগেন।'

'আরেকটা প্রশ্ন, রানা।'

'বলো।'

'হয়তো অপ্রাসঙ্গিক শোনাবে, তবু প্রশ্নটা না করে পারছি না। এই লোভ দমন করা কোথায় শিখলে বলো তো? ইচ্ছে করলেই সমস্ত সোনা আর পাথর মেরে দিতে পারো তুমি, আমি বা ডয়েস ঠেকাতে পারব না। অথচ...তুমি এমন কি লেদার ব্যাগ খুলে ভেতরে কি আছে তা-ও দেখোনি!'

হেসে উঠল রানা, জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। বোটে ফিরে নিচে নেমে এল, নামার আগে হেগেনকে হুইলের দায়িত্ব নিতে বলল।

ইতিমধ্যে জ্ঞান ফিরে এসেছে লিমার। বাঙ্কের কিনারায় বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ডয়েস। ফিসফাস করে কথা বলছে ওরা। 'এখন কেমন লাগছে, লিমা?' জানতে চাইল রানা।

'মরফিন দেয়ার পর ব্যথাটা নেই,' বলল লিমা, ঠোঁটে দুর্বল হাসি।

'ইঞ্জেকশনটা ইচ্ছে করেই দিয়ে যাইনি,' বলল রানা। 'পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলাম, ডয়েস ব্যাপারটা লক্ষ করে কিনা। এখন বোঝা গেল, ও সত্যি তোমাকে ভালবাসে।'

'যতই নরম নরম কথা বলো আর পটাও,' বলল ডয়েস। 'সোনার কথা আমি ভুলছি না! বলে ফেলো দেখি, তোমার পরবর্তী

মুভ কি হতে যাচ্ছে?'

এই সময় স্টার্ট নিল এঞ্জিন। ঢেউ ভেঙে রওনা হলো বোট।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা? নিশ্চয়ই ম্যাকাওয়ে? নাকি ব্যাংককে?'

'তুমি থামো তো!' ডয়েসকে ধমক দিয়ে চুপ করাল লিমা। 'রানা, জেমস হার্ডির জাহাজটা দেখেছেন?'

'খানিক আগে আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ওরা,' বলল রানা। 'মোটর লঞ্চের আবর্জনা দেখে ধরে নিয়েছে ওগুলো আমাদের ধ্বংসাবশেষ।'

'লিয়েনদের গ্রামে কি আপনি আমাদের সঙ্গে দিন কয়েক থাকবেন?' হঠাৎ জানতে চাইল লিমা।

মেয়েটার দিকে একদৃষ্টে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর মাথা নাড়ল। 'না। ম্যাকাওয়ে আমার জরুরী কাজ আছে।' একটু পর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি জানলে কিভাবে বোট নিয়ে আমরা লিয়েনদের গ্রামে যাচ্ছি?'

লিমার হাসি গোপন করার চেষ্টা সফল হলো না। 'ডয়েস বলেছে।'

'আমি বলেছি? কি আশ্চর্য! কই, না! তুমি ভুল করছ, লিমা! আমি বরং বলেছি, ওই লোককে তুমি চেনো না! তোমার সমস্ত সোনা ও একা হজম করার তালে আছে…'

'আমার কথা বাদ দাও,' বলল রানা। 'নিজেদের সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিলে তোমরা?'

'গ্রামে কিছুদিন থাকার পর ব্যাংককে চলে যাব,' বলল লিমা। 'রিঙে ওখানে যদি ভাল করে ডয়েস, কোন দিনই আর ম্যাকাওয়ে ফিরব না আমরা।'

'আসল কথাটা বলছ না কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'বিয়েটা কবে হচ্ছে, কোথায় হচ্ছে?'

'ডয়েস তো বলছে লিয়েনদের গ্রামেই হওয়া উচিত, তা না হলে তোমাকে আমরা পাব না।'

হেসে উঠে রানা বলল, 'আইডিয়াটা মন্দ নয়। পরে হলে সত্যি

হয়তো অ্যাটেন্ড করতে পারব না আমি।' এক মুহূর্ত চিন্তা করল ও। 'তবে ব্যাংককে থেকে যাবার সিদ্ধান্তটা আমার ভাল লাগল না, লিমা। ব্যাংকক বা ম্যাকাও নয়, ডয়েসের মত দুর্দান্ত বক্সার দাম পাবে নিউ ইয়র্ক বা লাস ভেগাসের মত শহরে। বাড়িয়ে বলছি না, যতটুকু বুঝেছি, ও আরও অনেক ভাল বক্সার হতে পারবে। শক্তিতে ওর তুলনায় আমি কিছুই না।'

'কিন্তু স্বভাবটা?' হাসি চেপে বলল লিমা। 'এরকম খোঁচা মারার স্বভাব যদি বদলাতে না পারে...'

'লাস ভেগাসে ওর এই স্বভাব বাড়তি আকর্ষণ হয়ে দেখা দেবে,' বলল রানা। 'ওখানে আমার পরিচিত লোকজন আছে। তোমরা যদি চাও, তাদেরকে বলে দেব আমি। পাসপোর্ট, ভিসা, সব তারাই ব্যবস্থা করে দেবে।'

লিমার চোখে পানি বেরিয়ে এল। 'চোখে কি যেন পড়েছে,' বলল সে। 'কিন্তু, রানা, আপনি কেন এত কষ্ট করতে যাবেন?'

'দু'চোখেই?' বলে তার একটা হাত ধরল রানা। 'কষ্ট করতে যাব, কারণ, আমার কোন ছোট বোন নেই। আরেকটা কথা, লিমা। তোমার সিদ্ধান্তে আমি খুশি। আচরণ দেখে যাই মনে হোক, ডয়েস সত্যিই ভাল ছেলে। ও তোমাকে সুখী করবে।'

'এ-সব কথার নিশ্চয়ই অন্য কোন অর্থ আছে,' বাঙ্ক থেকে নেমে সিধে হলো ডয়েস। 'লিমা রাগ করবে, তাই কিছু বলছি না।' কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

'আপনি সত্যি মনে করেন, আমরা সুখী হব?' জিজ্ঞেস করল লিমা। 'পাগলটাকে আমি সামলাতে পারব তো?'

'মরফিন তো বলে, অবশ্যই সুখী হবে,' জবাব দিল রানা। 'কেউ যদি তোমাকে ভালবাসে, তাকে সামলানো কোন ব্যাপার নাকি?'

'আপনার ঋণ আমরা...'

লিমার ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল রানা। 'একদম চুপ, বোকা মেয়ে!' পকেট থেকে রুমাল বের করে তার হাতে ধরিয়ে দিল ও।

***

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না।

কা. আ. হোসেন।

[প্রথমেই অপূর্ব সুন্দর দুটি কার্ড পাঠানোর জন্য মু. তারিক মাহমুদ, আধুনিক ফার্মেসী, ফতুল্লা বাজার, নারায়ণগঞ্জ ও আশফাকুজ্জামান খান (চয়ন), শান্তিনগর, ঢাকা – এই দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ।]

রনো
গ্রীনভিউ আ/এ, হালিশহর, চট্টগ্রাম।

প্রথমেই আমি আপনাকে আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ জানাই মাসুদ রানার মত অসাধারণ একটি সিরিজ উপহার দেয়ার জন্য। কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথেই আপনাকে লেখা প্রথম চিঠিতে আপনার সমালোচনা করছি।

আমার পড়া মাসুদ রানা সিরিজের প্রথম বই ছিল 'ধ্বংস-পাহাড়'। তখন আমি ছিলাম ক্লাস ফাইভের ছাত্র। আমার বড়দা এবং বড়দিই

আমাকে এই বই পড়তে দেয়। সে সময় এই স্পাই থ্রিলার আমার মনে কতটুকু আলোড়ন তুলেছিল তা বোঝাবার সাধ্য আমার নেই। এর পর থেকে আমি পাগলের মত একে একে মাসুদ রানা সিরিজের অন্যান্য বইগুলো পড়ি। অন্যান্য অনেক পাঠকের তুলনায় আমি ভাগ্যবান এই কারণে যে আমাদের ঘরে রানার সব বইই প্রকাশিত হওয়া মাত্রই কিনে ফেলা হতো। গত দশ বছরে আমি রানা সিরিজের এ পর্যন্ত প্রকাশিত সবগুলোই পড়ে ফেলেছি এবং গর্বের সাথেই বলতে পারি যে রানা সিরিজের সবগুলো বইই আমার সংগ্রহে আছে।

আনোয়ার ভাই, অসংখ্য পাঠকই আপনার বইগুলোর (রানা সিরিজের) প্রশংসা করেছে। আমি নতুন করে আর তা করছি না। শুধু বলছি, রানা সিরিজের কিছু কিছু বই দুর্দান্ত। যেমন: ধ্বংস-পাহাড়, অগ্নিপুরুষ, দুর্গম দুর্গ, আই লাভ ইউ, ম্যান, জিম্মি সহ আরও অনেক বই। আবারও আপনাকে ধন্যবাদ।

আপনি হয়তো ভাবছেন, এ আবার কি ধরনের সমালোচনা! চিন্তা করবেন না, এখনই শুরু করছি। তবে বেশি করবো না, পাছে আপনি রানা সিরিজ না বন্ধ করে দেন।

প্রথমে বলতে চাই, এখনকার রানা সিরিজের বইগুলোতে পুরনো সেই রানাকে যেন আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। আমার কাছে এখনকার রানাকে বড়ই সাদামাঠা মনে হয়। রানার কাহিনীগুলোও মনে হয় নিরস। এর উত্তরে অনেক পাঠককেই আপনি বলেছেন, বয়স পরিবর্তনের কারণে ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু বিস্মরণ, মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র, ভারতনাট্যম, ধ্বংস-পাহাড় এবং বিশেষ করে আই লাভ ইউ, ম্যান ও অগ্নিপুরুষ কয়েকশোবার পড়া সত্ত্বেও এখনও কেন আগের মতই ভাল লাগে? আপনি এর কি জবাব দেবেন?

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মতিঝিল অফিসের কথা তো আপনি বোধহয় ভুলেই গেছেন। মেজর জেনারেল রাহাত খান, সোহেল, সোহানা, রূপা, জাহেদ, সলিল, বিশেষ করে গিলটি মিয়া তো মনে হয় আপনার মনের একশো মাইলের মধ্যেও নেই। তাও মেজর জেনারেলকে সম্প্রতি কোন বইয়ে যেন আনলেন না আনার মত করেই। কোথায় সোহানা, রেহানা, রানা সোহেল সলিলদের মতিঝিল অফিসের

আড্ডা, বসের কাছে ধরা পড়া?

রানার যোগ্য শত্রুদের একে একে সরিয়ে ফেললেন। পাগল বৈজ্ঞানিক কবির চৌধুরীর জায়গায় আনলেন খায়রুল কবিরকে, যে কিনা রানার কাছে (আমার মনে হয়) কিছুই নয়। কাপু ট সেন সেই কবেই হাওয়া হয়ে গেছে। রুডলফ গুন্থারও যে কিভাবে হারিয়ে গেল বুঝে পাই না।

জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স, পিসিআই, আইএসএস, বিএসএস এদের সাথে তো বিসিআই-এর দেখাই হয় না, সংঘর্ষ হওয়া তো বহু পরের ব্যাপার। তাও কালেভদ্রে সিআইএ আর কেজিবি-র সাথে রানার দেখা হয়, কিন্তু আগের মত জোর লড়াই আর বাধে না। রানা এজেন্সিও তো লাপাত্তা, অপারেটররা যে কে কোথায়, আপনিই জানেন।

আনোয়ার ভাই, আপনি তো চাইলেই সেই পুরনো রানাকে ফিরিয়ে দিতে পারেন। কেন দেন না? এখন কেন রানার বই পড়ার সময় উত্তেজনায় শরীর কাঁপে না? কেন রানার করুণ কাহিনী শুনেও কান্না পায় না? কেন বই শেষ করে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারি না? এর উত্তর আপনাকে দিতেই হবে। আপনি এড়িয়ে গেলে আমি মাসুদ রানা পড়া (সম্ভব হলে) বন্ধ করে দেব।

আমাদের এক ভাড়াটিয়া একসময় খুব রানা সিরিজের বই পড়তেন। উনি এখন আর পড়েন না। কারণ জানতে চাইলে উনি বলেন এখনকার সব রানা নাকি সেবা প্রকাশনীর গেটের দারোয়ানটা লেখে। ইদানীং আমার মনেও এরকম একটা ধারণা জন্ম নিচ্ছে।

প্লিজ, আনোয়ার ভাই, আপনি রানা সিরিজের পাঠকদের সেই পুরনো রানাকে ফেরত দিন। একজন মৃত্যুপথযাত্রীর কাছে শেষ ইচ্ছেটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, আপনার কাছে আমার এই আবদারটাও ঠিক ততটুকুই গুরুত্বপূর্ণ। তা না হলে একদিন হয়তো সত্যি সত্যিই রানা সিরিজ পড়া ছেড়ে দেব।

সবশেষে আপনার ও রানা সিরিজের সমালোচনা করেছি বলে আন্তরিক ভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। সম্ভব হলে ক্ষমা করবেন। তবে আমি যা করেছি তা রানা সিরিজকে বাঁচানোর জন্যই করেছি। ধন্যবাদ।

* অনেক পাঠককে বঞ্চিত করে আপনার দীর্ঘ চিঠিটি ছাপলাম

এইজন্যে যে, আপনার লেখায় শুধু ক্ষোভ বা রানা সিরিজের বেশ কিছু মৌলিক সমস্যার কথাই নয়, প্রকাশ পেয়েছে আপনার নিখাদ আন্তরিকতা ও রানা-কাহিনীর প্রতি গভীর ভালবাসা। আপনি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

হ্যাঁ, সত্যিই আপনি ভাগ্যবান – আপনার বড়দা ও বড়দির মত খোলা মনের, রুচিশীল, সংস্কারমুক্ত বড় ভাই-বোন পাওয়া, এবং এমন একটি সুস্থ পরিবারে জন্ম হওয়া মস্ত কপালের ব্যাপার।

আপনার অসংখ্য অভিযোগের জবাব আমি দেব না, কারণ আবেগের বশে লিখেছেন চিঠিটা, আসলে সব জবাব আপনার নিজেরই জানা আছে। আপনি জানেন, আগের বই–অর্থাৎ আপনার হিসেবে ধ্বংস-পাহাড় থেকে অগ্নিপুরুষ পর্যন্ত–প্রায় ১৪০টি বইয়ের সবই আপনার ভাল লাগেনি; মাঝে প্রচুর বাজে কাহিনী হজম করতে হয়েছে। মনে রাখার মত বই স্বল্পসংখ্যকই হয়, হঠাৎ হঠাৎ জমে যায় একটা-দুটো কাহিনী যেগুলো বার বার পড়লেও পুরনো হয় না। বিবেচ্য বিষয় হলো: মোটামুটি ভাল বই আমরা দিচ্ছি কি না এবং মাঝে মাঝে এক-আধটা ভাল বই আসছে কি না। সেটাই একটা সিরিজ টিকে থাকার মূলমন্ত্র। যদি বলেন, না, তা হচ্ছে না, তাহলে সবিনয়ে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে ক্ষমা প্রার্থনা করব। শুধু এইটুকু বলব, এ সিরিজটির পিছনে গেটের দারোয়ানটি সহ সবাই আমরা প্রচুর পরিশ্রম করছি, আপনি স্পার দাবালে নাহয় পরিশ্রমের মাত্রা আরও কিছুটা বাড়াতে পারব, দুর্লভ কাহিনী সংগ্রহ, রচনা ও সম্পাদনায় আরও যত্ন নেয়ার অঙ্গীকার ও চেষ্টা করতে পারব, তার বেশি নয়। তারপরেও যদি আপনার ভাল না লাগে, কী আর করা, সেবা পরিবারের প্রিয় একজন পাঠক যাবে ঝরে।

চিঠির জন্য ধন্যবাদ।